পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 39 Thursday, 8 January, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা ❋ ২৩ পৌষ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ৮ জানুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

কমিশনকে চিঠি এইআরও-দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনে চাপে ব্লক স্তরের নির্বাচন আধিকারিকরা। মূলত রাজ্যের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগাম অফিসারেরা সহকারি ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার অর্থাৎ এইআরও হিসাবে কাজ করছেন। আর তাঁরাই এ বার সিইও-কে চিঠি দিলেন। অস্পষ্ট নির্দেশে গণহারে ভোটার বাদ পড়ার আশঙ্কা করে তাঁদের এই চিঠি। চিঠিতে তাঁদের অভিযোগ, রাজ্যে 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' মামলার বিষয়ে কোনও স্পষ্ট লিখিত নির্দেশিকা না থাকায় তাঁরা গুরুতর প্রশাসনিক ও আইনি সমস্যার মুখে পড়ছেন তাঁরা। সূত্রের দাবি, পূর্ববর্তী এসআইআর-এ যেসব ভোটারের সঙ্গে লিঙ্কেজ ছিল, তাঁদের অনেককেই নতুন করে 'নো ম্যাপিং' কেস হিসেবে ধরে শুনানির নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি এইআরও-র উপর গড়ে ৩,০০০-৪,০০০টি মামলার বোঝা চাপানো হয়েছে। জানুয়ারি মাস জুড়ে অন্যান্য শুনানি চলায় ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই বিপুল সংখ্যক মামলায় ন্যায্য শুনানি কার্যত অসম্ভব বলে মত আধিকারিকদের। এছাড়া গ্রহণযোগ্য নথি নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে। সরকারি নির্দেশে একাধিক নথি অনুমোদিত থাকলেও, মাঠপর্যায়ে মৌখিক ও হোয়াটসঅ্যাপ নির্দেশে তা সীমিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। আধিকারিকদের আশঙ্কা, এতে গণহারে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ পড়তে পারে। তাঁরা দ্রুত স্পষ্ট লিখিত নির্দেশ ও বাস্তবসম্মত সময়সীমা নির্ধারণের দাবি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' অর্থাৎ তথ্যগত গড়মিল। এনুমারেশন ফর্মে দেওয়া তথ্যে সমস্যা রয়েছে, এই হেতু দেখিয়ে আবার ভোটারদের হিয়ারিংয়ের নোটিস পাঠানো হচ্ছে। প্রথম থেকেই অভিষেক অভিযোগ করেছিলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ভোটারের নাম 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' বা তথ্যগত গরমিলের অজুহাতে সন্দেহজনক তালিকায় রেখেছে। সেই তালিকা প্রকাশের দাবি আগেই করেছিলেন অভিষেক। এবার তিনি বুঝিয়ে দিলেন 'ব্যাকএন্ডসে' এর কাজ চলছে!

বিজেপির ৩৫ জনের রাজ্য কমিটিতে নাম নেই দিলীপ ঘোষের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ অবশেষে প্রকাশ হল বঙ্গ বিজেপির রাজ্য কমিটি। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ৩৫ জনের রাজ্য কমিটিতে দিলীপ ঘোষের নাম নেই। যা নিয়ে বিভিন্ন মহলে কৌতূহল তুঙ্গে। তবে দিলীপের পাশাপাশি ৩৫ জনের রাজ্য কমিটিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নামও নেই। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসা উত্তর কলকাতার বর্ষীয়ান নেতা তাপস রায়কে শুধু রাজ্য কমিটিতে আনা হল তাই নয়, তাঁকে দেওয়া হয়েছে রাজ্য সহ সভাপতির পদও। অন্যদিকে ২০১৯ সালে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়ার পর রাজ্য সহ সভাপতি পদ পাওয়া ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংকে এবারেও ৩৫ জনের কমিটিতে রাখা হল না। একইভাবে নয়া কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন পুরনোদের মধ্যে কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন তনুজা চক্রবর্তী। যিনি একসময় বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ছিলেন। পরে তাঁকে পদ থেকে সরানোর পর আর কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। শমীকের হাত ধরে তাঁর পুনর্বাসন হল। তনুজাদেবীকেও রাজ্য সহ সভাপতি পদে আনা হল। রাজ্য সহ সভাপতি পদে আনা হয়েছে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালকেও। আগে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদে ছিলেন তিনি। গত বছরের জুলাইয়ে রাজ্য সভাপতি পদে বসেন শমীক। দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্য কমিটি ঘোষণার কথা ছিল। তবে আদি নব্য কোন্দলের জেরে সেই কমিটি গঠন ক্রমশই পিছিয়েছে। অবশেষে ভোটের মুখে এদিন বঙ্গ বিজেপির তরফে ৩৫ জনের রাজ্য কমিটি প্রকাশ করা হল। প্রত্যাশা মতোই এবারের রাজ্য কমিটিতে পুরনোদের আধিক্য রয়েছে। কয়েকজন নতুনকেও আনা হয়েছে। ৩৫ জনের রাজ্য কমিটিতে মহিলার সংখ্যা সাত অর্থাৎ শতকরা ২০ শতাংশ। সূত্রের খবর, দলের এক নীতি এক পদ মেনে এবারে রাজ্য কমিটিতে কোনও বিধায়ককে না রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেই মোতাবেক পূর্বতন রাজ্য কমিটিতে থাকা ছ'জন বিধায়কের মধ্যে পাঁচ জন বিধায়ককে এবারে রাখা হয়নি। এরা হলেন- গোপাল চন্দ্র সাহা, গৌরী শঙ্কর ঘোষ, অশোক দিন্দা, লক্ষ্মণ ঘোড়ুই ও বিমান ঘোষ। তবে ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেছে শঙ্কর ঘোষের ক্ষেত্রে। বিধায়ক পদে থাকার পাশাপাশি নব গঠিত রাজ্য কমিটিতেও শঙ্করবাবুকে রাখা হয়েছে। দিন কয়েক আগেই রাজ্য সফরে এসে দিলীপ ঘোষকে ফের সক্রিয় ভূমিকায় নামতে বলেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তারপর থেকেই নতুন উদ্যমে মাঠে নেমে পড়েছে দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার রানাঘাটে দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন তিনি। এমনকী দিলীপকে ঘিরে মঙ্গলবার কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে পোস্টারে ছয়লাপ হয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল। তাতে বড় বড় হরফে লেখা, 'বেঙ্গল টাইগার ইজ ব্যাক'। সামনে দিলীপ ঘোষ, পিছনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ছায়াচিত্র। অনুগামীরা মনে করেছিলেন, দিলীপবাবু ফের দলের কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদ পেতে পারেন। তবে এদিন রাজ্য কমিটির তালিকায় তাঁর নাম না থাকা নিয়ে দিলীপ অনুগামীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে এ ব্যাপারে দিলীপবাবুর কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি।

গুরুত্বপূর্ণ পদে তাপস রায়

চাকরির দাবিতে হামাগুড়ি দিয়ে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ এক দশকেরও বেশি সময় কেটে গেছে। বছর ঘুরে বছর এসেছে, কিন্তু আলো আর দেখা যায়নি। আপার প্রাইমারি চাকরি প্রার্থীদের জীবনে শুধুই অপেক্ষা। ইন্টারভিউ না হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়া ঝুলে থাকায় কার্যত অন্ধকার ভবিষ্যতের মুখে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার প্রার্থী। সেই কারণে বুধবার আবার তাঁরা রাস্তায় নামলেন। ইন্টারভিউয়ে বঞ্চিত আপার প্রাইমারি চাকরি প্রার্থীদের সংগঠন (আইবিইউপিসিপিবি) জানাচ্ছে, ২০১৬ সালের আপার প্রাইমারি গেজেট অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় তাঁদের জীবনের অমূল্য ১১ বছর নষ্ট হয়ে গেছে। এই সময়ের দায় কার- তার স্পষ্ট উত্তরও দাবি করছেন আন্দোলনকারীরা। ধর্মতলায় দণ্ডি কেটে, হামাগুড়ি দিয়ে প্রতিবাদে সামিল হন তাঁরা। ২০২২ সালের ১৬ জুন থেকে কলকাতার শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরার পাদদেশে টানা অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। আজ সেই আন্দোলন পেরিয়েছে ১৩০০ দিনের গণ্ডি। দাবি একটাই- গেজেট মেনে ইন্টারভিউ নিয়ে নিয়োগ। প্রার্থীদের বক্তব্য, আপার প্রাইমারি গেজেট ২০১৬-এর নিয়ম ৮.৩(বি) অনুযায়ী ইন্টারভিউয়ের অন্তত ১৫ দিন আগে আপডেট ভ্যাকেন্সি প্রকাশ বাধ্যতামূলক। সেই নিয়ম মানা হয়নি বলেই আজ নিয়োগ আটকে আছে বলে তাঁদের অভিযোগ। আন্দোলনকারীদের মতে, এই নিয়োগ না হওয়ায় শুধুই চাকরি প্রার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত (১:৩৫) বজায় না থাকায় আপার প্রাইমারি স্তরে (পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি) শিক্ষার গুণগত মান ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। বহু স্কুল কার্যত বন্ধ হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে। আরও গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। বলছেন, নিয়োগে দেরির ফলে বহু প্রার্থীর চাকরির বয়স পার হয়ে গেছে। যাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, তাঁদের জীবনের দায়িত্ব কি এড়িয়ে যেতে পারে সরকার? সেই প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের দাবি, উচ্চ আদালত ও সর্বোচ্চ আদালতের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই মামলার বিচার হওয়া প্রয়োজন।

বালুরঘাটে পরিযায়ী শ্রমিকের পাশে অভিষেক

সুকান্ত মজুমদারকে 'স্টপেজ মিনিস্টার' বলে কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ৭ জানুয়ারিঃ বাংলায় কথা বলায় হেনস্থা, অভিযোগ এমনটাই। মহারাষ্ট্রে কাজের উদ্দেশে গিয়ে অপমান ও হয়রানির শিকার হন দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের বাসিন্দা অসিত সরকার ও তাঁর সঙ্গীরা। বুধবার তাঁদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তপনের অসিত সরকারের বাড়িতে এ দিন উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিজেপি বুথ সভাপতি গৌতম বর্মণও। তাঁর অভিযোগ, বিপদের সময়ে দল পাশে দাঁড়ায়নি। অভিষেকের সামনে সোজাসাপটা অভিযোগ গৌতমের, মহারাষ্ট্রে আটক হওয়ার পরে আমরা ফোন করেছিলাম। কিন্তু বিজেপির কেউ ফোন ধরেননি। সাংসদ সুকান্ত মজুমদারও কোনওরকম সাহায্য করেননি। বুধবার প্রায় কুড়ি মিনিট দুই পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গে কথা হয় তাঁর। দুঃসহ দিনের অভিজ্ঞতার কথা অভিষেকের কাছে বলেন তাঁরা। সেসব ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা শুনে কার্যত শিউরে ওঠেন অভিষেক। বিজেপিকে তোপ দেগে তিনি বলেন, ''কারও চোখের জল বিফলে যাবে না।'' দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের অসিত সরকার এবং গৌতম বর্মন প্রায় এক বছর পর বাড়ি ফিরেছেন। শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার জন্য তাঁদের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে মহারাষ্ট্রে জেলবন্দি করে হেনস্তা করা হয়। তাঁদের দাবি, জেলবন্দি হওয়ার খবর পাওয়ামাত্রই স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সুকান্ত মজুমদারের কাছে যান গৌতম বর্মনের স্ত্রী। জেলের মেয়াদ

শেষ হলে তিনি সময়মতো ছাড়া পাবেন বলেই সাফ জানিয়ে দেন স্থানীয় সাংসদ সুকান্ত। অভিযোগ, অসহায় মানুষদের কাছ থেকে জেল থেকে মুক্তির বিনিময়ে দেড় লক্ষ টাকাও চাওয়া হয়। শেষমেশ তৃণমূল নেতৃত্বের সহযোগিতায় বাড়ি ফেরেন দু'জনে। যা শুনে অভিষেক বলেন, ''বাংলাদেশি তকমা দিয়ে মহারাষ্ট্রের জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের পরিবার স্থানীয় সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের কাছে গিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রে বিজেপি, কিন্তু সুকান্ত কিছু করেননি। আমরা জানতে পেরে কাঠখড় পুড়িয়ে ছাড়িয়ে এনেছি।'' এখানেই না থেমে অভিষেক এও বলেন, ''এখানে তৃণমূল, বিজেপি কীসের। রাজনীতি করা মানে তো মানুষের পাশে দাঁড়ানো। যাঁরা আপনাকে জিতিয়েছে তাঁদের প্রতি আপনাদের দায়িত্ব, কর্তব্য নেই?'' সুকান্তবাবুকে 'ফ্যাশন শোয়ের মাস্টার', 'স্টপেজ মিনিস্টার' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। যাঁর জবাবে সুকান্ত মজুমদারের পাল্টা বক্তব্য, ''তৃণমূলের আমলে বালুরঘাটের কী কাজ হয়েছিল, আর আমার আমলে কী কী কাজ হয়েছে তা মানুষ জানেন। ভোট বাক্সেই মানুষ এর জবাব দেবে।'' এ প্রসঙ্গে বীরভূমের সোনালি খাতুনের প্রসঙ্গও টেনে এনে অভিষেক বলেন, ''একজন অন্তঃস্বত্ত্বা মহিলাকে যেভাবে অত্যাচার করা হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। ওর একটাই দোষ, উনি বাংলায় কথা বলেছিলেন।'' একই সঙ্গে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে কাজে না যাওয়ার পারমর্শ দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাস, মহারাষ্ট্রে আর কাজের জন্য না যেতে। তাঁর প্রতিশ্রুতি, ''এখানেই কাজের ব্যবস্থা করা হবে। রাজ্য ছেড়ে এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে, তা মেনে নেওয়া যায় না।''

বেতনবৃদ্ধি-সহ ৮ দাবিতে স্বাস্থ্যভবন অভিযান আশা কর্মীদের, ধুন্ধুমার পরিস্থিতি, বন্ধ করা হল গেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ বেতনবৃদ্ধি-সহ মোট আট দফা দাবিতে বুধবার কার্যত অচল হয়ে গেল স্বাস্থ্যভবন চত্বর। ১৬ দিনের কর্মবিরতির পর এবার সরাসরি স্বাস্থ্যভবন অভিযান কর্মসূচিতে নামলেন আশা কর্মীরা। সকাল থেকেই সল্টলেকের সেক্টর ৫ এলাকায় জমায়েত শুরু হয়। বেলা বাড়তে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বাস্থ্যভবনের মূল গেট বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন আধিকারিকরা। একাধিক দায়িত্ব কাঁধে অথচ মাসিক আয় অত্যন্ত কম, এই অভিযোগই মূলত আন্দোলনের কেন্দ্রে। আশা কর্মীদের দাবি, বর্তমানে তাঁদের ইনসেনটিভ মিলিয়ে মাসে সর্বোচ্চ ৫,২৫০ টাকার বেশি দেওয়া হচ্ছে না। অথচ কাজের চাপ বেড়েছে কয়েক গুণ। সেই কারণেই ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা মাসিক পারিশ্রমিক প্রয়োজন। পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিমা, মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং মৃত্যুকালীন ক্ষতিপূরণ চালুর দাবিও রয়েছে আন্দোলনকারীদের। আন্দোলনরত

আশা কর্মীদের অভিযোগ, সরকার একদিকে তাঁদের ব্রেস্ট ফিডিং নিয়ে সচেতনতার বার্তা দিতে বলে, অথচ নিজেরাই মাতৃত্বকালীন ছুটি পান না। এমনকী কর্মরত অবস্থায় কারও মৃত্যু হলে পরিবার কোনও আর্থিক সহায়তাও পায় না। এখানেই শেষ নয়, করোনার সময় যে বিশেষ আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেই টাকা এখনও অনেকে পাননি। এছাড়া মোবাইল ফোন ব্যবহার করে কাজ করতে হলে যে খরচ হয়, তাও আসেনি অ্যাকাউন্টে। এদিন স্বাস্থ্যভবনের সামনে ব্যারিকেড ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে আশা কর্মীদের একাংশ। পুলিশ পরিস্থিতি সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খায়। ধস্তাধস্তি, স্লোগান আর জমায়েতে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা চত্বর। আন্দোলনের জেরে সেক্টর ৫ এলাকায় দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে, ভোগান্তিতে পড়েন নিত্যযাত্রীরাও। আজই রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম-এর বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। সেই বৈঠকের আগেই আশা কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করায় বৈঠক এখন বিশ বাঁও জলে। স্বাস্থ্য ভবনের তরফে পরবর্তী কী পদক্ষেপ করা হয়, সেটাই এখন দেখার।

ভেনেজুয়েলার কাছে তেলের ট্যাঙ্কার ঘিরে উত্তেজনা

মার্কিন নজরের মুখে ডুবোজাহাজ নামাল রাশিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভেনেজুয়েলার উপকূলের কাছে আমেরিকার দখলে নেওয়া একটি 'নিষেধাজ্ঞাভুক্ত' তেলবাহী ট্যাঙ্কারকে ঘিরে রাশিয়া একটি ডুবোজাহাজ ও অন্যান্য নৌ-সেনাযান মোতায়েন করায় সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, বয়সে জীর্ণ ওই ট্যাঙ্কারের আগের নাম বেল্লা ১-কে ঘিরে একটি সাবমেরিনসহ একাধিক নৌযান মোতায়েন করায় ওয়াশিংটন-মস্কো উত্তেজনা আরও চড়েছে। মার্কিন কর্তাদের দাবি, খালি ও মরচে ধরা ওই ট্যাঙ্কারটি গত দু'সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ভেনেজুয়েলার কাছে নিষেধাজ্ঞাভুক্ত তেলবাহী জাহাজগুলির উপর আরোপিত মার্কিন অবরোধ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছিল। ভেনেজুয়েলায় নোঙর ফেলে তেল না তোলা এমনকী কোনও পণ্য বহন না করা জাহাজটি আমেরিকার তক্কেতক্কে ছিল। কারণ বিশ্বজুড়ে অবৈধ তেল পরিবহন নেটওয়ার্ক ভাঙার অভিযানের অংশ হিসেবে আমেরিকা এটির উপর নজর রাখছিল। মার্কিন উপকূলরক্ষী বাহিনী জাহাজটিকে

আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। তাদের মতে, এটি কালোবাজারে তেল সরবরাহে ব্যবহৃত তথাকথিত শ্যাডো ফ্লিট বা গোপন সরবরাহকারী জাহাজ, যার সঙ্গে রাশিয়ার তেলও জড়িত থাকতে পারে। গত ডিসেম্বরে জাহাজে তল্লাশির মার্কিন চেষ্টা আটকে দিয়ে নাবিকরা আন্তর্জাতিক জলসীমার দিকে জাহাজটি ঘুরিয়ে নেয়। মার্কিন ধাওয়ার মধ্যেই জাহাজের কর্মীরা গায়ে অগোছালোভাবে রাশিয়ার পতাকা এঁকে নেয়, নাম বদলে ম্যারিনেরা রাখে এবং রাশিয়ার নামে ফ্ল্যাগ রেজিস্ট্রি করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনও পরিদর্শন বা প্রচলিত বিধি ছাড়াই রাশিয়ার পতাকায় রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি দেওয়া অস্বাভাবিক। এতে স্পষ্ট, ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাজেয়াপ্ত-অভিযান নিয়ে মস্কোর উদ্বেগ বেড়েছে। একাধিক মার্কিন কর্মকর্তার দাবি, রাশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ট্যাঙ্কারটির পিছু নেওয়া বন্ধ করতে অনুরোধ করেছে। রুশ বিদেশ মন্ত্রক বলেছে, তারা পরিস্থিতি উদ্বেগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছে। রুশ জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে ঘটনাটিকে অসামরিক জাহাজে মার্কিন হস্তক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। হোয়াইট হাউস মন্তব্য করতে অস্বীকার করলেও, মার্কিন সামরিক বাহিনীর সাদার্ন কমান্ড জানিয়েছে, এই অঞ্চলে চলাচলকারী নিষেধাজ্ঞাভুক্ত জাহাজ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে তারা প্রস্তুত। আমেরিকার উপকূল রক্ষী বাহিনী এখনও জাহাজটির পিছু ছাড়েনি। শিপ-ট্র্যাকিং তথ্য বলছে, বর্তমানে এটি আইসল্যান্ডের দক্ষিণে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে পূর্ব আটলান্টিকে রয়েছে এবং উত্তর সাগরের দিকে এগোচ্ছে।

নেতাই -এর শহিদদের শ্রদ্ধা ও প্রণাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃ নেতাই -এর অমর শহিদদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম। বুধবার এক্সবার্তায় একথা লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি লিখেছেন, আজকের দিনে ২০১১ সালে ঝাড়গ্রাম জেলার নেতাই গ্রামে হার্মাদবাহিনীর হাতে প্রাণ হারান ৯ জন নিরীহ মানুষ। নেতাই-এর সেই সকল শহিদের প্রতি জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।প্রসঙ্গত, ২০১১-র ৭ জানুয়ারি একদল সশস্ত্র লোক গুলি চালিয়ে ৯ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে, যা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অভিযোগ, হামলাকারীরা সিপিএম-এর কর্মী। ঘটনাটি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পর বাম সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং মমতার আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে, যা তার দল তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে, এরপর তিনি নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেন এবং ঘটনার বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়।

সাইবার সন্ত্রাস মামলায় কাশ্মীর উপত্যকায় ২২টি স্থানে তল্লাশি চালাল সিআইকে

শ্রীনগর, ৭ জানুয়ারি ঃ সাইবার সন্ত্রাস সংক্রান্ত একটি মামলার তদন্তে বুধবার কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন এলাকায় একযোগে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স শাখা (সিআইকে)।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভুয়ো অনলাইন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সাইবার প্রতারণা ও সন্ত্রাসী তহবিল জোগানের অভিযোগে এই অভিযান চালানো হয়। তদন্তের অংশ হিসেবে উপত্যকার মোট ২২টি স্থানে তল্লাশি চালানো হয়েছে, যার মধ্যে শ্রীনগর শহরের ১৫টি এলাকা রয়েছে।কর্তৃপক্ষের দাবি, সন্ত্রাসবাদে অর্থ জোগান ও ডিজিটাল মাধ্যমে বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করতেই এই অভিযান। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আরও তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে।

কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধল বিজেপি

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৭ জানুয়ারিঃ বিজেপি আর কংগ্রেস- এই দুই দল নাকি একে অপরের বিরোধী। কিন্তু ভোটে যদি এই দুই দলই জোট বাঁধে? এমনই চমক দিল বিজেপি আর কংগ্রেস। থানে জেলার অম্বরনাথ পুরসভার নির্বাচনে দুই দলের জোট বাঁধাকে কেন্দ্র করেই গোটা মহারাষ্ট্রে শোরগোল পড়ে গেল। যে বিজেপি এতদিন কংগ্রেস মুক্ত ভারতের প্রচার করেছে, তারাই ক্ষমতা ধরে রাখতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধার কথা। কেন জোট বাঁধছে কংগ্রেস আর বিজেপি? একনাথ শিন্ডের শিবসেনাকে দূরে রাখতেই এই পরিকল্পনা করেছিল বিজেপি-কংগ্রেস। তবে কংগ্রেস এই জোট বাঁধতে অস্বীকার করেছে এবং অম্বরনাথ ব্লকের প্রধান প্রদীপ পাটিল ও বাকি কর্পোরেটরদের সাসপেন্ড করা হল দলের নিয়ম লঙ্ঘন করার অপরাধে। মহারাষ্ট্র পুরসভা নির্বাচনের আগেই চমক দিয়েছিল তিন দল। কংগ্রেস, বিজেপি ও অজিত পওয়ারের ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি জোট করে। এই জোটের নাম দেওয়া হয় অম্বরনাথ বিকাশ আগাড়ি। এই জোটে ১৪ জন বিজেপি কাউন্সিলর, ১২ জন কংগ্রেস কাউন্সিলর, এনসিপির ৪ জন কাউন্সিলর এবং একজন নির্দল কর্পোরেটর ছিল। পুরসভার প্রেসিডেন্ট যোগ দেওয়ায় মোট সংখ্যা ৩২-এ পৌঁছয়। বিজেপি সহজেই পুরসভায় জিতে যায়। এদিকে, এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীস বিজেপি নেতাদের চরম সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস ও এআইএমআইএমের সঙ্গেজোট বাধা নিয়ে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভেনেজুয়েলার তেলে নজর আমেরিকার, ৩ থেকে ৫ কোটি ব্যারেল তেল আমদানির ঘোষণা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৭ জানুয়ারি ঃ ভেনেজুয়েলার সঙ্গে তেল চুক্তি নিয়ে ফের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আলো।ন সৃষ্টি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দীর্ঘদিন ধরেই ভেনেজুয়েলার বিপুল তেল ভাণ্ডার নিয়ে আগ্রহ দেখিয়ে আসছিল মার্কিন প্রশাসন। এ বার সেই আগ্রহ আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে আনলেন ট্রাম্প নিজেই। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ দেওয়া এক পোস্টে তিনি দাবি করেছেন, ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রশাসন আমেরিকাকে ৩ থেকে ৫ কোটি ব্যারেল 'উচ্চমানের অপরিশোধিত তেল সরবরাহ করবে।ট্রাম্পের ঘোষণায় শুধু তেলের পরিমাণই নয়, উঠে এসেছে তেল বিক্রির আর্থিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ভেনেজুয়েলা থেকে যে তেল আমদানি করা হবে, তা আন্তর্জাতিক বাজারদরেই কেনা হবে। তবে সেই তেল বিক্রি করে যে বিপুল অর্থ আসবে, তার নিয়ন্ত্রণ থাকবে সরাসরি তাঁর হাতে। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুধু জ্বালানি নীতির দিক বদলের ইঙ্গিতই নয়, বরং ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে আমেরিকার কূটনৈতিক অবস্থানেও বড়সড় পরিবর্তনের আভাস মিলছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা।ট্রুথ সোশ্যালের পোস্টে ট্রাম্প আরও জানান, এই

পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য তিনি মার্কিন জ্বালানি সচিব ক্রিস রাইটকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর কথায়, আমেরিকার জ্বালানি নিরাপত্তা আরও মজবুত করতেই এই সিদ্ধান্ত। বিশ্ব বাজারে তেলের দাম ওঠানামার মধ্যে আমেরিকার স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে এবং ভবিষ্যতের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে ভেনেজুয়েলার মতো তেলসমৃদ্ধ দেশের সঙ্গে চুক্তি অত্যন্ত জরুরি বলেই মনে করছেন তিনি।ট্রাম্পের এই ঘোষণার পেছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক-দু'টি কারণই কাজ করছে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা। এক দিকে, মধ্যপ্রাচ্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প উৎস থেকে তেল আমদানির পরিকল্পনা দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে মার্কিন নীতিনির্ধারকদের। অন্য দিকে, ভেনেজুয়েলার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত হলে লাতিন আমেরিকায় আমেরিকার প্রভাবও বাড়বে। ট্রাম্পের ভাষায়, এই চুক্তি শুধু তেলের জন্য নয়, এটি আমেরিকার শক্তি ও প্রভাব পুনরুদ্ধারের অংশ।উল্লেখযোগ্য ভাবে, ভেনেজুয়েলা দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক অস্থিরতা, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা ও অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে রয়েছে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ফলে এক সময় ভেনেজুয়েলার তেল রফতানি কার্যত থমকে গিয়েছিল। তবে সাম্প্রতিক কালে সেই অবস্থার পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। ট্রাম্পের এই ঘোষণাকে অনেকেই ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রশাসনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন।যদিও এই ঘোষণার পরেই প্রশ্ন উঠেছে, তেল বিক্রি থেকে পাওয়া অর্থের নিয়ন্ত্রণ মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতে থাকবে-এই বক্তব্য কতটা বাস্তবসম্মত এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তা কতটা গ্রহণযোগ্য। সমালোচকদের একাংশের মতে, এই দাবি রাজনৈতিক বক্তব্যের বেশি কিছু নয়। তবে ট্রাম্প শিবিরের বক্তব্য, আমেরিকার স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।সব মিলিয়ে, ভেনেজুয়েলা থেকে ৩ থেকে ৫ কোটি ব্যারেল তেল আমদানির ঘোষণা শুধু একটি বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত বহন করছে। এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে বিশ্ব তেল বাজারে তার প্রভাব পড়বে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এখন নজর থাকবে, ট্রাম্পের ঘোষণার পর বাস্তবে কীভাবে এবং কত দ্রুত এই পরিকল্পনা কার্যকর হয়।

বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানকে এক জনগোষ্ঠী হিসেবে দেখানো ভণ্ডামি, বিস্ফোরক দাবি তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃ বাঙালি হিঃদু ও বাঙালি মুসলমানকে এক জনগোষ্ঠী হিসেবে তুলে ধরার প্রবণতাকে ' চরম ভণ্ডামি' বলে আখ্যা দিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দীর্ঘ একটি পোস্টে তিনি দাবি করেন, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু সামাজিক গঠন, স্বার্থ ও রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে তারা সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর মতে, এই মৌলিক পার্থক্য উপেক্ষা করে তাদের এক মনে করা বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।তথাগত রায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, সমাজব্যবস্থার দিক থেকেই বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, বাঙালি হিন্দু সমাজে নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহকে ঘৃণার চোখে দেখা হয় এবং তা অনৈতিক বলে বিবেচিত, অথচ বাঙালি মুসলমান সমাজে তা স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এই পার্থক্য সমাজচিন্তার গভীর বিভাজনকে স্পষ্ট করে বলে তাঁর দাবি।নারী-পুরুষের অধিকার ও সামাজিক অবস্থান প্রসঙ্গেও তিনি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র বৈপরীত্যের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, আইনত বিবাহ ও বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজে নারী-পুরুষের অধিকার প্রায় সমান হলেও মুসলমান সমাজে এখনও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। বহুবিবাহ, তিন তালাক, নিকা হালালার মতো প্রথাকে তিনি বাঙালি হিন্দু সমাজের কাছে ঘৃণ্য বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, সাধারণভাবে মুসলমান সমাজে নারীদের সামাজিক অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে, যেখানে হিন্দু সমাজে এই ব্যবধান ক্রমশ কমছে।খাদ্যাভ্যাস, নামকরণ ও বেশভূষার ক্ষেত্রেও পার্থক্যের কথা বলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল। তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমী পোশাক বাদ দিলে হিন্দু সমাজে পোশাক-পরিচ্ছদে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু মুসলমান সমাজে দাড়ি রাখা, শরীর ঢাকা বা নির্দিষ্ট পোশাক মেনে চলার মতো নিয়ম রয়েছে। খাদ্যাভ্যাস ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধরনেও দুই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক দূরত্ব স্পষ্ট বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।ধর্মাচরণের প্রশ্নে তথাগত রায় বলেন, বাঙালি হিন্দু নানা মতবাদে বিশ্বাস রাখতে পারেন-একেশ্বরবাদ, বহুঈশ্বরবাদ বা নিরীশ্বরবাদ, মূর্তিপূজা কিংবা অমূর্ত ভাবনা-সবই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু বাঙালি মুসলমান সমাজে এই ধরনের বহুমাত্রিক ধর্মচিন্তা কল্পনাতীত বলে তিনি দাবি করেন।রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর ফারাক রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তথাগত রায়। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা অত্যন্ত সংগঠিত ও তীক্ষ্ণ, যেখানে বাঙালি হিন্দুরা তুলনামূলকভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মতাদর্শে বিশ্বাসী। তিনি ভোটদানের ধরন নিয়েও মন্তব্য করেন এবং দেশভাগের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, দেশভাগে বাঙালি হিঃদুরা সর্বস্ব হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়েছেন, আর মুসলমান সমাজ তুলনামূলকভাবে লাভবান হয়েছে-এমন ধারণা তাঁর লেখায় উঠে এসেছে।ভাষার ক্ষেত্রেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর মতে, আরবি ও ফার্সি শব্দের ব্যাপক ব্যবহার মুসলমান সমাজের ভাষাকে আলাদা করে তুলেছে, যা হিঃদু সমাজে প্রচলিত নয়। এই ভাষাগত বিভাজনও দুই জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পরিচয়কে আরও স্পষ্ট করে।সবশেষে তথাগত রায় আবারও জোর দিয়ে বলেন, বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জনগোষ্ঠী। তাদের মধ্যে সহাবস্থান ও সৌহার্দ বজায় রাখা সম্ভব হলেও, তাদের স্বার্থ ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। সেই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তাদের এক জনগোষ্ঠী হিসেবে তুলে ধরা হলে তা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়-এমনই মন্তব্য করেন প্রাক্তন রাজ্যপাল।

অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে দিল্লিতে উত্তেজনা, এফআইআর দায়ের

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি ঃ অবৈধ উচ্ছেদ অভিযানকে ঘিরে রাজধানী দিল্লিতে উত্তেজনা ছড়ালো। তুর্কম্যান গেটের কাছে ফয়েজ়-এ-ইলাহি মসজিদের আশেপাশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে, এখানেই মঙ্গলবার রাতে এমসিডি উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিল। সেই সময় পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটে।তুর্কম্যান গেট এলাকায় পাথর ছোড়ার ঘটনায় দিল্লি পুলিশ অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে, । ইতিমধ্যেই প্রায় ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ এবং বডি ক্যামেরার রেকর্ডিংয়ের সাহায্যে পাথর নিক্ষেপকারীদের শনাক্ত করা হচ্ছে। এফআইআরটি বর্তমানে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হলেও, পুলিশ চার থেকে পাঁচজন সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করেছে।সিটি এসপি জোনের (সিএসপিজেড) ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) বিবেক আগরওয়াল বলেন, আদালতের নির্দেশে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কাজটি রাতারাতি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এটি ৪০০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত একটি কাঠামো ছিল। ভাঙার কাজ সম্পন্ন করতে ৩২টি জেসিবি ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা আজকের মধ্যে ভাঙার ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করব।।পাথর ছোড়ার ঘটনায় কেউ আহত হয়নি, পুলিশ খুব ভালোভাবে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণ করেছে বলে জানান।

মিশন ১০০ বিদ্যুতায়নঃভারতীয় রেলের ভবিষ্যৎকে শক্তিশালী করতে চলেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃভারতীয় রেল ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মোট রেল নেটওযার্কের প্রায় ৯৯.২ বিদ্যুৎতায়িত করেছে, যার ফলে এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎতায়িত রেল ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম হযে. উঠেছে।বিদ্যুৎতায়নের গতি ২০০৪-২০১৪ সময়কালে দৈনিক ১.৪২ কিলোমিটার থেকে বেড়ে ২০১৯-২০২৫ সময়কালে দৈনিক ১৫ কিলোমিটারেরও বেশি হয়েছে, যা আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে এক বিরাট অগ্রগতি।২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত, ভারতীয় রেল তার সৌরবিদ্যুৎ উপাদন ক্ষমতা ২০১৪ সালের ৩.৬৮ মেগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ৮৯৮ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছে, যা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে এক রূপান্তরমূলক অগ্রগতি।রেলপথে এক নীরব বিপ্লব।একসময় প্রধানত ডিজেলচালিত ভারতীয় রেল এখন দ্রুত বিদ্যুতাৎয়িত রেল ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। ' মিশন ১০০ বিদ্যুৎতায়ন'-এর মাধ্যমে গতি, দক্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই পরিবর্তন দূষণ হ্রাস করা এবং পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থার প্রতি ভারতের দৃঢ় অঙ্গিকারের প্রতিফলন। স্টেশন ও রেল পরিচালনায় সৌরশক্তির মতো পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সংযোজন এই রূপান্তরকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।এক শতাব্দির অগ্রগতিঃভারতে রেল বিদ্যুতায়নর যাত্রাপথ।ভারতে রেল বিদ্যুতাযনের সূচনা হয় ১৯২৫ সালে, মুম্বাই-এ ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে কুরলা হারবার পর্যন্ত প্রথম বৈদ্যুৎতিক ট্রেন চলাচলের মাধ্যমে। স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত বিদ্যুতায়ন সীমিত থাকলেও, গত এক দশকে এই ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব গতি এসেছে।২০০৪-১৪ সালে দৈনিক গড় বিদ্যুতায়ন যেখানে ছিল ১.৪২ কিমি, ২০১৯-২৫ সময়কালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দৈনিক ১৫ কিমিরও বেশি। ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৬৯,৪২৭ কিলোমিটার, অর্থাৎ ৯৯.২ রেল নেটওযার্ক বিদ্যুতায়িত হয়েছে, যার মধ্যে ২০১৪-২৫ সালে হয়েছে ৪৬,৯০০ কিলোমিটার।স্থিতি চিত্রঃ শেষ ধাপে।ভারতের ৭০,০০১ কিলোমিটার ব্রড গেজ নেটওয়ার্কের ৯৯.২ ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎতায়িত, যা সম্পূর্ণ বিদ্যুতায়নের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছনোর ইঙ্গিত দিচ্ছে।মোট ২৫টি রাজ্যকেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রেলপথ সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ চালিত হযেছে।মাত্র পাঁচটি রাজ্যে সামান্য অংশ বাকি রয়েছে (মোট ৫৭৪ রুট কিলোমিটার), যা সমগ্র নেটওয়ার্কের মাত্র ০.৮। বিদ্যুতায়নের গুরুত্ব-রেল বিদ্যুতায়ন ভারতের সুস্থায়ী পরিবহণ ও অর্থনৈতিক উন্নযনের একটি মূল স্তম্ভ। এটি পরিবেশ দূষণ কমানোর পাশাপাশি জ্বালানির নিরাপত্তা জোরদার করে, পরিচালন দক্ষতা বাড়ায় এবং আঞ্চলিক উন্নয়নে সহাযতা করে। দ্রুত ট্রেন চলাচলের ফলে, শিল্প ও গ্রামীণ অর্থনীতিও এর সুফল পাচ্ছে।আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভারত-৯৯.২ রেল বিদ্যুতাযন অর্জনের মাধ্যমে ভারত বিশ্বে শীর্ষস্থানীয. রেল নেটওযার্কগুলির মধ্যে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। UIC (জুন ২০২৫)-এর তথ্য অনুযায়ী, সুইজারল্যান্ড, চীন, জাপান, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের তুলনায় ভারতের অগ্রগতি আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্যের দাবি রাখে। সৌরশক্তি উৎপাদনে রেল-ডিজেলের তুলনায় বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন প্রায় ৭০ বেশি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব। সম্পূর্ণ ব্রড গেজ নেটওযার্ক বিদ্যুৎতায়নের পাশাপাশি, রেলপথ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ জমি ব্যবহার করে সৌরশক্তি উপাদনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সৌরশক্তি স্থাপনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি২০১৪ সালে যেখানে সৌরশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল মাত্র ৩.৬৮ মেগাওয়াট, ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত তা বেড়ে হয়েছে ৮৯৮ মেগাওয়াট, অর্থাৎ প্রায় ২৪৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশের ২,৬২৬-টি রেল স্টেশনে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হচ্ছে।রেল বিদ্যুতায়নে সৌরশক্তির ভূমিকা-ট্র্যাকশন ক্ষেত্রেঃমোট সৌরক্ষমতার মধ্যে ৬২৯ মেগাওয়াট (প্রায় ৭০) সরাসরি বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিচালনায় ব্যবহৃত হচ্ছে।ট্র্যাকশন বহির্ভূত ক্ষেত্রেঃঅবশিষ্ট ২৬৯ মেগাওয়াট স্টেশন, কর্মশালা, পরিষেবা ভবন ও রেল কোয়ার্টারের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাচ্ছে।বিদ্যুতায়নের ভবিষ্য-আধুনিক প্রযুক্তি ও যান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণের ফলে বিদ্যুতায়ন প্রকল্পে গতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সিলিন্ডার আকৃতির ফাউন্ডেশনের ব্যবহার সময় ও শ্রম সাশ্রয. করছে।স্বয়ংক্রিয় ওয়্যারিং ট্রেন দ্রুত ও নিখুঁতভাবে ওভারহেড তার স্থাপনে সহায়তা করছে।শুধু আধুনিকীকরণ নয়, এক জাতীয় আন্দোলন-রেল বিদ্যুতায়ন ভারতীয় রেলেকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে। ডিজেলনির্ভর অতীত ছেড়ে আজ কম খরচে, কম কার্বন নিঃসরণে সুদক্ষভাবে লক্ষ লক্ষ যাত্রী পরিবহণ করছে। এটি কেবল প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নয়-এটি সংযুক্ত উন্নত ভারতের প্রতিশ্রুতি।

নেতাই শহীদ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য তৃণমূলের, ২০১১-এর রক্তাক্ত স্মৃতি ফিরে দেখল লালগড়

লালগড় (ঝাড়গ্রাম), ৭ জানুয়ারি ঃ ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারির রক্তাক্ত নেতাই হত্যাকাণ্ডের স্মরণে বুধবার লালগড়ের নেতাই গ্রামে পালিত হচ্ছে শহীদ দিবস। প্রতিবছরের মতো এবারও তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং নেতাই শহীদ স্মৃতি রক্ষা কমিটির সহযোগিতায় শহীদ বেদির সামনে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর-১ ব্লকের লালগড় থানার অন্তর্গত নেতাই গ্রামে সেদিন সিপিএম নেতা রথীন দণ্ডপাটের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর নির্বিচার গুলিতে চারজন মহিলা-সহ মোট ন'জন নিরীহ গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। আহত হন আরও অন্তত ২৮ জন। সেই ঘটনার পর থেকেই নেতাই গ্রাম রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।এদিনের অনুষ্ঠানে শহীদ পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি গ্রামের সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও ঝাড়গ্রাম জেলা নেতৃত্ব শহীদ বেদিতে ফুলের মালা দিয়ে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।শহীদ দিবস উপলক্ষে শহীদ পরিবারের সদস্য, ঘটনার আহত ব্যক্তিদের এবং দরিদ্র গ্রামবাসীদের শীতবস্ত্র বিতরণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। অনুষ্ঠান ঘিরে নেতাই গ্রামে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে। সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা নেতাই গ্রামে পৌঁছাতে শুরু করেছেন। শহীদদের স্মরণে আজও অটুট রয়েছে গ্রামবাসীর লড়াইয়ের ইতিহাস।

তামিল রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ, হাত মেলালেন পালানিস্বামী ও অম্বুমণি

চেন্নাই, ৭ জানুয়ারি ঃ তামিল রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ। এনডিএ-তে যুক্ত হতে চায় হাত মেলালেন ই পালানিস্বামী ও অম্বুমণি রামাদোস। এআইএডিএমকে সাধারণ সম্পাদক ই পালানিস্বামী বুধবার পিএমকে সভাপতি অম্বুমণি রামাদোসের সঙ্গে দেখা করেছেন। পিএমকে সভাপতি অম্বুমণি রামাদোস বলেছেন, পিএমকে এনডিএ-র সঙ্গে জোট গঠনের জন্য এআইএডিএমকে-র সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফের কথা প্রধানমন্ত্রীর, সন্ত্রাস-সহ নানা বিষয়ে হয়েছে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি ঃ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সন্ত্রাসবাদ-সহ নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী নিজেই বুধবার এক্স মাধ্যমে জানান, আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলতে পেরে আনন্দিত এবং তাঁকে ও ইজরায়েলের জনগণকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছি। আমরা আগামী বছরে ভারত-ইজরায়েল কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় করেছি এবং আরও দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আমাদের অভিন্ন অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছি।

ইমরানকে দেখার অনুমতি মেলেনি, জেলের বাইরে প্রার্থনা আলিমার

রাওয়ালপিন্ডি, ৭ জানুয়ারি ঃজেলবন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে জেলে গিয়ে দেখা করতে পারলেন না তাঁর বোন আলিমা খানুম। অগত্যা, জেলের বাইরেই ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করলেন তিনি। ইমরান খান রাওয়ালপিন্ডির জেলে বন্দি রয়েছেন, বুধবার ইমরানকে দেখতে জেলে যান আলিমা, কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঢুকতে দেয়নি।এরপর আলিমা ও পিটিআই সমর্থকরা জেলের বাইরে প্রার্থনা করেন। এক পিটিআই নেতা বলেন, আমরা গত দুই বছর ধরে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছি। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও জেল কর্তৃপক্ষ পরিবারকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না। তার বোন এবং তার দলের লোকদেরও তার সাথে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি তার আইনজীবীদেরও তার সাথে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাকে তার আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমরা তার সাথে দেখা করার চেষ্টা চালিয়ে যাব।

নেহরুর প্রতি বিজেপির ব্যক্তিগত শত্রুতা নেইঃসুধাংশু ত্রিবেদী

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি ঃজওহরলাল নেহরুর প্রতি বিজেপির কোনও ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই, জানিয়ে দিলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুধাংশু বলেন, আমি এটা স্পষ্ট করে বলতে চাই, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর প্রতি আমাদের কোনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই। ঠিক যেমন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেবল একজন ব্যক্তি নন, বরং একটি প্রতিষ্ঠান, একইভাবে জওহরলাল নেহরুও শুধু একজন নেতা নন, বরং একটি মতাদর্শের প্রতীক এবং এখন এটা বোঝা জরুরি যে, সেই মতাদর্শটি ভারতের জন্য কতটা ভযংকর ও ভীতিকর ছিল। কীভাবে তা প্রতারণার আ।।লে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এটা দু ঃখজনক যে ১৯৫১ সালের এপ্রিলে নেহরু তকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিযাকত আলী খানকে আমার প্রিয় নবাবজাদা সম্বোধন করে একটি চিঠি লিখেছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন, সোমনাথ মন্দিরের দরজা ভারতে ফিরিয়ে আনার গল্পটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং এর মধ্যে কোনও সত্যতা নেই।সুধাংশু আরও লেখেন, এল.এস. বক্সীর লেখা এবং কংগ্রেস সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত 'মহারাজা রণজি সিং' নামক বইয়ের পনেরো নম্বর পৃষ্ঠা অনুসারে, যা ১৯৯২ সালে নতুন দিল্লির তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, সরকার বলেছে, যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও রণজি সিংয়ের সম্মিলিত বাহিনী কাবুলে শাহ শুজাকে পরাজিত করেছিল, তখন রণজি সিং তাঁর প্রজাদের মধ্যে হিন্দু ও শিখদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ করেননি। এই পরবর্তী বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিনঃযখন তারা কাবুল দখল করল, তখন পরবর্তী চুক্তিতে মহারাজা রণজি সিং যে শর্তগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল যে মাহমুদ গজনী কর্তৃক সেখানে স্থাপন করা সোমনাথ মন্দিরের দরজাগুলো ভারতে ফিরিয়ে দিতে হবে। এখন, মহারাজা রণজি সিং কি সঠিক ছিলেন, নাকি লিযাকত আলীর খেয়ালখুশি মেটাতে ব্যস্ত থাকা জওহরলাল নেহেরু সত্য বলছেন?

রাশিফল

মেষঃ বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর হবে, যা আপনার সম্পর্কে মাধুর্য যোগ করবে। আপনার সংবেদনশীলতা এবং বোঝাপড়া এই দিন আপনাকে অন্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করবে। বিবাহের যোগ হবে আজ।
বৃষঃকোন বন্ধু আপনার মুক্ত মানসিকতা এবং ধৈর্য্যশক্তির পরীক্ষা নিতে পারে। আপনার আদর্শ যাতে হার না মানে সে সম্পর্কে আপনার বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক সিদ্ধান্তে বিচক্ষণ হওয়া উচিত। সংসারে শান্তি হতে পারে।
মিথুনঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি মিশ্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ থাকবে, বিশেষ করে জীবনের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এই দিন আপনি কিছু সমস্যা এবং অস্থিরতার সম্মুখীন হতে পারেন, যা আপনার মানসিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করবে। এটি আত্ম-মূল্যায়নের সময়. যে কোনও অসুবিধা আসুক না কেন, সাহস এবং ধৈর্যের সঙ্গে সেগুলোর মোকাবিলা করুন।।
কর্কট রাশি ঃআপনার প্রবল সহনশীলতা এবং নির্ভীকতা ভীষণভাবে মানসিক ক্ষমতার উন্নতি করবে। এই গতি ধরে রাখুন যাতে যেকোনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আপনাকে উসাহিত করে। আর্থিকভাবে, আপনি সবল থাকবে।
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি চ্যালেঞ্জে ভরা হতে পারে এবং আপনার চারপাশের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্কে আপনাকে কিছুটা সতর্ক থাক জাতক জাতিকাদের জন্য একটি অসাধারণ দিন হবে। আপনার শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস আপনার চারপাশের মানুষদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে। মানুষ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে।
কন্যাঃউচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চায় লেগে থাকুন। আপনি আজকে ভাল অর্থ উপার্জন করবেন- কিন্তু এটিকে আপনার হাতের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে দেবেন না। পরিবারের সদস্যদের সাথে কিছু হালকা মূহুর্ত কাটান। শুভ দিন।
তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি চমকার দিন। এটি আপনার জীবনে সম্প্রীতি এবং ভারসাম্য আনার সময়। আপনার সামাজিকতা এবং সহজ স্বভাব আপনাকে নতুন সুযোগে ভরিয়ে দেবে। শুভ দিন।
মকরঃ আজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন।
বৃশ্চিকঃ কিছু মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সু ন্দর থাকবে। সাময়িক ঋণের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন। আর্থিক উন্নতি হবে আজ।
ধনুঃ সামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ আপনাকে এক ধরনের অভ্যন্তরীণ সন্তুষ্টি দেবে। অর্থ ব্যয়।
কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়টি আপনাকে আপনার অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন করার সুযোগ দেবে। ব্যবসায় সাফল্য হতে পারে
মীনঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা দিন ধরে আপনার শক্তির স্তর বজায় রাখবেন। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা উচিত। পরিবারের সদস্যরা অথবা স্ত্রী কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি

আবহাওয়া

ফের পারদ-পতন, তাপমাত্রা নামার সঙ্গে সঙ্গেই কনকনে ঠান্ডা। হিমেল হাওয়ায় শীতের পরশ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই। উত্তরবঙ্গেও জমজমাট ঠান্ডা। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে দক্ষিণবঙ্গ, শীতের আমেজ আরও বেশি উত্তরবঙ্গে। সোমবার কলকাতায় ফের নেমেছে তাপমাত্রা। এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৭ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝি ফের পারদ পতনের সম্ভাবনা রয়েছে। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে বুধবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে।উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিং-সহ চারটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। দার্জিলিং-এর উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা। দার্জিলিং জেলা-সহ সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ২ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে জানান।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মনিট। **ভাটা**-বিকেল ০৩টা ৫০মনিট এবং ভোর ০৪টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০৫মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

গঙ্গাসাগর মেলার ভীড় সামলাতে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৭ জানুয়ারি ঃ ভারত সেবাশ্রম সংঘ গঙ্গাসাগর মেলার ভীড় সামলাতে দেড় হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করেছে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ জানিয়েছেন,এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকরা ইতিমধ্যেই সাগর সৈকতে কাজ শুরু করেছে। তীর্থযাত্রীদের সঠিক পথে পরিচালনা করা এবং ভিড়ের মধ্যে কেউ বিপদে পড়লে দ্রুত সাহায্য পৌঁছে দেওয়াই তাদের প্রধান দায়িত্ব। তিনি জানান, প্রতিবছরের মত এবছরও ভারত সেবাশ্রম সংঘ দুর্ঘটনা এড়াতে, তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষা ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন,সাগরে নামার সময় লাইফ জ্যাকেট ব্যবহারে মানুষকে উৎসাহিত করা হবে। ভুলবশত কেউ স্রোতে ভেসে গেলে তাদের উদ্ধার করে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ বাহিনী প্রস্তুত থাকবে। এছাড়াও এবছর তীর্থযাত্রীদের জন্য ৫হাজারেরও বেশি রাত্রি বাসের ছাউনি এবং ২শোটিরও বেশি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। অসুস্থ তীর্থযাত্রীদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানোরও ব্যবস্থা এবং এর জন্য একাধিক অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা থাকবে। যথাযথ শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার মাধ্যমে গঙ্গাসাগরের তীর্থযাত্রা আরও নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করাই ভারত সেবাশ্রম সংঘের মূল লক্ষ্য।

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলাঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে অতিরিক্ত বাস চলাচল, নিরাপত্তায় নজরদারি বৃদ্ধি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৭ জানুয়ারি ঃ ৪৯ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০২৬ উপলক্ষে রাজ্য সরকার শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিধাননগরের করুণাময়ী বাস টার্মিনাস পর্যন্ত অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে বই প্রেমীরা সহজে মেলা কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেন। আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা এই বইমেলা চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১৮ দিনের এই বিশাল বইমেলায় প্রায় লক্ষাধিক দর্শনার্থী প্রতিদিন আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে। শহরের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল থেকে অতিরিক্ত বাসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে যাত্রীদের যাতায়াতে স্বস্তি দিতে চায় রাজ্য সরকার। বইমেলা উপলক্ষে যাতায়াতের সুবিধার্থে, রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তর এক বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করেছে। শহরের ও শহরতলীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে বইমেলা কেন্দ্র, অর্থাৎ বিধাননগরের করুণাময়ী বাস টার্মিনাস পর্যন্ত অতিরিক্ত বাস চালানো হবে। দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রতিদিন ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ রুট থেকে এসব বাস চলবে। এই রুটগুলির মধ্যে রয়েছে ব্যারাকপুর, বারাসাত, বারুইপুর, গড়িয়া, জোকা, ঠাকুরপুকুর এবং আরও অনেক স্থান। এই বাসগুলির মাধ্যমে শহরের বিভিন্ন কোণে থাকা বইপ্রেমীরা মেলা কেন্দ্রে দ্রুত এবং সাশ্রয়ীভাবে পৌঁছাতে পারবেন।

সেক্ষেত্রে যাত্রীদের জন্য বাস পরিষেবার উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে তারা আরামদায়কভাবে মেলা উপভোগ করতে পারেন। বইমেলার সময় যাত্রীদের আরামের কথা চিন্তা করে, বিশেষ কিছু রুটে এসি বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাধারণত গরমের সময়ে যাত্রীদের আরাম নিশ্চিত করার জন্য এই এসি বাসগুলি রাখা হচ্ছে। এটি বিশেষ করে সেসকল রুটে সহায়ক হবে, যেখানে দীর্ঘ যাত্রার প্রয়োজন হতে পারে। এই বাসগুলির মাধ্যমে যাত্রীরা গরমের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন।

বইমেলার সময় যাত্রীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে অটোর ব্যবহারও বেশ কিছু প্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু অনেক সময় অটোচালকদের অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করে থাকে, যা যাত্রীদের জন্য অস্বস্তির কারণ হতে পারে। সেই কারণে রাজ্য সরকার ও পরিবহন দপ্তর এর সঠিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং অটোচালকদের অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে কঠোর নজরদারি চালানো হবে। অটোতে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগ পেলে জরিমানা ও শাস্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হবে। মেলা চলাকালীন সময়ে যে কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যাতে সাধারণ মানুষ নিরাপদভাবে ও সাশ্রয়ী দামে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন।

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শুধু সাংস্কৃতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি শহরের নিরাপত্তার জন্যও একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকে। বিশাল পরিসরের এই মেলা দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজ্য পুলিশ বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। মেলা প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হবে। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গণ ও এর আশপাশের এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা, ড্রোন ক্যামেরা এবং ওয়াচ টাওয়ার থেকে নজরদারি চালানো হবে। এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে বইমেলা সংলগ্ন এলাকায় ঘটে যাওয়া কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। নিরাপত্তার আরও একটি দিক হল দর্শনার্থীদের চলাচল। বইমেলা চলাকালে জনগণের নিরাপত্তা বজায় রাখতে বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা পরিসেবা যেমন নিরাপত্তা গেট, মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার করা হবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা মেলা প্রাঙ্গণকে নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল রাখবে, যাতে দর্শনার্থীরা মেলায় এসে আরাম ও শান্তিতে বই উপভোগ করতে পারেন।কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা একটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত একটি ইভেন্ট হিসেবে বিবেচিত হয়। পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন প্রকাশক এবং লেখকরা এই মেলায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতি বছর এই মেলা একাধিক নতুন বই, সাহিত্যিক আলোচনা, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লেখক-লেখিকা থেকে শুরু করে নানা ধরনের সেমিনার ও বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। রাজ্য সরকার মেলা শুরু হওয়ার আগে একাধিক প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে, যাতে বইমেলা যেন একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে পারে। দর্শনার্থীদের জন্য নিরাপত্তা, যাতায়াত এবং অন্যান্য সুবিধাগুলির উন্নতি সুনিশ্চিত করা হয়েছে। মেলার সময় যাতে ভিড় ও বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর সাথে সমন্বয় করা যায়, সে জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, অতিরিক্ত বাসের ব্যবস্থা, এবং নিরাপত্তার আধুনিক পদ্ধতি নিশ্চিত করছে যে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা একটি স্মরণীয় ও সুরক্ষিত অভিজ্ঞতা হবে সকলের জন্য। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শুধুমাত্র একটি বই প্রদর্শনী নয়, এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহ সাহিত্যকেন্দ্র। এই মেলা শহরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটি মাইলফলক এবং প্রতিবারই এটি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে। এবছর মেলা চলাকালীন নিরাপত্তা, যাতায়াত সুবিধা ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে রাজ্য সরকার দর্শনার্থীদের জন্য একটি সুশৃঙ্খল এবং নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হয়েছে।

করোনা থেকে বার্ড ফ্লু, ভবিষ্যৎ মহামারী রুখতে রাজ্যের অভিনব স্বাস্থ্য পরিকল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৭ জানুয়ারি ঃ করোনা অতিমারী বিশ্বকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে-রোগ শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রাণী, পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্য একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই ভবিষ্য অতিমারী ও সংক্রামক রোগের মোকাবিলায় এক অভিনব ও সুসংহত স্বাস্থ্যব্যবস্থার পথে হাঁটতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই নতুন উদ্যোগের নাম ‘ হেলথ সিস্টেম’। করোনা, ব্রুসলিস, বার্ড ফ্লু, ইবোলা, স্ক্রাব টাইফাস, অ্যানথ্রাক্স, রেবিস বা লেপটোস্পাইরোসিস-এই সমস্ত প্রাণঘাতী রোগের একটি বড় অংশই মানুষে সংক্রমিত হয় পশু-পাখি থেকে। আবার অনেক রোগের উস কৃষিজ শাকসবজি বা পরিবেশ দূষণও। এই জটিল রোগ-শৃঙ্খল ভাঙতেই রাজ্য সরকার গ্রহণ করতে চলেছে বহুমাত্রিক ওয়ান হেলথ প্রকল্প। মঙ্গলবার স্বাস্থ্যভবনে ইনস্টিটিউট অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের উদ্যোগে এই বিষয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, পশু চিকিৎসক, কৃষিবিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ এবং বন ও পশুপালন দপ্তরের প্রতিনিধিরা। বৈঠকে স্পষ্ট করে জানানো হয়, মানুষের স্বাস্থ্য, প্রাণীর স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ-এই তিনটি আলাদা কোনও সত্তা নয়। বরং এরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্তাদের বক্তব্য, ভবিষ্যতে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করতে হলে একক দপ্তরের পক্ষে তা সম্ভব নয়। প্রয়োজন একটি সমন্বিত ব্যবস্থা, যেখানে সব দপ্তর একসঙ্গে কাজ করবে। সেই লক্ষ্যেই রাজ্যে একটি মৌলিক ওয়ান হেলথ সিস্টেম গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, এদিনের বৈঠক অত্যন্ত সফল। ইতিমধ্যেই একটি প্রাথমিক ব্লু-প্রিন্ট০ তৈরি হচ্ছে। আগামী দিনে বনদপ্তর, পরিবেশ দপ্তর, কৃষি দপ্তর ও পশুপালন দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে রোগ প্রতিরোধে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চায় রাজ্য। বৈঠকে উপস্থিত সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. যোগিরাজ রায় এবং ভাইরোলজিস্ট তথা প্রাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডা. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার এই উদ্যোগকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেন। ডা. সিদ্ধার্থ জোয়ারদারের মতে, রাজ্যস্তরে একটি ‘ হেলথ কমিটি’ গঠন এবং ভবিষ্যতের অতিমারী, নতুন সংক্রামক রোগ ও অ্যাঃটিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স মোকাবিলায় রূপরেখা তৈরি এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।

মর্গে দেহ রাখতে টাকা? সাগর দত্ত হাসপাতালে সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৭ জানুয়ারি ঃ সরকারি হাসপাতালেই দালালচক্র সক্রিয়-এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনার সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালকে ঘিরে। মর্গে মৃতদেহ রাখা ও প্যাকিং করার জন্য এক বিশেষভাবে সক্ষম যুবকের কাছে ২২ হাজার টাকা দাবি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগ পাওয়ার পর দ্রুত পদক্ষেপ করে পুলিশ অভিযুক্ত সরকারি কর্মীকে আটক করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বরাহনগরের বাসিঃদা ৭০ বছরের অর্নিবাণ রায়ের সোমবার রাতে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয়। বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে পরিবার সূত্রে খবর। মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। এরপর বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছন অর্নিবাণবাবুর ছেলে অর্পণ রায়। তিনি বিশেষভাবে সক্ষম। অভিযোগ, হাসপাতালের মর্গে বাবার দেহ রাখা ও দেহ প্যাকিং করার জন্য সরকারি কর্মী আকাশ মল্লিক তাঁর কাছে ২২ হাজার টাকা দাবি করেন। আচমকা এই দাবিতে হতবাক হয়ে যান অর্পণ। সরকারি হাসপাতালে কেন এত টাকা দিতে হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও তাঁর কথা শোনা হয়নি

লিলুয়ার বামুনগাছি ব্রিজে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় ব্যাপক ক্ষতি’র সম্মুখীন বাসমালিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা,, লিলুয়া, ৬ জানুয়ারি ঃ লিলুয়ার বামুনগাছি ব্রিজে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় ব্যাপক ’ক্ষতি’র সম্মুখীন বাসমালিকরা, প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ। দীর্ঘ কয়েক মাস যাব লিলুয়ার বামুনগাছি রেলব্রিজের সংস্কারের কাজ চলায় ওই রোডে মোট চারটি রুটের সমস্ত বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে বেশ কয়েকটি রুটের বাসকে অন্য রোডে ঘুরপথে চলাচলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর বামুনগাছি ব্রিজে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন বাসমালিক সহ বাসচালক ও কন্ডাক্টরেরা। তাঁদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে অন্য রুটে বাস চালিয়ে সংসার চালানো যাচ্ছে না। সোমবার সকালে অফিস টাইমে বাস মালিকরা বাস নিয়ে এসে বামনগাছি ব্রিজের কাছে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। সামিল হন স্থানীয়রা। বাস মালিকরা দাবি করেন অবিলম্বে ওই রোডে বাস চালাতে দিতে হবে। ঘটনাস্থলে লিলুয়া থানা ও মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ যায়। পুলিশের আশ্বাসে পরে বাস মালিকরা অবরোধ তুলে নেন। এদিনের অবরোধ প্রসঙ্গে এক অভিভাবক বলেন, এখানে বাস রুট প্রায় ছ’মাস ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। অথচ পয়সা দিয়ে হেভি লোডেড গাড়ি বামুনগাছি ব্রিজ দিয়ে রাতে যাতায়াত করছে। কিন্তু বাসের জন্য কোনও সুরাহা নেই। আমরা বাচ্চাদের বিকল্প রাস্তা দিয়ে স্কুলে পাঠাচ্ছি অনেক বেশি ভাড়া দিয়ে। আমাদের রোজগার তেমন নেই। যাতে দ্রুত এই রাস্তা তৈরি হয়ে বাস চলাচল শুরু হয় আমরা সেই দাবি জানাচ্ছি। বাসমালিক গৌতম পাইন বলেন, গত প্রায় ৬ মাস ধরে আমরা ভুক্তভোগী। আমরা আদৌ জানিনা কবে থেকে এই রাস্তায় ফের বাস চলবে। আমরা নিজেরাই এই অবস্থায় আশাহত হয়ে পড়েছি। আমরা সরকার এবং প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি। কোনও সুরাহা না মেলায় শেষে আমাদের এই অবরোধের পথ অবলম্বন করতে হয়েছে। মোট চারটে বাস রুট এখানে বন্ধ হয়ে রয়েছে। বাসচালক সমর মাইতি বলেন, এখানে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। বাস চলছে না। আমরা আর কতদিন অপেক্ষা করব ? আমাদের জানিয়ে দিক কতদিনের মধ্যে কাজ শেষ করে বাস চলাচলের জন্য রাস্তা খুলে দেওয়া হবে। বাস চালিয়ে আর সংসার চালাতে পারছি না। মালিকদের পয়সা দিতে পারছিনা। পয়সা দিয়ে লরি ছাড়া হচ্ছে। অথচ বাস দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। আমাদের পরিস্থিতির সুরাহা না হলে আমরা আগামী দিনে সালকিয়া চৌরাস্তা, বেলগাছিয়া অবরোধ করে রাখব। এদিকে, এদিন সকালে বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাস্তা অবরোধ চলে। পরে পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তার পর প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তোলা হয়।

হুগলির চুঁচুড়ায় এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই পুরসভার অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা মিলছে না

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া,৬ জানুয়ারির ঃ হুগলির চুঁচুড়া পুরসভায় সম্প্রতি দায়িত্বে এসেছেন নতুন পুর প্রধান। কিন্তু তার পরেও শহরের জরুরি পরিষেবা বন্ধ। হুগলির চুঁচুড়ায় এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই পুরসভার অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা মিলছে না। বর্তমানে পুরসভার কোনও অ্যাম্বুল্যান্সই কলকাতা-সহ দূরবর্তী হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। আড়াই মাসেরও বেশি সময় ধরে একই পরিস্থিতি ওই এলাকায়। যার জেরে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। জরুরি প্রয়োজনে চড়া দামে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করতে হচ্ছে। সূত্রের খবর, হুগলি-চুঁচু।। পুরসভার অধীনে চারটি অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে। তার মধ্যে দু’টি গাড়ি কলকাতার হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু সেগুলির সরকারি কাগজপত্র বা পারমিট ঠিক না থাকায় গ্যারাজে পড়ে রয়েছে। এ ছাড়াও বাকি দু’টি অ্যাম্বুল্যান্সের মধ্যে একটি দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। একটি মাত্র অ্যাম্বুল্যান্স স্থানীয় এলাকায় পরিষেবা দিচ্ছে। চুঁচুড়াবাসীদের দাবি, জেলা সদর শহর থেকে বহু রোগীকে জরুরি ভিত্তিতে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়া অনেক বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষের একমাত্র ভরসা ছিল পুরসভার পরিষেবা। কিন্তু পরিষেবা বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা। অ্যাম্বুল্যান্সের চালক ও সহকারী জানিয়েছেন, বারংবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও লাভ হয়নি। প্রতিদিন বহু ফোন এলেও কাগজপত্র না থাকায় তাঁরা রোগী নিয়ে কলকাতায় যেতে পারছেন না। এ প্রসঙ্গে বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধেই তোপ দেগেছেন। তিনি বলেন, ‘ প্রধান বদলালেও পুরসভার চরিত্র বদলায়নি। পুর প্রধানের নিজের গাড়ির কাগজ ঠিক থাকলেও অ্যাম্বুল্যান্সগুলো অবহেলিত হয়ে পড়ে রয়েছে।’ অন্যদিকে, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘ অ্যাম্বুল্যান্সের কাগজ ঠিক নেই। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে জানুয়ারি মাসের মধ্যেই পরিষেবা স্বাভাবিক হবে।’ ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইসি জয়দেব অধিকারী। তিনি দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

গঙ্গাসাগর যাত্রীদের পাশে লালবাজার, ঠাকুরপুকুরে ২৪ ঘণ্টার কিয়স্ক ও মেডিক্যাল সহায়তা পুলিশের বিশেষ ব্যবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা,, লিলুয়া, ৬ জানুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে তীর্থযাত্রীদের নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে একাধিক বিশেষ উদ্যোগ নিল কলকাতা পুলিশ। সাগরমুখী পথে যাত্রীদের যাতে কোনও অসুবিধার মুখে পড়তে না হয, সেই লক্ষ্যে রাস্তার ধারে কিযস্ক খুলে চা, জল ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, যাত্রাপথে কোনও বাস বা গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে যাতে তীর্থযাত্রীদের সমস্যায় পড়তে না হয়, তার জন্য দক্ষিণ শহরতলির ঠাকুরপুকুর এলাকায় অতিরিক্ত বাস প্রস্তুত রাখা হচ্ছে লালবাজারের তরফে।সম্প্রতি কলকাতা পুলিশের তরফে শহরের প্রতিটি থানার ওসি ও দাযিত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের গঙ্গাসাগর যাত্রীদের নিরাপত্তা ও পরিষেবা সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশ দেওযা হযেছে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী একাধিক জায়গায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী এলাকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ঠাকুরপুকুরের চড়িয়াল এলাকায় একটি বিশেষ কিয়স্ক তৈরি করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই শহরে ঢুকতে শুরু করেছেন গঙ্গাসাগরগামী তীর্থযাত্রীরা। বেশিরভাগ যাত্রীই বাস বা ছোট-বড় গাড়িতে করে বেহালা ও ঠাকুরপুকুর হয়ে ডাযমন্ডহারবার রোড ধরে সাগরের দিকে রওনা দেন। এই পথে যান চলাচল যাতে মসৃণ থাকে, তার জন্য রাস্তায় বিশেষ চিহ্ন বসানো হয়েছে। গাড়িচালক ও যাত্রী-উভয়ের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।ঠাকুরপুকুর এলাকায় তৈরি ওই স্পেশাল কিয়স্ক থেকেই তীর্থযাত্রীদের জন্য পানীয় জল, বিস্কুট ও শুকনো খাবার দেওয়া হচ্ছে। শীতের কথা মাথায় রেখে চা দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময় যাতে যাত্রীরা কিছুটা হলেও বিশ্রাম ও স্বস্তি পান, সেটাই এই পরিষেবার মূল উদ্দেশ্য। কেবল খাবার ও পানীয় নয়, ওই কিযস্কে রয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসার সমস্ত সরঞ্জাম। একটি মেডিক্যাল কিট সারাক্ষণ প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

স্বনির্ভর মহিলাদের শিল্পে বাংলার জয়, সরস মেলায় বিক্রি ৬৫ কোটি টাকার দ্রব্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৭ জানুয়ারি ঃ বিগত বছরের সমস্ত পরিসংখ্যান ছাড়িয়ে এবার কলকাতা সরস মেলা ২০২৬ নতুন রেকর্ড গড়েছে। মেলার উদ্বোধনী মঞ্চে আগাম লক্ষ্য ঘোষণা করেছিলেন রাজ্য প্রশাসনের কর্তারা। শেষ দিনে দেখা গেছে, সেই লক্ষ্য শুধু পূর্ণই হয়নি, বরং ছাপিয়ে গিয়েছে। নিউটাউনে অনুষ্ঠিত এ ২১তম সরস মেলায় বিক্রির পরিমাণ প্রায় ৬৫ কোটি টাকা, যা গত বছরের ৩৫ কোটি টাকার বিক্রির চেয়ে দ্বিগুণ। মেলা উদ্যোক্তাদের দাবি, বিগত বছরের সমস্ত রেকর্ড এই মেলায় ভেঙে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আনন্দধারা প্রকল্পে যুক্ত স্বনির্ভর মহিলাদের হাতে তৈরি গৃহসজ্জা, আসবাবপত্র, টেরাকোটা, কাঁথা স্টিচ, জামাকাপড়, শীতকালীন পৃঠেপুলি সহ আরও অসংখ্য দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত হয়েছিল। ১৫ দিন ধরে নিউটাউন মেলাপ্রাঙ্গণে দর্শক ও ক্রেতাদের সমাগমে জমজমাট ছিল। মেলার শেষ দিনে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শিউলি সাহা। তিনি বলেন, বাংলায় খেলা-মেলার সরকার চলছে বলে অনেকেই অপপ্রচার করেন। ৬৫ কোটি টাকার এই বিক্রি তাঁদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে, বাংলার মহিলারা আজ স্বনির্ভর। সেই সঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে বাংলা প্রথম স্থান অর্জন করেছে। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ছিলেন একাধিক সরকারি আধিকারিক। মেলার শেষ দিনে সফল কাশ্মীরি শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়। আয়োজনের সূত্রে জানা যায়, মেলায় ক্রেতাদের আগ্রহ এবং স্বনির্ভর মহিলাদের সৃজনশীল পণ্যের কারণে এ বছর মেলার সাফল্য অতুলনীয়।

উত্তর কোলকাতা খাদি মেলা ২০২৬

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৭ জানুয়ারি ঃপশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের নানান জনমুখী, কর্মসংস্থান প্রকল্পের মধ্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল গত আর্থিক বছরে (২০২৪-২৫) শুরু হওয়া রাজ্যস্তরের ’উত্তর কোলকাতা খাদি মেলা’। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও আনুকূল্যে সারা বছরব্যাপী এই পর্ষদ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প জগতের নানান স্তরের মানুষজনকে নিয়ে সারা বাংলায় নানান কর্মসৃজন প্রকল্প বাস্তবায়িত করে থাকেন। এইসব খাদি ও গ্রামীণ শিল্পীদের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাত করার জন্য এই ধরনের জনবহুল এলাকায় সংঘটিত মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। এইবারে দ্বিতীয়বর্ষে মেলাটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে উত্তর কোলকাতার ’গৌরীমাতা উদ্যানে’ (৫৬১, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট, বলরাম মন্দিরের সন্নিকটে, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০০০৩)। আগামী ৮ই জানুয়ারী, ২০২৬ থেকে ১৯শে জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে এই মেলা। প্রতিদিন দুপুর ১,০০ টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকবে।

নারী ও শিশু পাচারচক্রে বড় সাফল্য, কল্যাণী থেকে দু’জনকে গ্রেপ্তার লালবাজারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৭ জানুয়ারি ঃনারী ও শিশু পাচারচক্রের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য পেল লালবাজার। গোয়েঃদা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নদিয়ার কল্যাণী থেকে দু’জনকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশের গোয়েঃদা বিভাগ। ধৃতদের নাম সাথী বিশ্বাস ওরফে টিনা এবং তন্ময় দাস। তাঁদের জেরা করে এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা যুক্ত রয়েছে, তা জানার চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, মোবাইল ফোনের কল ও লোকেশন ট্র্যাক করেই ধৃতদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হন তদন্তকারীরা। সেই সূত্র ধরে কল্যাণীর আইটিআই মো। এলাকার একটি ক্যাফেতে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকেই সাথী বিশ্বাস ও তন্ময় দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁদের কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ধৃত সাথী বিশ্বাস ওরফে টিনা নদিয়ার কল্যাণী এলাকার বাসিঃদা। অন্যদিকে তন্ময় দাস মধ্য কলকাতার মুচিপা।।র রমাকান্ত মিস্ত্রি লেনের বাসিঃদা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মামলায় তাঁদের সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েকজন গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই টিনা ও তন্ময় আত্মগোপন করেছিলেন। কলকাতা ছা।য়ে তাঁরা নদিয়ায় গা ঢাকা দেন। তবে বাইরে বেরোনোর সময়েই পুলিশের নজরে প।নে তাঁরা।এই গ্রেপ্তারের সূত্রপাত হয় গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। তখন লালবাজারের গোয়েন্দারা উত্তর কলকাতার ব।তলা এলাকার একটি যৌনপল্লিতে অভিযান চালান। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ওই তল্লাশি চালানো হয়। অভিযানে ন’জন নাবালিকা ও দু’জন সাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকেই বা।রি মালকিন-সহ মোট ছ’জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে, উদ্ধার হওয়া নাবালিকা ও তরুণীদের একটি সংঘবদ্ধ পাচারচক্রের মাধ্যমে ওই যৌনপল্লিতে আনা হয়েছিল। অভিযোগ, বিভিন্ন জেলা থেকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের কলকাতায় আনা হয় এবং পরে যৌন ব্যবসায় বাধ্য করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া ছ’জনের মধ্যে দালালও ছিল বলে পুলিশ জানতে পারে।

ভিআইপি সেলফি থেকে ট্রেনের কামরা, সবেতেই চুরি! তৃণমূলের তোপে বঙ্গ বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৭ জানুয়ারি ঃ সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও, যেখানে দেখা যাচ্ছে হুগলির বিজেপির লিগ্যাল সেলের নেতা মৃন্ময় মজুমদার ট্রেনে চাদর নিযে যান। এ ঘটনাকে কেঃদ্র করে শুরু হযেছে রাজনৈতিক সমালোচনা। শাসকদল তৃণমূল ইতিমধ্যেই বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, এটাই বিজেপির আসল চরিত্র। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মৃন্ময় মজুমদার সিউড়ি যাওযার পথে ট্রেনে এসেছেন। সেখানে এসি কোচের দায়িত্বে থাকা একজন অ্যাটেনডেঃট তাকে বলেন, আপনি টিকিট কেটেছেন, তবে এর মানে এই নয যে চাদরটি ব্যাগে ভরে নিতে পারেন। এরপরই মৃন্ময়কে সরি, সরি বলতে শোনা যায। ভিডিওতে ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীরা তার এ আচরণে অবাক হয এবং কিছুজন প্রতিবাদও করে। ভিডিওটি পোস্ট করে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সরাসরি বিজেপিকে কটাক্ষ করেছেন। তিনি লিখেছেন, বিজেপির সম্পদ, চুঁচুড়ার নেতা মৃন্ময মজুমদার। ট্রেনের চাদরটা ঝাড়তেও বাদ রাখছে না। তৃণমূল আরও উল্লেখ করেছে, ‘ মোদি আর শুভেঃদুর সঙ্গে ছবি, অন্যদিকে চুরি। এটাই বিজেপির রাজনীতি।’ তৃণমূলের বক্তব্য, মৃন্ময় মজুমদারের কর্মকাণ্ডে কোচের অ্যাটেনড্যাঃটকেও হেনস্থা করতে দেখা গেছে। দল আরও জানিয়েছে, ‘ সেলফি থেকে কম্বল চুরি, এটাই বিজেপির আসল চরিত্র। যারা চোর-মুক্ত ভারতের কথা বলে তারাই চুরি করছে! মিথ্যা কথা, ঔদ্ধত্য আর চুরিতে গা ভাসিয়েছে তারা।’ অভিযোগের প্রেক্ষিতে বঙ্গ বিজেপির ঘরে অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। মৃন্ময় মজুমদারের সঙ্গে শুভেঃদু অধিকারী, লকেট চট্টোপাধ্যায ও প্রধানমন্ত্রী নরেঃদ্র মোদির ছবি বহুবার দেখা গেছে। ফলে লিগ্যাল সেলের নেতার এহেন কর্মকাণ্ড দলের অভ্যন্তরীণ সমালোচনায পরিণত হয়েছে। ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওযার পর দ্রুত প্রতিক্রিযা দেখা দিয়েছে। কিছু মানুষ ভিডিও শেযার করে রাজনৈতিক সমালোচনা সৃষ্টি করেছে। তৃণমূল এই ভিডিওকে ব্যবহার করে বিজেপির ‘ চরিত্র’ তুলে ধরার চেষ্টা করছে।

এস আই আরের শুনানি কেন্দ্র সরজমিনে পরিদর্শন করলেন নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৭ জানুয়ারি ঃ এস আই আর প্রক্রিয়ার বিশেষ শুনানি পর্ব চলছে রাজ্য জুড়ে। আর মঙ্গলবার এই বিশেষ শুনানি পর্ব খতিয়ে দেখতে জয়নগরে এলেন নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সি মুরুগান।গত সপ্তাহে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার উস্তি থানার শিরাকোল হাইস্কুলে শুনানি কেন্দ্রে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়েছিল সি মুরুগান। আর তার পরে এদিন যাতে কোনো ঝামেলার মধ্যে পড়তে না হয় সেই কারনে পুলিশের নিরাপত্তার বেস্টনীতে ঘিরে রাখা হয়েছিল তার এই সফর।এদিন বেলায় সি মুরুগান কলকাতা থেকে বেরিয়ে প্রথমেই যান সোনারপুর ব্লকে,তারপরে বারুইপুর ব্লকের রাসমনি বালিকা বিদ্যালয়ের শুনানি কেন্দ্রে।আর সেখানে তিনি শুনানির কাজ খতিয়ে দেখেন পাশাপাশি ভোটারদের সঙ্গে কথাও বলেন। তারপরে বারুইপুর বিডিও অফিসে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ নির্বাচন

সংক্রান্ত মিটিং করেন এবং সবশেষে জয়নগর এক নম্বর বিডিও অফিস বহড়তে গিয়ে বিডিও শুভদীপ দাস ও বারুইপুর মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন এবং জয়নগর এক নম্বর ব্লকের বহড়ু উচ্চ বিদ্যালয ও বহু গার্লস হাইস্কুলের শুনানী কেঃদ্র পরিদর্শন করেন। কিভাবে শুনানী পর্ব চলছে সরজমিনে তদন্ত করেন তিনি। আর এদিন তার নিরাপত্তার যাতে কোনো ঘাটতি না থাকে সেই উদ্দেশ্যে বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার আইসি সমরেশ ঘোষের নেতৃত্বে পুলিশের বিশেষ টিম বহড়ু র সরজমিনে পরিদর্শন এলাকায় মোতায়েন ছিলেন। এদিন এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সি মুরুগান সাংবাদিকদের বলেন, এ টি নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটি পর্ব,যা আমি দেখতে এলাম।

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭০৬৪৫০৭, তারিখ ০২.০১.২০২৬। অ্যাসিস্ট্যান্ট এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউস কিপিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, নতুন ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **দফার বিভাগ ঃ** পরিষেবা জন্য পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদেয় দরপ্রস্তাব - ২ বছর (৭৩০ দিন) -এর জন্য ফলাফলের ভিত্তিতে নির্দিষ্টকৃত স্থানে রাখা ভ্যাটে কুড়োনো আবর্জনা ফেলে দেওয়া সহ হাওড়া স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্সে প্ল্যাটফর্ম নং. ১৭ থেকে ২৪ এবং সংলগ্ন এলাকা যান্ত্রিক ভাবে পরিষ্কার এবং পৌরসভা জমিতে অপসারণ। **সমতুল বিভাগ ঃ** সাফাই, পরিচ্ছন্নতা এবং নির্বীজকরণ পরিষেবা - ফলাফলের ভিত্তিতে। **অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্য ঃ** ৮,২৪,৪২,২৭৫.১১ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **প্রদেয় বায়না অর্থ রাশি ঃ** ৫,৬২,২২০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর। **দরপ্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ৯০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শেষের তারিখ/সময় ঃ** ২৩.০১.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময় ঃ** ২৩.০১.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে। **দরপ্রস্তাবদাতার (৩ বছরের জন্য) ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার ঃ** ৪১৩ লাখ টাকা। **একই/সমতুল ধরনের পরিষবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বর্ষসংখ্যা ঃ** ৩ বছর। **সমতুল পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় কিনা ঃ** হ্যাঁ প্রয়োজনীয়। **অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড় ঃ** নেই। **নতুন উদ্যোগের জন্য অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** নেই। **বিক্রেতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নথি ঃ** অভিজ্ঞতার বিষয়াবলি, দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসিতে অনুরোধকৃত)। * যদি কোনো কারণে দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার বিষয়ক ছাড় চান, সেই ছাড় পাওয়ার তিনি যে যোগ্য তা ক্রেতা কর্তৃক যাচাইয়ের জন্য সেই যোগ্যতার সমর্থনে নথি আপলোড করতে হবে। **দরপ্রস্তাবে অংশগ্রহণকারী সকল দরপ্রস্তাবদাতাকে দরপ্রস্তাবদাতাদের দ্বারা আপলোড করা নথিসমূহ আপনারা দেখাতে চান কি ?** হ্যাঁ (টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রক্রিয়াকালীন ব্যাখ্যামূলক বা প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে দাখিলকৃত নথিসমূহ লগ ইন করার পর অন্যান্য অংশগ্রহণকারী দরপ্রস্তাবদাতারাও দেখতে পারেন)। **দরপ্রস্তাব থেকে আরএ কার্যকরী ঃ** নয়। **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** দুই প্যাকেট বিড। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের সময় অনুমোদিত ঃ** ২ দিন। **মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ** সম্পূর্ণ মূল্যের ওপর মূল্যায়ন। **ই-পিবিজি-র বিশদ বিবরণ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ই-পিবিজির শতকরা হার (%) ঃ** ৫.০০। HWH-518/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৩ পৌষ ১৪৩২

ইতিহাস, রাজনীতি ও বর্তমানের রক্তাক্ত বাস্তবতা

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর নতুন নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক মাসগুলিতে যে ধারাবাহিক হিংসা, নৃশংসতা ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা অতীতের বহু দু ঃসহ স্মৃতিকেও নতুন করে উসকে দিচ্ছে। ময়মনসিংহের ভালুকায় দীপুচন্দ্র দাসের নির্মম হত্যাকাণ্ড, শরিতপুরে খোকনচন্দ্র দাসকে কুপিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা কিংবা পিরোজপুরে সংখ্যালঘু পরিবারগুলিকে ঘরের ভিতর আটকে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ-এই ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটি গভীর ও বিস্তৃত সংকটের লক্ষণ।

১১৮ ডিসেম্বর ভালুকায় দীপুচন্দ্র দাসকে প্রথমে বেধড়ক মারধর করা হয়। তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে তাঁর রক্তাক্ত দেহ গাছের ডালে ঝুলিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ' একটাই-তিনি সংখ্যালঘু হিন্দু, অথচ বাংলাদেশের নাগরিক। বছর শেষ হওয়ার আগেই শরিয়তপুরে খোকনচনন্‌ দাসের উপর নেমে আসে একই বর্বরতা। আর ২৯ ডিসেম্বর পিরোজপুরে একাধিক সংখ্যালঘু পরিবারকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগে দেশজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই হিংসার প্রেক্ষাপট হঠাৎ তৈরি হয়নি। ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনার পদচ্যুতি এবং অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে থাকে। মুখ্য উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে জামাত-ই-ইসলামি সহ মৌলবাদী শক্তির প্রভাব বেড়েছে-এমন অভিযোগ দেশ-বিদেশে উঠছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের প্রায় ৮ শতাংশ বা প্রায় ১.৩ কোটি হিন্দু নাগরিকের উপর, পাশাপাশি খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, আহমদি ও অন্যান্য জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপরও। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলির রিপোর্ট পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে। ' কমিশন অন ইটারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম' এবং ' রাইটস ওয়াচ'-এর তথ্য অনুযায়ী, ইউনূস সরকারের সময়কালে প্রায় .তিন হাজার সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, বাড়িঘর ও উপাসনালয় ভাঙচুর-হিংসার কোনও দিকই বাদ পড়েনি। ' রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিজ'-এর রিপোর্ট বলছে, গত জুন থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের ৩০টি জেলায় অন্তত ৭১টি বড় হিংসার ঘটনা ঘটেছে, যার প্রায় সবকটির শিকার হিন্দু সম্প্রদায়। এই নির্যাতনের একটি বড় কারণ হিসেবে উঠে আসছে রাজনৈতিক পরিচয়ের অভিযোগ। বহু ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘুদের ' হাসিনা-পন্থী' বা ' বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। সরকার পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কথা বললেও বাস্তবে পদক্ষেপ যে অপর্যাপ্ত, তা প্রতিদিনের ঘটনাই প্রমাণ করছে। রাজনৈতিক বাস্তবতায় ইউনূস সরকারের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দেশত্যাগী শেখ হাসিনা, আর জামাতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়-এমন ধারণাই আরও জোরালো হচ্ছে। বাংলাদেশে মৌলবাদের বীজ রোপিত হয়েছিল বহু আগেই। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লিগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিনের উসকানিমূলক বক্তব্য-আমাদের বিরোধিতা ভারতের সঙ্গে নয়, হিন্দুদের সঙ্গে-সেই সময়ের দাঙ্গাকে ভয়াবহ রূপ দেয়। ইতিহাসবিদদের মতে, সেই দাঙ্গায় অন্তত ১৫ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হয়। এরপর ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের সহযোগিতায় সংঘটিত গণহত্যা সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যায়-প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ নিহত হন, কোটি কোটি মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন।

অথচ বাংলাদেশের সংবিধান এই সাম্প্রদায়িকতার পক্ষপাতী নয়। স্বাধীনতার পর সংবিধানের চার মূল স্তম্ভ ছিল-জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। লক্ষ্য ছিল এমন একটি রাষ্ট্র গঠন, যেখানে ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল নাগরিক সমান অধিকার ও নিরাপত্তা পাবেন। সংবিধানের ধারাগুলিতে স্পষ্ট বলা হয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সঙ্গে সব ধর্ম পালনের অধিকার থাকবে। এই পথচ্যুতি ঘটে ১৯৮৮ সালে। সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় .আসা রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সংবিধান সংশোধন করে ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করেন এবং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন। এর ফলে মৌলবাদী শক্তি একপ্রকার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়। তার পর থেকেই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে ওঠে, এবং দেশছাড়া হওয়ার মিছিল নতুন করে শুরু হয়। বাস্তুহারা সংখ্যালঘুদের সামনে বিকল্প গন্তব্য কার্যত একটাই-ভারত। কিন্তু উদ্বাস্তু সমস্যার বাস্তবতা অত্যন্ত জটিল। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এমন কোনও চুক্তি নেই, যা নির্বিঘ্নে অভিবাসনকে বৈধতা দেয়। অনুপ্রবেশজনিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত সমস্যায ভারত দীর্ঘদিন ধরেই জর্জরিত। ২০০২ সালে কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনেও ভারত বাংলাদেশকে মৌলবাদী হিংসা নিয়ন্ত্রণে আনার আহ্বান জানিয়েছিল। তবু ইতিহাসে একবার আশার আলো জ্বেলেছিল। ২০১৬ সালে শেখ হাসিনার অনুরোধে বাংলাদেশের আলেম-ওলামা ও মুফতিদের সংগঠন একটি ব্যতিক্রমী ফতোয়া জারি করে। মৌলানা ফরিদউদ্দিন ঘোষিত এবং লক্ষাধিক ধর্মীয় নেতার স্বাক্ষরিত সেই ৬২ পাতার ঘোষণায় স্পষ্ট বলা হয়েছিল-ইসলামের নামে সন্ত্রাস হারাম। জেহাদ আর জঙ্গিবাদ এক নয়, এবং সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশেরই নাগরিক, তাঁদের উপর আক্রমণ ইসলামের পরিপন্থী। আজ সেই নেতৃত্ব নেই, সেই রাজনৈতিক সদিচ্ছাও প্রশ্নের মুখে। ভারত কূটনৈতিক স্তরে নিয়মিত উদ্বেগ জানাচ্ছে। বিদেশ মন্ত্রক দীপুচন্দ্র দাস-সহ প্রতিটি হিংসার ঘটনার নিন্দা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিভিন্ন ইউরোপীয় একাধিক দেশও পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এমনকি মার্কিন কংগ্রেস প্রকাশ্যে বলেছে, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের অক্ষমতাই দায়ী। বাংলাদেশ সরকার অবশ্য দাবি করছে, এই হিংসা পরিকল্পিত নয় এটি বিচ্ছিন্ন সমাজবিরোধী ঘটনা। দীপুচন্দ্র দাস হত্যাকাণ্ডে ১২ জন গ্রেফতারের কথাও জানানো হয়েছে। সীমান্ত ও বিভিন্ন জেলায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে বলে সরকারের বক্তব্য। মুখ্য উপদেষ্টা ইউনূসের দাবি-নয়া বাংলাদেশে হিংসার কোনও জায়গা নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব

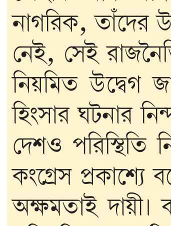

৩. নানা পথ, এক লক্ষ্য- যেমন নানা পথে গঙ্গায় যাওয়া যায়, তেমনি নানা পথেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান-সব ধর্মেই সত্য আছে। এই সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

৪. সংসার ও বৈরাগ্য-সংসারে থেকেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়-কিন্তু মন যেন ঈশ্বরে থাকে। শুধু সন্ন্যাস নয়, গৃহস্থ জীবনেও ঈশ্বরচিন্তা সম্ভব-এই শিক্ষাই তিনি দিয়েছেন।

৫. অহংকার ত্যাগ-আমি, আমার-এই দুই-ই মানুষের বন্ধন। অহংকারই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। ' লুপ্ত হলেই ঈশ্বর প্রকাশিত হন।

৬. সত্য ও সরলতা-যার অন্তর যেমন, তার কাজও তেমন-এই হল সত্যতা। জীবনে সত্যবাদিতা ও সরলতাকে তিনি সাধনার প্রধান শর্ত বলে মনে করতেন।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

৫. নিজের মধ্যে ঈশ্বরের খোঁজ- জীবনকে সঠিকভাবে জানার জন্য বাহ্যিক বিশ্বের দিকে তাকানো নয়, বরং নিজের ভেতর ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করো।

৬. বিশ্বাসের শক্তিঃ যে বিশ্বাসে চলবে, সে একদিন তার লক্ষ্য অর্জন করবে। বিশ্বাস শক্তি আছে, এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে সকল কাজ সম্ভব।

৭. মানুষের কর্তব্যঃ আপনি যখন নিজের কর্তব্য পালন করবেন, তখন আপনার জীবন সার্থক হবে। আপনার কাজ যদি সত্য ও ন্যায়ের জন্য হয়, তবে সেই কাজের মাধ্যমে আপনি মহামানব হতে পারবেন।৮. সত্যের পথে চলাঃসত্য কখনো মিথ্যা হতে পারে না। মানুষের মধ্যে শুদ্ধ সত্যের প্রতিফলন প্রয়োজন। যখন আপনি সত্যকে অনুসরণ করবেন, তখন আপনি কোনো অন্ধকারের মধ্যে পড়বেন না।

আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ ।। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ বিখ্যাত বাবাদের নিয়ে সন্তানদের স্মৃতিকথা দুর্লভ নয়। কিন্তু রবীন্দ্রপুত্র রথীন্দ্রনাথ যত দীর্ঘকালব্যাপী পিতাকে কাছ থেকে দেখেছেন, এমনটি আর কোনো সন্তানের ক্ষেত্রে ঘটেনি। পিতাকে কাছ থেকে দেখার টুকরো-টাকরো স্মৃতিস্মারক তাঁর ' the edges of time' গ্রন্থটি। যার বাঙলায়ন কবির চান্দ করেছেন 'আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ'। সেখান থেকে দু'টো অধ্যায় তুলে ধরা হলো।বাবার লেখালেখি-শিলাইদহের বছরগুলোতে বাবা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি লিখেছেন। কবিতা, গান, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, বক্তৃতা নানাদিকে সমান তালে তাঁর কলম চলেছে। সারাদিন ধরে তো লিখছেনই, কখনও কখনও লেখা চলেছে গভীর রাত পর্যন্ত। তিনি যখন পরিশ্রম করতেন তখন খুব কম খেতেন। মা বিরক্ত হতেন, তবে এটাও জানতেন যে বাবা কোনো বিষয়ে মনস্থির করলে অন্যদের কারও কিছু করার ছিল না। পিসতুতো বোন সরলা দেবী তখন ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। পত্রিকাটি বড় জ্যাঠামশাই দ্বিজেন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন। পরেও সম্পাদনার ভার আমাদের পরিবারেই থেকে যায়। এক সময় বাবাও এ দায়িত্ব পালন করেছেন। ভারতীর জন্য ছোট নাটক লিখে দিতে সরলা দেবী বাবাকে অনুরোধ করেছিলেন। নাটক লেখার তাড়না পাচ্ছিলেন না বলে তিনি এতে গা করেননি। বিষয়টি বুঝতে পেরে সরলা দেবী পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে পরবর্তী সংখ্যায় রবি ঠাকুরের নাটক ছাপা হবে। কয়েকদিন পর তিনি বাবাকে চিঠি দিয়ে জানালেন যে পত্রিকার কাটতি বাড়াতে তিনি এ ঘোষণা দিয়েছেন, এখন বাবা যেন পাঠকদের হতাশ না করেন। বাবা প্রথমে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন। পরদিন মাকে ডেকে বললেন যে তিনি একটা লেখা ধরবেন, তাঁকে যেন কেউ বিরক্ত না করে। এমনকি খাবারের জন্যও নয়। মাঝে মাঝে দুধ জাতীয় কিছু দিলেই খাওয়ার কাজ চলে যাবে। এ কথা বলে তিনি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। লেখা চলল টানা তিনদিন, তিনদিনে, কোনো রকম বিরতি ছাড়া। এ তিনদিন বাবা কিছু খাননি। তৃতীয় দিনের শেষ নাগাদ লেখা শেষ হল হাসির নাটক চিরকুমার সভা। পাণ্ডুলিপি ডাকে পাঠাতে তিনি ভরসা পেলেন না, নিজেই কোলকাতা নিয়ে গেলেন। মা জানতেন যে ভারতীর সময়মত পাঠানোই বাবার তাড়াহুড়োর একমাত্র কারণ নয়। তিনি যখনই কোনো লেখা শেষ করতেন, বন্ধু-বান্ধবকে তা পড়ে শোনানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন। সে সময় বন্ধুদের কেউই শিলাইদহে ছিলেন না। তাই তিনি কোলকাতাতেই চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ কয়দিনের অনাহারে ও লেখার চাপে এতই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে, জোড়াসাঁকোর বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অজ্ঞান হয়ে যান। মা তখন বাবাকে স্বাভাবিক খাবার খেতে রাজি করাতে পেরেছিলেন। নাটকীয় সেই ঘটনাটি-শিলাইদহের একটি ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমরা তখন গড়াই নদীতে একপক্ষকাল ধরে হাউজবোটে আছি। উনবিংশ শতকের নব্বই দশকের মাঝামাঝি কোনো এক অক্টোবরের ঘটনা এটা। আমি সবে নয় বছরে পা দিয়েছি। বাবা আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। শুকনো মৌসুম তখনও শুরু হয়নি।

যুসই বালুচরের খোঁজে আমাদের নৌকা এখানে-সেখানে ঘুরছিল। বাবা তখন সাধনা নামের মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন। পত্রিকাটির অধিকাংশ স্থান তাঁর নিজের লেখা দিয়েই ভরাট করতে হতো। প্রত্যেক সংখ্যায়ই তাঁর একটি গল্প থাকত। পরবর্তীতে এগুলো গল্পগুচ্ছে স্থান পায়। এ সময়ের বেশির ভাগ গল্পেই গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের বিস্তারিত ও অন্তরঙ্গ বর্ণনা স্থান পেয়েছে। শিলাইদহ গ্রামটির অবশ্যই একটি আলাদা গুরুত্ব আছে। কেননা, এখানেই বাবা মাটির সন্তানদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন এবং তাদের সুখ-দু ঃখের কথা ভালোভাবে জানতে পেরেছিলেন। তিনি প্রায় সারাদিনই হাউজবোটের সামনের দিকের কেবিনে লেখালেখি করে কাটিয়ে দিতেন। আমি থাকতাম পাশের কেবিনে। ঘোর লাগা চোখে নিয়ত পরিবর্তনশীল নদী-জীবনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সূর্যাস্তের পর বাবা আমাকে ডেক-এ নিয়ে যেতেন এবং যতটা সম্ভব আনন্দ দেবার চেষ্টা করতেন। এক সন্ধ্যায় আমরা রেলিংয়ের খুব কাছে পাশাপাশি চেয়ারে বসে ছিলাম। হঠাৎ বাবার চটি নদীতে পড়ে গেল। তৎক্ষনা তিনি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রবল স্রোতের মধ্যে বেশ খানিকটা সাঁতার কেটে তিনি ওগুলো তুলে নিয়ে আসলেন। রাতের বাকি সময়টুকু চটিজুতা আর ব্যবহার না করা গেলেও তা উদ্ধার করে আনতে পেরে তিনি খুব তৃপ্তি পেয়েছিলেন।কিন্তু দীর্ঘদিন এরকম সুখে কাটানো আমাদের ভাগ্যে ছিল না। হঠাৎ এক সকালে আকাশ কালো করে মেঘ জমল। ক্রমে সেটা রূপ নিল ঘূর্ণিঝড়ে। আমাদের নৌকাকে নিরাপদে ভিড়ানোর প্রয়োজন হল। নদীর খাঁজে খাঁজে অনেক সময় ছোট জলাশয় তৈরি হতো। জেলেরা এগুলোকে বলত দহ। এগুলোর ভেতরটা প্রশস্ত হলেও ঢোকার মুখটা হতো সরু। ফলে স্রোত বা ঢেউ প্রবেশ করতে পারত না। আমরা এ রকম একটি দহে ঢুকে গেলাম। এখানে আরও শ'খানেক নৌকা আশ্রয় নিয়েছিল। প্রায় তিনদিন ধরে ঝড় বইল। চোখের সামনে নদী আর তার সংলগ্ন গ্রামগুলোতে ঘূর্ণি হাওয়ার প্রলয় চলল। নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে আমরা দেখতে পেলাম ডুবন্ত নৌকা, উপড়ানো গাছপালা আর উড়ে যাওয়া ঘরের চালের এক অন্তহীন মিছিল যেন স্রোতের টানে ভাটায় বয়ে যাচ্ছে। নৌকার ভিতরে বসে থেকে থেকে খিল ধরে যাওয়া হাত-পা ছড়াতে আর চারপাশটা ভালো করে দেখতে তৃতীয় দিন বিকেলে আমরা ছাদে উঠলাম। ঝড়ের বেগ কিছুটা কমে এলেও নদীতে তখনও বড় বড় ঢেউ। হঠাৎ বাবা চিৎকার করে বললেন যে নদীর মাঝখানে একজন মানুষ দেখা যাচ্ছে। তিনি যেদিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিলেন সেদিকে সবাই খুব ভালো করে তাকাল। মনে হচ্ছিল ঢেউয়ের ওঠা-নামার সঙ্গে একরাশ কালো চুল ভাসছে। এর বেশি কিছু বোঝা যাচ্ছিল না।বাবা তৎক্ষণা লাইফবোট বের করে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন। কিন্তু মাঝিরা বলল যে ঝড়ের মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না। বাবা বিরক্ত হলেন এবং নিজেই লাইফবোটে চড়ে বসলেন। তখনও তারা দোনোমনো করছিল। আমাদের একজন পুরনো মুসলমান বাবুর্চি ছিল। সে তখন তাদেরকে কাপুরুষ বলে বকাবকি করতে শুরু করল এবং বাবাকে সাহায্য করতে নেমে গেল। তারা তখন লজ্জা পেয়ে তার পিছু পিছু নৌকায় উঠল এবং নিজেদের সম্মান পুনরুদ্ধার করতে বাবাকে হাউজবোটে ফেরত আসতে বাধ্য করল। তাদের ছোট নৌকাটি বিশাল বিশাল ঢেউ ভেঙে এগিয়ে গেল। বাবুর্চির নেতৃত্বে তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে চলল। ডুবন্ত মানুষটি তখন স্রোতের টানে বহুদূর ভেসে গিয়েছে। মাঝিরা যখন তাকে তুলে নিয়ে এল তখন চারদিকে আঁধার নেমে এসেছে। উদ্ধারকৃত ব্যক্তিটি যুবতী গৃহবধূ। বাবুর্চি বাবাকে বলল যে তারা মেয়েটিকে নৌকায় টেনে তোলার চেষ্টা করলে সে বাধা দেয়। তাকে ছেড়ে দিতে কাকুতি-মিনতি করে। তার বোধহয় আত্মহত্যা করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দক্ষ সাঁতারু হবার ফলে জলে ডুবে প্রাণ বিসর্জন দেয়া সম্ভব ছিল না। মেয়েটি আমাদের জমিদারির এক প্রজার স্ত্রী। মেয়েটি ছিল সু ন্দরী। এত অল্প বয়সেই জীবনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা এসে যাবার জোরালো কোনো কারণ ছিল না।স্বামীটিকে ডেকে পাঠানো হল। বাবা তার সঙ্গে কথা বললেন। সে বউকে সঙ্গে নিয়ে গেল। শোনা যায় এর পর স্বামী তাকে এত আদর-যত্ন করত যে সে আর কখনও অসুখী হয়নি।

কাজের গ্যারান্টির সংস্কারঃ ভাবালুতা নয়, বাস্তব পরিস্থিতিই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত

শ্রী শৈলেশ কুমার সিং ঃ জনপরিসরে সরকারি নীতি নিয়ে বিতর্ক স্বাভাবিক তো বটেই, গণতন্ত্রে প্রয়োজনীয়ও বটে। মানুষের জীবিকা, বিশেষত গ্রামীণ মানুষের জীবিকা যেসব আইনের উপর নির্ভর করে তা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা অবশ্যই জরুরি। কিন্তু এই বিতর্ক হওয়া উচিত নতুন আইন আসলে কি বলছে সে বিষয়ে বিশদে জেনে নেওয়ার পরে। আগের থেকেই কিছু ধরে নেওয়া কিংবা নিন্দুকরা যা বলছেন, তার উপরই ভিত্তি করে যুক্তি সাজালে প্রকৃত চিত্র উঠে আসে না। বিকশিত ভারত - গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) আইন ২০২৫-কে কেন্দ্র করে অকারণ বাদানুবাদ সেই কানাগলিতেই পর্যবসিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। অতীতের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরিবর্তে সংস্কার প্রক্রিয়াটিকেই কাঠগড়ায় তুলে দেওয়ার অপরিণত মনোভাব অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। দু'দশক আগে প্রণীত কর্মনিশ্চয়তা আইন গ্রামীণ মানুষের আয়ে সুস্থিতি নিয়ে আসা এবং আপকালীন পরিস্থিতিতে তাঁদের নিরাপত্তার সংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কোভিড অতিমারির সময়ে এই আইনের সুফল স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত। কিন্তু, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওই আইনী কাঠামোর কিছু ফাঁকফোকরও স্পষ্ট হয়েছে অবশ্যই। মাঝেমধ্যেই মজুরি প্রদানে বিলম্ব, প্রণালীগত বাধার ফলে বেকারত্ব ভাতা ব্যবস্থাপনা দুর্বল হয়ে পড়া, আইনে প্রদত্ত সুবিধার সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাজ্যে রাজ্যে বিভেদ, প্রশাসনিক দক্ষতায় হেরফের, ভুয়ো জবকার্ডের জন্য বিপুল পরিমাণ আর্থিক অপচয়, কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো কিংবা সৃজিত সম্পদের নিম্ন গুণমানের বিষয়গুলি সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। এইসব বিচ্যুতি আকস্মিক বা খণ্ডিত কোনো বিষয় ছিল না। কাঠামো ও প্রণালীগত দিকটির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল ওতপ্রোতভাবে। কাজেই মূল প্রশ্নটি সংস্কার প্রয়োজনীয় কিংবা অপ্রয়োজনীয় তা নিয়ে নয়। নতুন কাঠামো ওইসব বিচ্যুতি দূর করতে পারবে কি না, সেই বিষয়টিই খতিয়ে দেখা দরকার। অনেকেই বলছেন, নামটাই শুধু পাল্টানো হয়েছে, আসল খামতি দূর করার কোনো চেষ্টাই হয়নি। এর উল্টোটাই কিন্তু সত্য। নতুন আইন মজুরি প্রদান ব্যবস্থাপনার দূর্বলতা দূর করতে চেয়েছে - যা আগেকার কাঠামোর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিল। বহুদিন ধরে চালু থাকা ভুলভ্রান্তিতে ভরা কর্মপ্রার্থীর তালিকার জায়গায় এসেছে যাচাই করা খাতা। নির্দিষ্ট সময়ে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তেমনটা না হলে দেওয়া হবে ক্ষতিপূরণ। যেসব প্রণালীগত কারণে বেকারত্বভাতা ব্যবস্থাপনা কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল তা দূর করা হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনাকেও সময়ভিত্তিক এবং দায়বদ্ধ করে তোলা হয়েছে। এসব মোটেও ওপর-ওপর পরিবর্তন নয়। কর্মী ও শ্রমিকরা যেসব কারণে আস্থা হারাচ্ছিলেন তা দূর করার চেষ্টা হয়েছে পুরোদমে। অনেকে আবার বলছেন, কাজের গ্যারাঃিট কার্যত তুলেই দেওয়া হয়েছে, বরং এমন এক প্রকল্প নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে আগেকার খামতিগুলি পুরো মাত্রায় উপস্থিত। এই বক্তব্য একেবারেই ভুল। মজুরির বিনিময়ে কাজের আইনী অধিকার পুরোপুরি বজায় রয়েছে। আরও যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল ১০০ দিন নয়, ১২৫ দিন কাজ দেওয়া হবে। যা পাল্টেছে তা হ'ল রূপায়ণ কাঠামো। আগেকার খণ্ডিত একটি ব্যবস্থা - যেখানে আপকালীন পরিস্থিতি এসে পড়লে তবেই নড়েচড়ে বসার বিধান ছিল - তার পরিবর্তে এমন একটি পরিকল্পনা প্রসূত এবং কার্যকর কাঠামো তৈরি হয়েছে যাতে পূর্বানুমানের ভিত্তিতে কাজের সুযোগ দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। বিধিবদ্ধ সংস্কারের মাধ্যমে রূপায়ণের খামতি দূর করার চেষ্টা মোটেও একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি নয়, তা হ'ল সংশোধনের উদ্যোগ। বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশের মতো যেসব রাজ্যে দরিদ্র মানুষের সংখ্যাধিক্য সেখানে আগেকার প্রকল্পটির সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে খামতির অভিযোগ উঠেছে তা যথার্থ। এজন্যই সংস্কারে হাত দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত অর্থেই ওই রাজ্যগুলিতে এমজিনারেগা-র ব্যর্থতা প্রমাণিত। অপরিকল্পিত চাহিদা-ভিত্তিক প্রণালী শক্তিশালী প্রশাসন রয়েছে এমন রাজ্যগুলিতেই ভালো ফল দিয়েছে। প্রয়োজন বেশি হলেও কিংবা পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হলেও বহু রাজ্যই অবহেলিত থেকেছে। নতুন কাঠামোয় এই সমস্যার সরাসরি সমাধান করতে চাওয়া হয়েছে বিকশিত ভারত পঞ্চায়েত পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে। স্থানীয় ভিত্তিতে কাজের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আগে থেকে অনুমোন এবং অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। আগেকার কাঠামোয় বৈষম্য আরও বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি ছিল। বর্তমান কাঠামোয় প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজন ভিত্তিক বরাদ্দ গোটা বিষয়টিতে এবং সম্পদ বরাদ্দে স্বচ্ছতার সহায়ক। সমালোচকদের আরও বক্তব্য যে ১২৫ দিন কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কার্যত অর্থহীন কারণ, প্রকল্পের ব্যয়ভার অনেকটাই চাপছে রাজ্যগুলির কাঁধে। এই যুক্তি ভ্রান্ত। নতুন আইনে কেঃদ্র-রাজ্য ব্যয়নির্বাহ প্রণালীটি বহুদিন ধরেই কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসৃত - যেখানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এবং হিমালয়ের কোলে থাকা প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে ব্যয়ভার হবে ৯০ঃ১০ অনুপাত অনুযায়ী। পরিকল্পনা ভিত্তিক সম্পাদন তহবিলের নিশ্চয়তাও জোরদার করবে, কমবে আগেকার উদ্বেগ। তাছাড়া এই বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। গ্রামীণ সড়ক থেকে আবাসন কিংবা পানীয় জল - বহু ক্ষেত্রেই জাতীয় স্তরে সফল একাধিক কর্মসূচির রূপায়ণ হয়েছে এভাবেই। নতুন কাঠামোয় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেও অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এই বিষয়টি বঞ্চনার একমাত্র কারণ নয়। আগেকার কাঠামোয় দুর্বল পরিকল্পনা, প্রশানিক খামতি এবং রূপায়ণে অদক্ষতার জন্য বহু অঞ্চল বঞ্চিত থেকেছে। নতুন আইনে সুপরিকল্পিতভাবে, সব পক্ষকে সামিল করে এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এমনভাবে এগোনোর ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাছবিচার না থাকে এবং গোটা বিষয়টি স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়। প্রশাসনিক ব্যয়ের অনুপাতও ৬ থেকে বাড়িয়ে ৯ শতাংশ করা হয়েছে। এসবের ফলে, রাজ্যগুলি সুনির্দিষ্টভাবে কর্মসূচি সম্পর্কে আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারবে। রাজ্যভিত্তিক সমস্যা এই জাতীয় সংস্কার কর্মসূচিকে ব্যাহত করতে পারবে না। অনেকে আবার বলছেন, পুরোনো কাঠামোয়, যেসব রাজ্যে কাজের চাহিদা বেশি সেখানে কম কাজ দেওয়া হয়েছে এবং খুব কম সংখ্যক পরিবার কর্মসূচির পুরো সুফল ভোগ করেছেন। এই বক্তব্য সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আরও তুলে ধরে। নতুন কাঠামোয় সব দিক পর্যালোচনা করে, সময় ভিত্তিক প্রণালীতে কাজ দেওয়ার সুযোগ থাকছে এবং বেকারত্ব ভাতার বিষয়টিও জোরদার হচ্ছে। লক্ষ্য খুবই স্পষ্ট বিধি অনুযায়ী কাজ দেওয়ার যে সংস্থান রয়েছে তার পুরোপুরি প্রয়োগ এবং পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আগেকার প্রকল্প ছিল চাহিদা-পরিচালিত আর নতুনটি জোগান-পরিচালিত-এমনটাই বলছেন অনেকে। প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্য অতিরিক্ত বেশি মাত্রায় তুলে ধরা হচ্ছে। নতুন কাঠামো চাহিদাকে অস্বীকার করে না পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে চাহিদা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়। বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী সম্পদ বঃটন অবশ্যই নিছক তাত্ত্বিক পর্যালোচনার তুলনায় অনেক বেশি কাম্য। নতুন আইনে কাজ পাওয়ার নিশ্চয়তা কমেনি, বরং বেড়েছে। ১২৫ দিনের কাজ, মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা, বিলম্বের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ, কর্মপ্রার্থীকে অযোগ্য হিসেবে ঘোষিত করার অযৌক্তিক বিধি দূর করা, কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা - সব মিলিয়ে বাস্তবে কাজের অধিকার আরও জোরদার হচ্ছে। অযৌক্তিক প্রশাসনিক বাধা দূর হলে তবেই মানুষের অধিকার প্রকৃত অর্থে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। আগেকার কাঠামোয় দূর্নীতি, ভুয়ো জবকার্ড প্রভৃতি খামতির কথা বর্তমান আইনের সমালোচকরাও মেনে নিয়েছেন। সেজন্যই প্রাপকের তালিকা যাচাই, হিসেবনিকেশ ব্যবস্থা দক্ষ করে তোলা, সমন্বয় ভিত্তিক সম্পদসৃজনের মতো বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। খামতি ছিলো বলেই কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে সংস্কার এনেছে সরকার। বছরে নির্দিষ্ট একটি সময়ে প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখার নীতিটিকেও ভালোভাবে পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। ব্যস্ত কৃষি মরশুমে প্রকল্পটি সাময়িক স্থগিত রাখার যে সংস্থান রয়েছে তা কোনোভাবেই ১২৫ দিন কাজ পাওয়ার অধিকারকে খর্ব করে না। এর পেছনে রয়েছে অর্থনৈতিক বিচক্ষণতা। গ্রামের মানুষের আয়েও নিরাপত্তা আসবে, আবার কৃষি ক্ষেত্রে উপাদনশীলতাতেও প্রভাব পড়বে না - এমনটাই চায় সরকার। সব মিলিয়ে বলা যায়, সমালোচকরা আগেকার কাঠামোর ব্যর্থতাগুলি তুলে ধরছেন বটে, কিন্তু তার দায় চাপাচ্ছেন সংস্কার প্রক্রিয়াটির উপর। বিকশিত ভারত - গ্যারাঃিট ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) আইন কর্মনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে একেবারেই নেতিবাচক নয়, বরং সহায়ক। যেসব অঞ্চলে মানুষের কাজ পাওয়ার গ্যারাঃিট আরও বেশি দরকার, এই আইনে সেখানে তা নিশ্চিত করতে চাওয়া হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সঙ্কুচিত করার কোনো অভিপ্রায় সরকারের নেই। নতুন আইন কাজের গ্যারান্টিকে প্রকৃত অর্থে বাস্তবে প্রতিফলিত করতে চায়। (লেখক ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব)

কলকাতার ইতিহাস এবং ঐতিহ্য একদিনে সৃষ্টি হয়নি

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ এখন থেকে কয়েক দশক আগেও কলকাতা ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নগর-বন্দর হিসেবে পরিগণিত হত। তখন শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র এশিয়া মহাদেশে টোকিও নগরীর পরেই কলকাতার স্থান ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ অনুসারে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত হলেও লোকসংখ্যার কথা ভেবে আনুমানিক ১৮৩৪ সালে কলকাতাকে সর্বপ্রথম একটি স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। তবে আধুনিকযুগের একটা নগর হিসেবে কলকাতার ইতিহাস অবশ্য খুব বেশি সুপ্রাচীন নয়। যদিও বাংলার একটি জনপদ হিসেবে কলকাতার ইতিহাস অত্যন্ত সুপ্রাচীন, কিন্তু তবুও আধুনিক একটি নগর হিসেবে কলকাতা শহর যে মূলতঃ বিদেশী বণিকদের হাতেই গড়ে উঠেছিল, বর্তমানে এবিষয়ে প্রায় সকলেই অবগত রয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলার প্রাচীন জনপদ হিসেবে ১৫৮৬ সালে দিল্লীর মোঘল সম্রাট আকবরের রাজস্ববিভাগের কর্মচারী আবুল-ফজলের রচিত ' নামক গ্রন্থে কলিকাতা নামের একটি গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছা।। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বিপ্রদাস পিপলাই কর্তৃক রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের পুঁথিতেও চাঁদ সওদাগরের সমুদ্রযাত্রার বর্ণনায় ভাগীরথী তীরবর্তী কলিকাতার নাম পাওয়া যায় তখন এই গ্রামটি সু ন্দরবন এলাকার মধ্যে অবস্থিত ছিল। এমনকি শোনা যায় যে, এরপরে বৃটিশযুগেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ গভর্ণর জেনারেল হেস্টিংস নাকি এখনকার কলকাতার পার্কস্ট্রিটের কাছে হরিণ শিকার করতেন এখানে তখনও বেশ ঘন জঙ্গল ছিল। এছাড়া সমকালে গড়ের মাঠের জঙ্গলে মাঝে মাঝেই নাকি বাঘের ডাকও শুনতে পাওয়া যেত।

ইংরেজ বণিকদের কলকাতায় বসতি স্থাপন করবার পিছনে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই ইতিহাস বলে যে, ১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকটে উপস্থিত হওয়ার পরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দরে পর্তুগিজ বণিকদের আনাগোনা শুরু হয়েছিল। তখনকার ভারতবর্ষ যে একটা ঐশ্বর্যশালী দেশ ছিল, আর এদেশের পথের ধুলোতেও তখন যে সোনা পাওয়া যেত, এই খবরটা পর্তুগিজ বণিকরাই সর্বপ্রথম ইউরোপের বণিকমহলে প্রচার করে দিয়েছিলেন। ফলে এরপরে ডাচ, ফরাসি, দিনেমার প্রভৃতি লুব্ধ ইউরোপীয় বণিকের দল ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন। ইতিমধ্যে পর্তুগিজরা তৎকালীন ভারতের অন্যতম সেরা রাজ্য বাংলার হুগলিতে নিজেদের বাণিজ্য কুঠি বানিয়ে জোর ব্যবসা চালাচ্ছিলেন, আর একইসাথে নিজেদের সুবিধামত হুগলি, মাতলা, বিদ্যাধরী নদীতে জলপথে দস্যুবৃত্তি-ও করছিলেন। সেসময়ে বাংলার নদীতীরবর্তী গ্রামগুলোতে ঢুকে গ্রামবাসীদের উপরে অকথ্য অত্যাচার চালানোর ফলে তাঁদের ' বলে বদনামও রটে গিয়েছিল। এরপরে একসময়ে বাংলায় পর্তুগিজ দৌরাত্মের কথাটা মোঘল সম্রাট শাহজাহানের কানে গিয়ে পৌঁছালে তাঁর আদেশে হুগলির মোঘল ফৌজদার এখান থেকে পর্তুগিজদের উখাত করে দিয়েছিলেন। আর এসময়েই বাংলায় নবাগত ইংরেজ বণিক কোম্পানি এই সুযোগটাকে নিজেদের কাজে লাগিয়েছিল। ১৬৫১ সালে হুগলিতে তাঁরা নিজেদের প্রথম বাণিজ্যকুঠিটি তৈরি করেছিলেন। তবে সেসময়ে এখানে তাঁরা বেশিদিন থিতু হতে পারেননি। কারণ, এরপরেই তৎকালীন ভারতের কেন্দ্রীয় শক্তি মোঘলদের সঙ্গে তাঁরা বাণিজ্যিক শুল্ক সংক্রান্ত বিবাদে পড়েছিলেন। মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মাতুল শায়েস্তা খাঁ তখন বাংলার সুবেদার পদে আসীন হয়ে তৎকালীন বাংলার রাজধানী ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। ১৬৮৬ সালে তাঁরই আদেশে হুগলির মোঘল ফৌজদার আবদুল গণি ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্য কুঠি আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। জোব চার্নক বলে একজন ইংরেজ তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হুগলির বাণিজ্য কুঠির প্রধান কর্মচারী ছিলেন। এসময়ে তিনি তাঁর লোকজন নিয়ে জাহাজে চেপে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের দিকে পালিয়ে গিয়ে প্রথমে হুগলি নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত সুতানুটি বলে একটা গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন, আর তারপরে সেখান থেকে খিদিরপুরের কাছে অবস্থিত গার্ডেনরিচের দুর্গটি মোঘলদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তবে বেশিদিন তিনি এই দুর্গটি নিজের দখলে রাখতে পারেন নি এবারে শায়েস্তা খাঁর সেনাপতি সামাদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজের দলবল সমেত তিনি বাংলা থেকে পলায়ন করেছিলেন। কিন্তু এরপরে তিনি পুনরায় ১৬৮৭ সালে সুতানুটিতে হাজির হয়েছিলেন, আর বছর খানেক এখানেই বাস করেছিলেন। কিন্তু তারপরে মোঘল সৈন্যদের আক্রমণের মুখে পড়ে তিনি পুনরায় সুতানুটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশেষে কোম্পানি ও মোঘল প্রশাসনের মধ্যে সন্ধি হয়ে যাওয়ার পরে ১৬৯০ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখে তিনি পুনরায় সুতানুটিতে ফিরে এসেছিলেন, এবং এখানেই ধীরে ধীরে ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে এই সুতানুটির পাশের গ্রাম কলিকাতা আর গোবিন্দপুর নিয়েই শহর কলকাতার পত্তন ঘটেছিল।

জোব চার্ণক যখন সুতানুটিতে ইংরেজদের ঘাঁটি তৈরি করেছিলেন, এখানে তখন নীচু জলা-জমিতে ক'ঘর জেলে মালোদের গোলপাতায় ছাওয়া কুঁড়ে ঘর ছিল। এমনকি এখানে থাকা ইংরেজ কোম্পানির মালপত্রের গুদামঘরগুলোও তখন গোলপাতায় ছাওয়া কাঁচাঘর ছিল। শোনা যায় যে, জোব চার্ণক নাকি এখনকার কলকাতার বৈঠকখানা বাজারের কাছে থাকা একটা বটতলায় আলবোলায় বসে তখন তামাক টানতে টানতে কোম্পানির ব্যবসার কাগজপত্র দেখতেন, আর সেখানেই দেশীয় বণিকদের সাথে বাণিজ্য সংক্রান্ত কথাবার্তা বলতেন। কলকাতার জলবায়ু তখন মারাত্মক রকমের খারাপ ছিল, ফলে নানারকমের রোগে অকালেই বিদেশাগত বণিকেরা এখানে তখন মারা পড়তেন। জোব চার্নকও ১৬৯৩ সালে অকালেই কলকাতাতে মারা গিয়েছিলেন। আর প্রায় এসময়েই মেদিনীপুরের শোভা সিংহের বিদ্রোহ শুরু হলে ইংরেজরা তাঁদের বাণিজ্যকুঠিগুলো বিদ্রোহীদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য তৎকালীন বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর কাছে পাকাঘর বানাবার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। আর সুবেদার তাঁদের একাজ করবার অনুমতি দিলে চতুর ইংরেজ বণিকেরা এই সুযোগে ১৬৯৬ সালে কলকাতায় নিজেদের একটা আস্ত দুর্গই তৈরি করে ফেলেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে তখন রাজা উইলিয়াম আসীন ছিলেন বলে তাঁর নামেই এই দুর্গের ফোর্ট উইলিয়াম নামকরণ করা হয়েছিল। কলকাতার লালদীঘি অঞ্চলে তখন একটি মাত্র পাকাঘর ছিল, যা ছিল বড়িশা সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারিবাড়ি। তখন এই অঞ্চলেই চৌধুরীদের রাধাশ্যামের মন্দিরটি অবস্থিত ছিল। কথিত রয়েছে যে, সেকালে দোলের সময়ে এই মন্দির-সংলগ্ন দীঘির জল আবির আর ফাগে লাল হয়ে যেত বলে এই দীঘির নাম লালদীঘি হয়ে গিয়েছিল। তবে কলকাতার লীলাদিঘির নামকরণ নিয়ে অন্য কিছু মতবাদও অতীত থেকেই চালু রয়েছে।

যাই হোক, এই সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকেই ১৬৯৮ সালে ইংরেজরা কলিকাতা, সুতানুটি আর গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদারি স্বত্ব কিনে নিয়েছিলেন। (ক্রমশ)

অভিষেক ঘুরে যাওয়ায়, লাভবান দলঃ শতাব্দী রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, নলহাটি, ৭ জানুয়ারি ঃ অভিষেক ঘুরে যাওয়ায়, লাভবান হবে দল, নলহাটিতে বললেন সাংসদ শতাব্দী রায়। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে দলীয় কর্মীদের প্রাণিত করে গেলেন, তাতে দল এখন চাঙ্গা। বুধবার শতাব্দী রায় বীরভূমের রামপুরহাট দুই নম্বর ব্লকের তারাপীঠে ও নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের লোহাপুরে সাংসদ এলাকার উন্নয়ন তহবিল থেকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন উপভোক্তাদের হুইলচেয়ার ও ট্রাই সাইকেল তুলে দেন। নলহাটি ও তারাপীঠে দুই জায়গায় মোট ১২০ জনের হাতে তুলে দেওয়া হয় এই সরঞ্জাম গুলি। শতাব্দী বলেন, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন অনেকে নাম নথিভুক্ত না হওয়ার জন্য তাদেরকে ভবিষ্যতে আবার এরকম অনুষ্ঠান করে তাদের ব্যবস্থা সরঞ্জাম আবার দেওয়া হবে। তবে একটা অনুরোধ একই ব্যক্তি দুবার করে নাম লিখিয়ে এই সরঞ্জাম না নিয়ে অপর আরেকজনকে পাবার জন্য বঞ্চিত করবেন না বলে আবেদন করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, যারা পেয়েছেন, তারা পুনরায় আর নাম লেখাবেন না। অযথা নষ্ট হয়ে গেলে সেটা আলাদা ব্যাপার। তবে যারা পায়নি অর্থাৎ নতুন করে পাবে তারা পেলে আমি খুব খুব খুশি হব। তিনি জানান, ইলেকশন আসছে বলে এখন থেকেই ইলেকশনের কাজ শুরু হয়ে গেছে, সারা বছরই আমাদের কর্মীরা মানুষের পাশে থাকে। এছাড়াও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেই গেছেন তিনি আরো কয়েকবার বীরভূমে আসবেন। সুতরাং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে কর্মীরা দেখলে আরো উজ্জীবিত হয়। তারাপীঠে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতির সুকুমার মুখার্জি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা ও নলহাটি ২ ব্লকের লোহাপুরে উপস্থিত ছিলেন ফাইভ ম্যান কমিটির সদস্যরা ও অন্যান্য নেতৃত্বরা।

মধ্য শ্রীরামপুর ভবতারিনী রায় গার্লস বিদ্যালয়ে সাইবার ক্রাইম ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা শিবির

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৭ জানুয়ারি ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মধ্যশীরামপুর ভবতারিনী রায় গার্লস বালিকা বিদ্যালয়ে বুধবার এক গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই সচেতনতা শিবিরে মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়-সাইবার ক্রাইম

সচেতনতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং রাস্তা নিরাপদে পারাপার সংক্রান্ত নিয়মকানুন। বর্তমান সময়ে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় সাইবার অপরাধের ঝুঁকিও বাড়ছে। সেই কারণেই ছাত্রীদের সাইবার সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা বিশেষভাবে জরুরি হয়ে উঠেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ। তিনি ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে সাইবার অপরাধের বিভিন্ন রূপ যেমন- অনলাইন প্রতারণা, ভুয়ো প্রোফাইল, অচেনা লিঙ্কে ক্লিক করার বিপদ, ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করার ক্ষতিকর দিক ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে কীভাবে সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে, সে বিষয়েও তিনি মূল্যবান পরামর্শ দেন। এছাড়াও তিনি বাল্যবিবাহের সামাজিক ও শারীরিক কুফল সম্পর্কে ছাত্রীদের অবহিত করেন এবং বাল্যবিবাহ যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ, সেই আইনগত দিকগুলোও সহজ ভাষায় তুলে ধরেন। পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া ও নিজের ভবিষ্যত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ কীভাবে বাধা সৃষ্টি করে, সেই বিষয়েও তিনি বিশেষভাবে জোর দেন। শিবিরে রাস্তা নিরাপদে পারাপার ও ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ নিজে হাতে-কলমে ছাত্রীদের দেখান কীভাবে ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে, ডান-বাম দেখে এবং জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করে নিরাপদে রাস্তা পার হতে হয়। এই ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দেবস্মিতা ভাণ্ডারী এই ধরনের সচেতনতা শিবিরের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, বর্তমান সমাজে ছাত্রছাত্রীদের শুধু পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষা নয়, বাস্তব জীবনের নানা বিপদ সম্পর্কে সচেতন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ধরনের শিবির ছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে ও ভবিষ্যত জীবন গঠনে বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও উপকারী হয়ে ওঠে। সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে ছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ, নিরাপত্তা সচেতনতা এবং আইন সম্পর্কে জ্ঞান আরও দৃঢ় হলো বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট সকলেই।

অ্যাম্বুলেন্স না পেয়ে মৃত রোগী!

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৭ জানুয়ারি ঃ সঠিক সময়ে অ্যাম্বুলেন্স না পেয়ে মৃত্যু রোগী, অভিযোগে নার্সিংহোমের সামনে তিন তিনটি অ্যাম্বুলেন্সে ভাঙচুর রোগীর আত্মীয়দের। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার আন্দুলের এক নার্সিংহোমের সামনে। ওই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে সাঁকরাইল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আন্দুল আরগোড়ীর বাসিন্দা শেখ আনিস (৬৮)কে বুকে অসহ্য যন্ত্রণার কারণে ওই নার্সিংহোমে নিয়ে আসেন তাঁর পরিবারের লোকজনেরা। নার্সিংহোমের চিকিৎসকরা জানান এখানে ওই রোগীর চিকিৎসা হবে না। তাঁরা অন্যত্র নিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। নার্সিংহোমের বাইরে বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে থাকলেও চালক পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাইরে থেকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসে অন্য একটি নার্সিংহোমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা জানান রোগীর মৃত্যু হয়েছে। আগে নিয়ে এলে হয়তো বাঁচানো যেত। এরপরই রোগীর আত্মীয়রা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রথমে যে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি অ্যাম্বুলেন্সে ভাঙচুর করেন রোগীর আত্মীয়রা। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বাংলাদেশী মহিলা পাচার, সিআইডি'র জালে ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৭ জানুয়ারি ঃ বাংলাদেশি এক মহিলাকে পাচার করতে গিয়ে সিআইডি'র জালে এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম চিন্ময় দাস (৫৬)। বাড়ি বনগাঁয়। পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বাংলাদেশি ওই মহিলাকে হাওড়া স্টেশনের বাইরে এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়ার সময় সিআইডি আধিকারিকদের হাতে হাতেনাতে ধরা পড়েন ওই ব্যক্তি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আগে থেকেই পুলিশ অপেক্ষা করছিল সেখানে। বছর তেইশের ওই মহিলাকে নিয়ে বাস থেকে নামতেই হাতেনাতে ধরা হয় তাঁকে। বনগাঁর বাসিন্দা চিন্ময় দাস পেশায় জামাকাপড়ের ব্যবসায়ী। তবে কিছুদিন হল তিনি বাড়িতে বসেই সেলাইয়ের কাজ করেন। তবে কিছুদিন আগে বনগাঁর টালিখোলার বাসিন্দা এক ব্যক্তির তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। ওই ব্যক্তি বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে আসা বাংলাদেশি ছেলে অথবা মেয়েকে তার হাতে তুলে দিত। এরপর কেরিয়ার চন্দনের দাযিত্ব ছিল সেই ছেলেকে বা মেয়েকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। তার বিনিময়ে সে এক হাজার টাকা করে পেত। মঙ্গলবার চন্দন যখন হাওড়া স্টেশনের বাইরে এসে ওই নম্বরে ফোন করেন তখনই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। ধৃতকে আজ হাওড়া আদালতে তোলা হলে বিচারক সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে নির্দেশ দেন। এছাড়াও পাচারের উদ্দেশ্যে এই দেশে আসা মহিলাকে আজ বিচারকের কাছে গোপন জবানবন্দি দেন। প্রাথমিক তদন্তে সিআইডির অনুমান, চিন্ময় দাস পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the following Share Certificates for 640 Equity shares of FV Rs. 10/- (Rupees One only) each with Folio No. 043939 of Exide Industries Limited, having its registered office at Exide House, 59 E, Chowringhee Road, Kolkata, West Bengal, 700020. registered in the name of **BABURAO HARI NACHARE/HARICHANDRA BABURAO NACHARE/ASHA BABURAO NACHARE** have been lost.

I **HARISH BABURAO NACHARE** has applied to the company for issue duplicate certificate. Any person who has any claim in respect of the said shares certificate should lodge such claim with the company within 15 days of the publication of this notice.

Company Name	Folio No.	No. and Face Value of securities held	Certificate No	Distinctive From - To
Exide Industries Limited	043939	640 Shares of Face Value 10/-		

Date: 08/01/2026, Place : Kolkata **HARISH BABURAO NACHARE**

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আরপিএফ দ্বারা যাত্রী সুরক্ষা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং মানবিক পরিসেবায় উচ্চ মানদণ্ড স্থাপন

মালিগাঁও, ৭ জানুয়ারি ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ডিসেম্বর ২০২৫-এ এক অতুলনীয় এবং জনমুখী পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছে, যার দ্বারা সমগ্র জোন জুড়ে যাত্রী সুরক্ষা, সুরক্ষা ব্যবস্থা

এবং মানবিক সহায়তা প্রদানে উল্লেখযোগ্যভাবে মজবুত হয়েছে। সক্রিয় সতর্কতা, দ্রুত পদক্ষেপ এবং সমন্বিত অভিযানের মাধ্যমে আরপিএফ নিরাপদ, সুরক্ষিত ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ রেল ভ্রমণ নিশ্চিত করার প্রতি তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। এই মাসে, যাত্রীদের লাগেজ সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে আরপিএফ বৃহৎ সাফল্য অর্জন করেছে। তারা চুরির ঘটনায় জড়িত ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং প্রায় ২.২২ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৭টি চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে, যা তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট জিআরপির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, আরপিএফ কর্মীরা গুয়াহাটি রেল স্টেশনে ট্রেন নং. ১৩১২৫ আপ ট্রেনে ওঠার সময় পিছলে যাওয়া এক মহিলা যাত্রীর জীবনও বাঁচিয়েছেন, যার ফলে একটি সম্ভাব্য গুরুতর দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। আরপিএফ অপারেশনের মূল লক্ষ্য মানবিক সেবা, যার অধীনে ডিসেম্বর ২০২৫-এ ৩৬ জন নাবালক ছেলে ও মেয়ে এবং তিনজন মহিলাকে উদ্ধার করা হয় এবং পরবর্তী যত্ন ও পুনর্বাসনের জন্য চাইল্ডলাইন, সংশ্লিষ্ট এনজিও এবং জিআরপি- র কাছে নিরাপদে হস্তান্তর করা হয়। আরপিএফ কর্মীরা নিউ জলপাইগুড়ি এবং রঙিয়া স্টেশনে প্রসবের সময় দুজন গর্ভবতী মহিলাকে সময়মতো সহায়তাও প্রদান করেছেন। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে যাত্রীদের আস্থা মজবুত করে, চলন্ত ট্রেনে পাথর ছোঁড়ার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যেখানে আবর্জনা ফেলার জন্য ১,৭২২ জন অপরাধীর উপর প্রায় ২.২৯ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, রেলওয়ে আইনের অধীনে ২,৬৬৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার ফলে ২,৬৩২ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার ও বিচারিক প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হয়েছে এবং প্রায় ৩.৩৬ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। আরপিএফ ১৩টি রেলের টিকিট জব্দ করার পাশাপাশি পাঁচ দালালকে গ্রেপ্তার করে অর্গানাইজড ক্রাইম ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে অভিযান তীব্র করেছে। মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ অভিযানে ৩২টি মামলা শনাক্ত করা হয়েছে, যেখানে প্রায় ৩.১৬ কোটি টাকা মূল্যের গাঁজা, হেরোইন, ব্রাউন সুগার ও কাশির সিরাপ উদ্ধারসহ ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও, অবৈধ মদ পাচারের ৩৭টি ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছে, যার ফলে প্রায় ২.৯৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ২,৯৬০ বোতল মদ জব্দ করা হয়েছে। আইন প্রয়োগের পাশাপাশি যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানও একটি অগ্রাধিকার ছিল, আরপিএফ কর্মীদের টিকিট চেকিং ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় ৩২৫ জন টিকিটবিহীন যাত্রীকে আটক করেছে এবং ৪.৮৫ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করেছে। ধূমপান নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য ২৯৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে এবং প্রায় ২৬.৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের ১১৮ টি ফেলে যাওয়া লাগেজ উদ্ধার করেছে, যা সুরক্ষিতভাবে যাত্রীদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুরক্ষিত ও নিরবিচ্ছিন্ন রেল চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, আরপিএফ বিভিন্ন স্থানে ১১৫টি অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টকে সহায়তা করেছে। সম্মিলিতভাবে, এই সাফল্যগুলি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ-এর যাত্রী কল্যাণ, পরিচালনগত উৎকর্ষ এবং সকলের জন্য একটি সুরক্ষিত, স্বচ্ছ ও আরও সুরক্ষিত রেল পরিবেশের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে প্রতিফলিত করে।

চুঁচুড়ায় টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনটি ইভেন্টে চাম্পিয়ন হল পূর্ব বর্ধমান পুলিশ টেনিস ক্লাবের স্বপ্ননীল, বিনায়ক ও অগ্নিভ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ জানুয়ারি ঃ চুঁচুড়ার ডিউক ক্লাব টেনিস টুর্নামেন্টে এডভান্স বয়েজ সিঙ্গেলস এ চাম্পিয়ন হল পূর্ব বর্ধমান পুলিশ টেনিস ক্লাবের ছাত্র স্বপ্ননীল দত্ত। ওই টুর্নামেন্টে জুনিয়র বয়েজ বিভাগে সিঙ্গেলসে চাম্পিয়ন হয় পূর্ব বর্ধমান পুলিশ ক্লাবের শিক্ষার্থী বিনায়ক রায় (চিকু) এবং সাব জুনিয়র গ্রুপে চাম্পিয়ন হয় অগ্নিভ চক্রবর্তী। গত সোম ও মঙ্গলবার চুঁচুড়ার ডিউক ক্লাবে আয়োজিত ওই প্রতিযোগিতায় বর্ধমান থেকে ৪ বিভাগের মোট প্রায় ২৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহন করে। স্বপ্ননীল দত্ত ছাড়াও এডভান্স গ্রুপের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বর্ধমানের রাশেষ সিনহা ও ইন্দ্রাজ সিনহা, সৌরদীপ দাস, অনুরাগ দাস, রেপ্সিকা চৌধুরী, শ্রদ্ধা মন্ডল, দেবব্রিতা ঘোষেরা ভাল খেলে ক্রীড়াপ্রেমিদের মন জয় করে। সেমি ফাইনালে ওঠে স্বপ্ননীলের সাথে ইন্ডিয়ানা পাঠকের এবং এশান কুন্ডুর সাথে রাশেষ সিনহার ম্যাচ হয় যাতে স্বপ্ননীল ও এশান ফাইনালে ওঠে। ফাইনালে স্বপ্ননীল এশানকে হারিয়ে বিজয়ী হয়। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন চন্দননগর কমিশনারেটের সিপি অমিত পি জাভালগি (আই পি এস)। উপস্থিত ছিলেন টেনিস কোচ সপ্তর্ষি সেন, চুঁচুড়া ডিউক ক্লাবের সেক্রেটারি অসীম কুমার দত্ত, সোমনাথ মান্না, সঞ্জিব দত্ত, রাণা প্রতাপ সরকার, দিপ্তা মাঝি, শুভজিত হালদার, ধ্রুবজি হালদার, টেনিস কোচ নমিতা দাস, সুদর্শন বোস, বিশ্বজিত সান্যাল, রুমকি মন্ডল, টুম্পা সাহা সহ অন্যান্যরা। পুরস্কার প্রদান শেষে পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি টেনিস কোচ সপ্তর্ষি সেনের ভূয়সি প্রশংসা করার পাশাপাশি বলেন, বাচ্ছাদের টেনিস সহ বিভিন্ন খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করা উচিত। এখনকার শিশুরা মাঠে যাওয়ার থেকে মোবাইল নিয়ে বেশী ব্যস্ত থাকে। কিন্তু পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করলে তাদের মানসিক, চারিত্রিক ও শারীরিক

গঠন হয়। তিনি শিশুদের খেলাধূলায় উৎসাহ বাড়ানোর জন্য শিশুদের পিতামাতাদের আবেদন জানান। উল্লেখ্য, পূর্ব বর্ধমান পুলিশের পক্ষ থেকে বর্ধমানে দুটি টেনিস কোর্টে হওয়ায় এই জেলার ছেলেমেয়েরা টেনিস শেখার সুযোগ পায়। আগে একটি টেনিস কোর্ট ছিল, পরে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাসের (আই পি এস) উদ্যোগে এবং জেলাশাসক আয়েশা রানী এ (আই এ এস) এর সহায়তায় আরও একটি সিন্থেটিক কোর্ট তৈরী করা হয়। যার ফলে বর্ধমানের ছেলেমেয়েরা আরও বেশী করে টেনিস প্র্যাক্টিসের সুযোগ পায়। টেনিস কোচ সপ্তর্ষি সেন জানিয়েছেন, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর ও বর্ধমানের টেনিস খেলোয়াররা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। শুধু কলকাতায় নয়, শহরতলির ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এখন টেনিস খেলার আগ্রহ বাড়ছে। তারা এখন রাজ্যস্তর থেকে জাতীয়স্তরেও অংশগ্রহণ করে ভাল ফল করছে। আগামি দিনে আরও ছেলেমেয়ে এই খেলায় আসবে বলেই আশাবাদী তিনি। তবে পূর্ব বর্ধমান পুলিশ টেনিস ক্লাবের দুই কোচ সপ্তর্ষি সেন ও নমিতা দাস এবং ফিটনেস কোচ মৃন্ময় দাসের সহযোগিতা ছাড়া বর্ধমানের ছেলেমেয়েদের এত ভাল ফল করা সম্ভব ছিল না বলেই মনে করছেন তাদের অভিভাবকরা।

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

Dwarkaprasad Agarwal
Advocate
F-1729/1999

OFFICE OF THE KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT KHARUBERIA,SHYAMPUR, HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDER CALL

Notice Inviting e-Tender No.**WB/HOW/KGP/NIET-11/25-26** of The KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT,KHARUBERIA, SHYAMPUR, HOWRAH invites e-tender for the 8(Eight) different works.Bid Submission closing date (online)20/01/2026 at 10:30 A.M. Bid opening date for Technical Proposals(online) 23/01/2026 at 11:30 A.M. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Kharuberia Gram Panchayat

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা সত্য হলো, বি এল ও-এর নোটিশ অমর্ত্য সেনকে

দেবশ্রী মজুমদার, বোলপুর, ৭ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার বীরভূমের বিনোদপুর রণ সংকল্প মঞ্চ থেকে সর্বভারতীয় তৃণমূল সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন নির্বাচন কমিশনের তরফে নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনকেও এস আই আর নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। সেই দাবি সত্য প্রমাণিত হলো বুধবার সকালে। এদিন বিএল ওর তরফে অমর্ত্য সেনের প্রতিটি বাড়িতে হিয়ারিং এর জন্য একটি নোটিশ পাঠানো হয়। সেই নোটিশে অমর্ত্য সেনকে ১৬ জানুয়ারি তার নথি নিয়ে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। অমর্ত্য সেন বর্তমানে আমেরিকায় আছেন। তার কাছে তার মেয়ে অন্তরা দেব সেন আছেন। যদিও নিয়ম অনুযায়ী পরিবারের কেউ একজন বা তার প্রতিনিধি হিয়ারিংয়ে হাজির থাকবেন। এই ব্যাপারে অমর্ত্য সেনের সুহৃদ গীতি কন্ঠ মজুমদার জানান, আমরা এস আই আর আবেদন পত্রে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা দিয়েছি। সেখানে অমর্ত্য সেনের মা অমিতা সেনের বয়স দেখানো আছে অষ্টআশি বছর। তা থেকে ১৯ বছর বাদ দিলে সেই সময় অমর্ত্য সেনের বয়স ৬৭ বছর। সেখানেই তো সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা। অমিতা সেনের জন্ম ১৯১৪ সালের ১৯ মে। ১৯৩২ সালে আশুতোষ সেনের সঙ্গে অমিতা সেনের বিয়ে হয়। তখন আশুতোষ সেনের বয়স ছিল ৩২ বছর। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে অমর্ত্য সেনের সমস্ত নথি আছে। তারা সে সমস্ত কিছু দেখতেই পারে। অমিতা সেনের জন্মসাল ১৯১৪ কে ভুল করে ১৯১৮ করেছে বিএলও। এটা তাদের ভুল। তবে আমার মনে হয় এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অমর্ত্য সেনের মতো বিশ্ববন্দিত একজন প্রবীণ নাগরিক কে অযথা হয়রানি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও বিডিও অফিসের আধিকারিকরা প্রতীচি বাড়িতে আসবেন বলেছেন। আমাদের বি এল অফিসে যেতে হবে না। এলে তাকে সমস্ত নথি দেখানো হবে। এই ব্যাপারে আমি অমর্ত্য সেনের মেয়ে অন্তরা দেব সেন এর সঙ্গে কথা বলেছি। বর্তমানে প্রফেসর সেন মেয়ের সঙ্গে আমেরিকায় আছেন। নির্বাচনী নথি সংক্রান্ত একটি ভুল তথ্যের জেরে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে নোটিশ পাঠানোকে অমানবিক ও দু ঃখজনক বলে দাবি করেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ভোটার তালিকার নথিতে অমর্ত্য সেন ও তাঁর মায়ের বয়সের ব্যবধান মাত্র ১৫ বছরের কম দেখানো হয়েছে। সেই কারণেই সঠিক তথ্য দিয়ে বয়স সংক্রান্ত বিষয়টি প্রমাণ করতে বলা হযেছে। তবে অমর্ত্য সেনের ঘনিষ্ঠদের দাবি, এটি সম্পূর্ণভাবে নির্বাচন কমিশনের নথিগত ভুল। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, অমর্ত্য সেন ও তাঁর মা অমৃতা সেনের বয়সের ব্যবধান ১৯ বছর ৬ মাস। এত বড় মাপের একজন মানুষকে এই বযসে এভাবে প্রমাণ দিতে বলা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও সম্মানহানিকর বলেই মনে করছেন তাঁরা। বুধবার সকালে নির্বাচন কমিশনের কয়েকজন আধিকারিক শান্তিনিকেতনের অতিথি ভবনে নোটিশ নিয়ে পৌঁছান। উল্লেখ্য, তার আগের দিনই তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম সফরে এসে এক জনসভা থেকে বিষয়টি তুলে ধরেন এবং এটিকে অমানবিক বলে আখ্যা দেন। পরদিন বুধবার শান্তিনিকেতনের প্রতিচী বাড়িতে বিএলও সহ নির্বাচন সংক্রান্ত দুই আধিকারিক পৌঁছান। অমর্ত্য সেনের প্রতিনিধির হাতে ওই নোটিশ তুলে দেওয়া হয়।

Notice inviting E-Tender

Indpur Gram Panchayat, Indpur, Bankura

NIT-22 of 2025-26 Memo No.14/IND/IGP/26 Dated: 06/01/2026 Pradhan Indpur G.P invites Tender of different schemes which are available in **tender.wb.gov.in/** Notice board. Last Date of dropping **15/01/2026 up to 6:00 PM.**

Sd/-Pradhan,
Indpur Gram Panchayat

NIT, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata- 700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary Virtual setup for the programme to be attended by VVIP in connection with Birthday celebration of Netaji Subhas Chandra Bose at Red Road on 23.01.2026 **[Job No: KIT/RW/121 of 25-26]"**
e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-266/T/25-26
Tender ID: 2026_WBPWD_985203_1
Bid Submission Closing : **20.01.2026 up to 10.00 AM**
2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet connectivity for the programme to be attended by VVIP in connection with Birthday celebration of Netaji Subhas Chandra Bose at Red Road on 23.01.2026 **[Job No: KIT/RW/122 of 25- 26]"**
e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-267/T/25-26
Tender ID: 2026_WBPWD_985204_1
Bid Submission Closing : **20.01.2026 up to 10.00 AM**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

রামপুরহাটের ছোট্ট মেয়ে মিঠি। খুব অল্প বয়সেই গানের জগতে একটি অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছে সে। আকাশ আট আয়োজিত রিয়ালিটি শো 'আকাশে সুপারস্টার'- এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মিঠি। কলকাতা থেকে এত দূরে অবস্থান করেও নিজেকে গানের জগতে এভাবে মেলে ধরার কাজটা মোটেই সহজ ছিল না তাঁর। কিন্তু মায়ের প্রবল প্রচেষ্টায়, বাবার ইচ্ছায় গানকেই নিজের জীবনের প্রধান তপস্যা হিসেবে গ্রহণ করেছে সে। মা তমসা রায় রামপুরহাটের একজন বিখ্যাত সংগীত শিল্পী। মূলত মায়ের অদম্য সঞ্চালনায় মেয়ের জীবন হয়ে উঠেছে আজ আলোকময় তাই মাত্র ১২ বছর বয়সেই এই ক্ষুদে শিল্পীর প্রতিভা রামপুরহাট ছাড়িয়ে পৌঁছে গিয়েছে কলকাতার বর্তে। রিয়েলিটি শো-তে সে গেয়েছে একাধিক গান। সুনিধি চৌহানের 'কামলী কামলি' থেকে শুরু করে আশা ভোঁসলের 'হাঙ্গামা হো গায়া'। অবশেষে ফাইনালে নীতিমোহনের 'জিয়ারে জিয়া' গান তাকে এনে দিয়েছে বিজয়ের খেতাব। ফাইনালে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সিধু-র হাত থেকে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করে মিঠি ভীষণভাবেই আনন্দিত ও আপ্লুত। ছোট্ট মিঠির বিজয় রথ রাজ্য ছাড়িয়ে দেশের প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ুক। এবং গুরুজনদের আশীর্বাদে তাঁর নামের আগে বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীর তকমা জুড়ুক। দুরন্ত বার্তার পক্ষ থেকে মা ও মেয়ের জন্য রইল যুগ্ম রামপুরহাট রত্ন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION *e*-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply), Br.-XVI, KMC** invite the following e-tender work :

NIT No. : KMC/WS/JOKA/75/2025-26

Name of work : **Repair to leaks of filter W/S existing 450mm, 350mm, 300mm, 250mm dia reserve main & other W/S service main and its related work at J. Ghosh Rd., Talpukur Rd., Sarkarhat Lane, Sarsuna Rd. etc. in Ward No. 126, Br.-XVI**; Estimated Cost of the Work : ₹ **1,89,778.54**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date of submission of bid : **21.01.2026 upto 2 pm**; Tender will be opened on : **24.01.2026 at 3 pm**; The bid forms and other details are available on and from **09.01.2026 at 5 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer / WS/Central, KMC** invites e-tender for the following works (Submission of bid through **Online**) :

(1) NIT No. : KMC/WS/C/BR-III/APAS/31/09/25-26

Name of the work : **Improvement of filter water at 58/1 Kankurgachi 2nd Lane and its surrounding area under Ward No. 31**; Estimated Cost : ₹ **3,98,211.37**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/WS/C/BR-III/APAS/31/10/25-26

Name of the work : **Improvement of filter water at 4/A Kankurgachi 2nd Lane and its surrounding area in Ward No. 031**; Estimated Cost : ₹ **2,98,877.92**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(3) NIT No. : KMC/WS/C/BR-III/APAS/31/11/25-26

Name of the work : **Improvement of filter water at 70/B Kankurgachi 2nd Lane and its surrounding area under Ward No. 31**; Estimated Cost : ₹ **2,98,319.93**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(4) NIT No. : KMC/WS/C/BR-III/APAS/35/18/25-26

Name of the work : **Improvement of filter water by laying service main at 7D Kabi Sukanta Sarani in Ward No. 35**; Estimated Cost : ₹ **2,49,197.21**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(5) NIT No. : KMC/WS/C/BR-III/APAS/35/20/25-26

Name of the work : **Improvement of filter water supply at 1 Dr. Panchanan Mitra Lane and its surrounding area under Ward No. 035**; Estimated Cost : ₹ **4,99,147.68**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

(6) NIT No. : KMC/WS/C/BR-III/APAS/35/23/25-26

Name of the work : **Improvement of filter water supply at 28 Biswas Nursary Lane in Ward No. 035**; Estimated Cost : ₹ **1,29,988.02**; Earnest Money : ₹ **2,600.00**; Period of completion : **15 Days (For Sl. No. 1 to 6)**.

(7) NIT No. : KMC/WS/C/BR-III/APAS/33/02/25-26

Name of the work : **Improvement of filter water supply at 19G, Abinash Chandra Banerjee Lane and its surrounding areas under Ward No. 33**; Estimated Cost : ₹ **4,40,419.47**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of completion : **10 Days**; Last date and time of online submission of bid : **17.01.2026 at 1 pm (For Sl. No. 1 to 7)**; Tender will be opened on : **19.01.2026 at 1.30 pm (For Sl. No. 1 to 7)**; The bid forms and other details will be available on the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 7)**; For any addendum corrigendum, please refer to the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 7)**.

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/West/W87/T-06/2025-26

Name of work : **Development of filtered water supply by laying of 100 mm dia D.I. pipe with M.S. Saddle Connection from 19 to 18, Sarat Chatterjee Avenue in Ward No. 87**; Estimated Amount : ₹ **2,62,325.00**; Earnest Money : ₹ **5,663.00**; Period of completion : **05 Days**; Last date of receipt / opening of tender (Online) : **20.01.2026 at 12.30 pm / 22.01.2026 at 1 pm**; The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in, https://wbtenders.gov.in**

(2) NIT No. : KMC/WS/W78-16/T-85/25-26

Name of work : **Maint. of exist. 100, 150 & 300 mm dia F.W. pipe and replacement of G.I. utility pipeline from 16C Ibrahim Rd. to 3/1/1 Ekbalpore Lane as damaged during the laying of 1600mm dia drainage pipe in Ward No. 78**; Estimated Amount : ₹ **2,97,699.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **18 Days**.

(3) NIT No. : KMC/WS/W79-12/T-83/25-26

Name of work : **Restoration of U.F.W. supply by repairing existing 150mm dia old C.I. U.F.W. main pipe near 49/5 K.M. Sarani (Bhukailash Raj Bari Area) in Ward No. 79**; Estimated Amount : ₹ **1,97,178.00**; Earnest Money : ₹ **3,950.00**.

(4) NIT No. : KMC/WS/W79-15/T-86/25-26

Name of work : **Restoration of filtered water supply pipeline alongwith some other ancillary works near 19, 20 Coal Berth Rd., Tina Bazar, Kanta Pubkur etc. in Ward No. 79**; Estimated Amount : ₹ **1,99,020.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **21 Days (For Sl. No. 3 & 4)**.

(5) NIT No. : KMC/WS/W79-14/T-84/25-26

Name of work : **Replacement of old 100mm dia FW main by new 100mm dia DI pipe from Jn. of Helen Kellar Sarani and Goragacha Rd. to Railway Sports Academy Complex, Majerhat as damaged during the laying of 1600mm dia drainage pipe in Ward No. 79**; Estimated Amount : ₹ **2,66,536.00**; Earnest Money : ₹ **5,350.00**; Period of completion : **25 Days**; Last date of receipt / opening of tender (Online) : **27.01.2026 at 11 am / 29.01.2026 at 11 am (For Sl. No. 2 to 5)**; The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 2 to 5)**.

The **Executive Engineer / WS / JU / Br.-XII, KMC** invites e-tender for the following works (Submission of Bid through **Online**).

(1) NIT No. : KMC/WS/BR-XI/104/25-26/C-3/1st Call

Name of work : **Laying of 100mm dia D.I. pipeline near premises No. 25E Middle Road, 5 Eastern Park 6th Road, 65B Hospital Road etc. in Ward No. 104, Br.-XI**; Estimate Amount : ₹ **3,12,473.13 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,500.00**.

(2) NIT No. : KMC/WS/BR-XII/107/25-26/C-6/1st Call

Name of work : **Laying of new 100mm dia D.I. pipe replacing old wornout pipeline near premises No. 28, 46, 32 and 1637 Swaroop Kalika Place in Ward No. 107, Br.-XII**; Estimate Amount : ₹ **4,99,005.60 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Time of completion : **21 days (For Sl. No. 1 & 2)**.

(3) NIT No. : KMC/WS/BR-XII/107/25-26/C-5/1st Call

Name of work : **Laying of new 100mm dia D.I. pipe replacing old wornout pipeline near premises No. 222 Jogendra Garden and 408 Bosepukur Prantick Pally in Ward No. 107, Br.-XII**; Estimate Amount : ₹ **3,59,084.38 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,200.00**.

(4) NIT No. : KMC/WS/BR-XI/104/25-26/C-4/1st Call

Name of work : **Laying of 100mm dia D.I. pipeline near premises No. 23/A New Santoshpur, 12/B Garfa Charak Avenue and 21 Kalibari Road in Ward No. 104, Br.-XI**; Estimate Amount : ₹ **1,12,428.98 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **2,500.00**; Time of completion : **15 days (For Sl. No. 3 & 4)**; Last date and time of online submission of tender : **19.01.2026 at 2.30 pm (For Sl. No. 1 to 4)**; Date and time of online open of tender : **21.01.2026 at 2.30 pm (For Sl. No. 1 to 4)**.

(5) NIT No. : WS/BR-XI/108/25-26/14 (1st Call)

Name of work : **Laying of 100mm dia D.I. pipeline along the newly constructed bridge at 3 No. Kalikapur over CC1 East Branchi Channel near B. Fit GYM in Ward No. 108, Br.-XII**; Estimate Amount : ₹ **1,71,949.09 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,500.00**; Time of completion : **12 days**.

(6) NIT No. : WS/BR-XI/109/L/25-26/04 (1st Call)

Name of work : **Laying of 150mm dia new D.I. pipeline from 97, Nabadit to 145, Nabadit for enhancement of water supply in Ward No. 109, Br.-XII**; Estimate Amount : ₹ **2,04,225.29 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,100.00**; Time of completion : **14 days**.

(7) NIT No. : WS/BR-XII/106/25-26/M-10 (1st Call)

Name of work : **Maintenance work of water supply pipeline by repairing of leaks and other ancillary works at Naskar Para, Deshbandhu Sarani and others area in Ward No. 106, Br.-XII**; Estimate Amount : ₹ **2,26,879.60 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,600.00**.

(8) NIT No. : WS/BR-XII/106/25-26/M-11 (1st Call)

Name of work : **Maintenance work of water supply pipeline by repairing of leaks and other allied works at Sukanta Sarani, Kalitala Link Road and its surrounding area in Ward No. 106, Br.-XII**; Estimate Amount : ₹ **2,83,014.04 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,700.00**; Time of completion : **15 days (For Sl. No. 7 & 8)**.

(9) NIT No. : WS/BR-XII/108/25-26/08(P) (1st Call)

Name of work : **Laying of 100mm dia D.I. water pipeline at Chowbagha Balir Math near H/O Tridip Halder and Chowbagha Majhi Para from H/O Raghu Mondal to H/O-P, Nayak in Ward No. 108, Br.-XII**; Estimate Amount : ₹ **2,86,517.63 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,800.00**; Time of completion : **25 days**; Last date and time of online submission of tender : **20.01.2026 at 9 am (For Sl. No. 5 to 9)**; Date and time of online open of tender : **23.01.2026 at 1 pm (For Sl. No. 5 to 9)**; For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 9)**; Please keep watching on the above website for all further Addendum / Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 to 9)**.

CORRIGENDUM

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/206/APAS37/25-26/R, (2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/207/APAS43/25-26/R published in this Newspaper on **04.12.2025 (Key No. : 1592/25-26)** of **Engineering (Civil) / Br.-IV Department (For Sl. No. 17 & 21)**; Last date and time of submission of bid will be read as **17.01.2026 - 11 am** instead of 01.01.2026 - 11 am **(For Sl. No. 1 & 2)**; The tender will be opened on **19.01.2026 - 11 am** instead of 03.01.2026 - 11 am **(For Sl. No. 1 & 2)**; Other matter remain unchanged.

1901/25-26

চাষবাস

সুলতানি আমলের গৌরব ফিরছে বিন্দোলে, পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে প্রাচীন ভৈরবী মন্দির

উত্তর দিনাজপুরের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নতুন করে প্রাণ পেতে চলেছে। প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া বিন্দোল এলাকার কাঞ্চন নদীর পাড়ের সুপ্রাচীন ভৈরবী মন্দিরকে তার আদি রূপে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। সুলতানি আমলের এই ঐতিহ্যবাহী মন্দির সংস্কার ও পুনরুদ্ধারের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। প্রায় ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে শুধু একটি ধর্মীয় স্থাপত্যই নয়, উত্তর দিনাজপুরে পর্যটনের নতুন দিগন্ত খুলবে বলেই মনে করছেন প্রশাসন ও ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞরা। প্রায় পাঁচ শতাব্দীরও বেশি পুরনো এই ভৈরবী মন্দির কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে বসেছিল। কাঞ্চন বা কাচ নদীর গতিপথ বদল, প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং দীর্ঘদিনের অবহেলার ফলে মন্দিরের ব। অংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সেই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে নতুন করে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। লক্ষ্য একটাই-মন্দিরকে অবিকল তার আদি আদলে পুনর্নির্মাণ করা। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দুই সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল রায়গঞ্জ শহরের অদূরে অবস্থিত ভৈরবী মন্দির চত্বরে বিস্তারিত পরিদর্শন করেন। মন্দিরের ভিতর ও বাইরের স্থাপত্য, ইটের ধরন, চুন-সুরকির গাঁথুনি, টেরাকোটার অলঙ্করণ-সবকিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আধুনিক কোনও নির্মাণসামগ্রী নয়, বরং সেই সময়কার সংস্কৃতি অনুসারে ইট ও চুন-সুরকি ব্যবহার করেই মন্দির সংস্কার করা হবে। এমনকি রঙের ক্ষেত্রেও আদি রীতিই অনুসরণ করা হবে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের

আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই প্রকল্পের জন্য প্রায় ৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। পুরো প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় মন্দির কমিটির যৌথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। মন্দিরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। চোদ্দ শতকের শেষভাগে নির্মিত এই মন্দিরটি ছিল টেরাকোটার নিদর্শনে সমৃদ্ধ। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কালো পাথরের ভৈরবী মূর্তি আজও এই অঞ্চলের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক। সংস্কারের সময় সেই মূর্তি ও মূল স্থাপত্যকে অক্ষত রাখাই প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য। রায়গঞ্জ আর্কিওলজি দপ্তরের প্রধান রানা দেবদাস, জেলার পূর্ত দপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার, জেলা ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক হয়েছে এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য। সেই আলোচনায় মন্দির কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং উত্তরবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের সদস্য, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আনন্দগোপাল ঘোষ এই মন্দিরের ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করে বলেন, সুলতানি আমলে ভাতুরিয়া অঞ্চলের জমিদার গণেশ নারায়ণ ছিলেন শিবভক্ত। তাঁর উদ্যোগেই বাংলাদেশ থেকে বয়ে আসা কাঞ্চন নদীর পাড়ে এই ভৈরবী কালী মন্দির নির্মিত হয়। সেই সময়কার ইট ও চুন-সুরকি কার্বন পরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত করে অবিকল আদলের মন্দির নির্মাণ করা সম্ভব। হেরিটেজ কমিশনের আর্কিওলজি বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। মন্দির সংস্কারের পাশাপাশি সংরক্ষণ ব্যবস্থার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভবিষ্যতে ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম দপ্তরের মাধ্যমে এই মন্দিরের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। যাতে নতুন করে এই ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য অবহেলার শিকার না হয়। প্রশাসনের আশা, মন্দিরের হৃতগৌরব ফিরে এলে বিন্দোল ও আশপাশের এলাকায় পর্যটনের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে। ইতিহাসপ্রেমী, গবেষক এবং সাধারণ পর্যটকদের ভিড় বাড়বে কাঞ্চন নদীর তীরে। এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতিও উপকৃত হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। ধর্মীয় বিশ্বাস, স্থাপত্যশৈলী ও ইতিহাস-এই তিনের মিলনস্থল ভৈরবী মন্দির। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যা কেবল স্মৃতির আড়ালে ছিল, আজ তা আবার বাস্তবে মাথা তুলতে চলেছে। সুলতানি আমলের সেই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। কাজ শেষ হলে বিস্মৃতপ্রায় কাঞ্চন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ইতিহাস যেন আবার নতুন করে কথা বলবে-এমনটাই আশা উত্তর দিনাজপুরবাসীর।

ভেনেজুয়েলা সংকটে ভারতের উদ্বেগ সংঘাত নয়, আলোচনাতেই সমাধান চাই, বার্তা জয়শংকরের

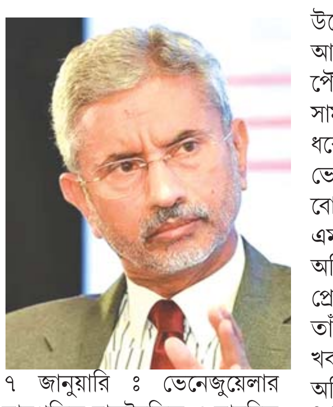

৭ জানুয়ারি ঃ ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামরিক অস্থিরতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল ভারত। লুক্সেমবার্গ সফরে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর স্পষ্ট জানালেন, এই সঙ্কটের সমাধান সংঘাত বা একতরফা পদক্ষেপে নয়, বরং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমেই হওয়া উচিত। ভেনেজুয়েলার জনগণের মঙ্গল ও নিরাপত্তাই ভারতের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ-এ কথা ফের একবার তুলে ধরেন তিনি। এর আগেই রবিবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতিকে ‘উদ্বেগজনক’ বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। লুক্সেমবার্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সেই বিবৃতিরই ব্যাখ্যা দেন জয়শংকর। তিনি বলেন, আমরা ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছি। আমি অনুরোধ করব আপনারা সেটি দেখুন। সংক্ষেপে যদি বলি, আমরা বর্তমান ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে উদ্বিগ্ন। তবে একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে অনুরোধ করছি, যেন তারা আলোচনায় বসে এমন একটি সমাধানে পৌঁছায়, যা ভেনেজুয়েলার জনগণের মঙ্গল ও নিরাপত্তার পক্ষে উপযোগী। দিনের শেষে সেটাই আমাদের প্রধান উদ্বেগ। ভেনেজুয়েলাকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে আমেরিকার সাম্প্রতিক সামরিক পদক্ষেপের পর। দীর্ঘদিন ধরে চলা চাপানউতোরের মধ্যেই ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে বোমা হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী-এমনটাই দাবি করা হয়েছে। সেই অভিযানের পরই ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে আটক করা হয় বলে খবর। ভেনেজুয়েলা সরকারের অভিযোগ, এই হামলা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি মার্কিন আগ্রাসনেরই একটি জঘন্য উদাহরণ। তাদের দাবি, ভেনেজুয়েলার বিপুল তেল ও খনিজ সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করাই আমেরিকার মূল উদ্দেশ্য। এই ঘটনার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক বিস্ফোরক ঘোষণায়। মাদুরোকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার পর ট্রাম্প দাবি করেন, ভেনেজুয়েলার শাসনভার এখন থেকে আমেরিকাই সামলাবে। এই মন্তব্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। যদিও পরে সেই বক্তব্য কিছুটা সংশোধন করেন মার্কিন বিদেশ সচিব। তিনি বলেন, আমেরিকার উদ্দেশ্য ভেনেজুয়েলাকে দখল করা নয় কিংবা সরাসরি শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে নেওয়াও নয়। বরং ভেনেজুয়েলার তেল রপ্তানি ও তেলের ট্যাঙ্কারগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখাই তাদের লক্ষ্য। সেই নীতির ধারাবাহিকতায় ট্রাম্প প্রশাসন কার্যত ভেনেজুয়েলার তেল সম্পদের নিয়ন্ত্রণ

নতুন বছরে পহেলগাঁও সহ কাশ্মীরের এই ৫ অফবিট স্বর্গ আপনাকে মুগ্ধ করবেই

বছরের শেষ মানেই শীতের আমেজ, আর নতুন বছর মানেই নতুন কোথাও যাওয়ার স্বপ্ন। বাংলায় যখন শীত জাঁকিয়ে বসেছে, তখন আরও একটু বরফ, আরও একটু ঠান্ডা উপভোগ করতে চাইলে

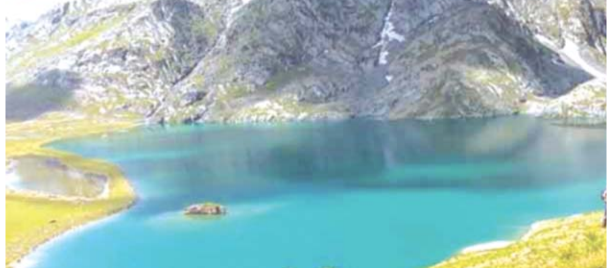

কাশ্মীরই হতে পারে আদর্শ গন্তব্য। পহেলগাঁও, গুলমার্গ কিংবা ডাল লেক-এই চেনা জায়গাগুলির পাশাপাশি কাশ্মীরের কোলে লুকিয়ে রয়েছে এমন কিছু অফবিট স্বর্গ, যেখানে ভিড় কম, প্রকৃতি আরও কাছের আর অভিজ্ঞতা আরও গভীর। নতুন বছরে কাশ্মীর সফরকে যদি একটু বেশি রোমাঞ্চকর করতে চান, তাহলে এই পাঁচটি জায়গা অবশ্যই আপনার ভ্রমণ তালিকায় রাখুন।

১. লোলাব ভ্যালিঃ ভালোবাসার উপত্যকায় প্রকৃতির আলিঙ্গন-শ্রীনগর থেকে প্রায় ১১৪ কিলোমিটার দূরে, কুপওয়ারা জেলার পাহা।রে কোলে লুকিয়ে আছে ছবির মতো সুন্দর লোলাব ভ্যালি। চারদিকে আপেলের বাগান, ঘন পাইন ও দেবদারুর জঙ্গল, আর পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসা ছোট-বড় জলপ্রপাত-সব মিলিয়ে একেবারে স্বপ্নের মতো পরিবেশ। এই উপত্যকাকে অনেকেই ‘ অফ লাভ’ নামেও চেনেন। এখানে গেলে দেখে নিতে পারেন বহু প্রাচীন কালারুশ গুহা, যা ইতিহাসপ্রেমীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ। বন্ধুদের সঙ্গে ট্রেকিং, পিকনিক কিংবা নিছক প্রকৃতির মাঝে সময় কাটানোর জন্য লোলাব ভ্যালি আদর্শ।

কোথায় থাকবেন-স্থানীয় গ্রামগুলিতে ছোট কটেজ ও হোমস্টে রয়েছে, যেখানে কাশ্মীরি ঘরোয়া খাবারের স্বাদ নিতে পারবেন। চাইলে কুপওয়ারায় বাজেট-ফ্রেন্ডলি হোটেলেও থাকতে পারেন।

২. ইয়ুসমার্গঃ সবুজের দেশে নিঃশ্বাস ফেলুন মুক্তভাবে-ইট-কাঠ-কংক্রিটের শহুরে জীবন থেকে সাময়িক মুক্তি চাইলে শ্রীনগর থেকে মাত্র ৪৫ কিলোমিটার দূরের ইয়ুসমার্গ আপনার জন্য একেবারে সঠিক ঠিকানা। চোখ গেলেই দেখা যাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পাহা। আর সারি সারি পাইন গাছ। মাঝে মাঝে সবুজ ঘাসে চরে বেড়ানো ঘোড়ার দল যেন ছবির মতো দৃশ্য তৈরি করে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাইনের জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারেন। একটু এগোলেই পাহাড়ের কোলে নীলনাগ লেক-সেখানে ঠান্ডা জলে স্নান করে ক্লান্তি দূর করাও এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

কোথায় থাকবেন-ইয়ুসমার্গে সরকারি গেস্টহাউস রয়েছে। দু'জনের জন্য প্রতি রাতের খরচ মাত্র প্রায় ৭৫০ টাকা। খাবারের ব্যবস্থা আলাদা ভাবে করতে হবে।

৩. ব্রেংঃ নদী-পাহাড়ে মোড়া শান্তির ঠিকানা- দক্ষিণ-পূর্ব শ্রীনগর থেকে প্রায় ৮৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ব্রেং প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য এক নিখুঁত আশ্রয়। নীল আকাশে ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘ, পাশে বয়ে চলা নদী আর চারপাশে পাহা। ও গাছের সমাহার-সব মিলিয়ে ব্রেংয়ের সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করবেই। ব্রেং থেকে মাত্র আধঘণ্টার পথ ডাকসুম। সেখানে রয়েছে মনোরম জলপ্রপাত ও লম্বা পাইন গাছের সারি। নদীর কুলকুল শব্দ আর পাখির কলকাকলি আপনার সমস্ত ক্লান্তি নিমেষে দূর করে দেবে।

কোথায় থাকবেন-এখানে সরকারি গেস্টহাউসে প্রতিদিন প্রায় ২০০০ টাকায় থাকার ব্যবস্থা পাওয়া যায়।

৪. আলপাথের জলপ্রপাতঃ অ্যাডভেঞ্চারের চরম অভিজ্ঞতা-অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের জন্য আলপাথের জলপ্রপাত একেবারে স্বর্গ। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৭,৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই জলপ্রপাত বছরের প্রায় ন'মাসই বরফে ঢাকা থাকে। তাপমাত্রা থাকে হিমাঙ্কের নীচে, ফলে এখানে পৌঁছনো নিজেই এক রোমাঞ্চকর অভিযান।

পাহাড়ে চড়ার নেশা থাকলে এখানে ট্রেকিং করতে পারেন। বরফে মোড়া পাহাড় আর জলপ্রপাতের দৃশ্য আজীবন মনে গেঁথে থাকবে।

কোথায় থাকবেন-এখানে থাকা ও খাওয়ার খরচ তুলনামূলক বেশি। প্রতিদিন মাথাপিছু খরচ প্রায় ৬০০০ টাকা ধরেই পরিকল্পনা করা ভালো।

৫. গুরেজঃ নিরিবিলি বরফের রাজ্য-ভিড় থেকে দূরে, একেবারে শান্ত পরিবেশে ছুটি কাটাতে চাইলে গুরেজের জুড়ি নেই। শ্রীনগর থেকে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দূরে এই উপত্যকার পথে চলতে চলতে দেখবেন চারপাশ সাদা বরফে ঢাকা, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা পাইন গাছ, আর সেই মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি-এক কথায় রূপকথার মতো। দূষণের লেশমাত্র নেই এখানে। বদলে পাবেন বিশুদ্ধ অক্সিজেন আর প্রকৃতির নির্জন সান্নিধ্য। নদী ও পাহাড়ে ঘেরা এই জায়গায় পর্যটকের ভিড় কম, তাই নিঃশব্দে সময় কাটানোর জন্য গুরেজ আদর্শ।

কোথায় থাকবেনঃ গুরেজে সরকারি ও বেসরকারি নানা গেস্টহাউস রয়েছে। বাজেট অনুযায়ী সহজেই থাকার জায়গা পেয়ে যাবেন। চেনা পহেলগাঁও, গুলমার্গের বাইরে গিয়ে নতুন কিছু দেখতে চাইলে এই নতুন বছরে কাশ্মীরের এই অফবিট জায়গাগুলিই হোক আপনার গন্তব্য। বন্ধুদের সঙ্গে কিংবা একান্তে-যেভাবেই যান না কেন, কাশ্মীরের

আয়াতোল্লা খামেনেই-এর সরকারের পতন

৭ জানুয়ারি ঃ ইরানে মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক্রমেই ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। আয়াতোল্লা আলি খামেনেই-এর নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে হাজার হাজার মানুষ। রাজধানী তেহরান থেকে শুরু করে দেশের বিস্তীর্ণ প্রদেশে শোনা যাচ্ছে একটাই স্লোগান-'মোল্লাতন্ত্র নিপাত যাক'। সরকারবিরোধী এই আঃেদালন দমন করতে ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড ও পুলিশ কড়া দমননীতিতে নেমেছে। সরকারি দমন-পীড়নে এখনও পর্যন্ত অন্তত ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি মানবাধিকার সংগঠনগুলির। গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রায় ১২০০ জন বিক্ষোভকারীকে। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যেই ইরানকে প্রকাশ্য হুঁশিয়ারি দিয়েছে আমেরিকা। সব মিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে অস্থিরতার আশঙ্কা ঘনাচ্ছে। গত এক সপ্তাহ ধরে ইরানে মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ক্রমশ বিস্ফোরণের দিকে যাচ্ছে। রাজধানী তেহরান-সহ দেশের ৩১টি প্রদেশের মধ্যে অন্তত ২৭টি প্রদেশে ছ।য়ে পড়েছে বিক্ষোভ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প।ুয়া, যুব সমাজ থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক-সবাই একজোট হয়ে রাস্তায় নেমেছেন। তাঁদের একটাই দাবি, স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। আয়াতোল্লা খামেনেই-এর সরকারের পতন চাইছেন বিক্ষোভকারীরা। বহু জায়গায় প্রকাশ্যে দাবি উঠেছে, ইরানের শাসন আবার শাহ বংশের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ইরানের প্রাক্তন রাজপরিবারের উত্তরসূরি, বর্তমানে আমেরিকায় থাকা রেজা পাহলাভিও প্রতিবাদীদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ইরানের জনগণ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে এবং এই ল।ইয়ে আন্তর্জাতিক সমাজের পাশে থাকা উচিত। পাহলাভির এই মন্তব্য আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝেই সর্বশক্তি দিয়ে বিক্ষোভ দমনের পথে হেঁটেছে খামেনেই প্রশাসন। ইরানের বিভিন্ন শহরে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ইন্টারনেট পরিষেবা আংশিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। আমেরিকার ‘ রাইটস অ্যাকটিভিস্ট নিউজ এজেন্সি’-র রিপোর্ট অনুযায়ী, গত এক সপ্তাহে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অন্তত ৩৫ জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রায় ১২০০ জনকে। অন্যদিকে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ২৫০ জন পুলিশকর্মী ও ৪৫ জন সেনা সদস্য আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই উত্তাল পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে আন্তর্জাতিক মহল। বিশেষ করে আমেরিকা শুরু করেছে ‘ মাপা’। গত রবিবার রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ গণবিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের হত্যা বন্ধ না হলে তেহরানে জোরালো আঘাত হানবে আমেরিকা। ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পর কূটনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে-মধ্যপ্রাচ্যে কি নতুন কোনও সামরিক সংঘাতের দিকে এগোচ্ছে বিশ্ব রাজনীতি?ট্রাম্প আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ইরান যদি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ দমন করতে হিংসার পথ বেছে নেয়, তাহলে মানবাধিকার রক্ষার স্বার্থে আমেরিকাকে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হতে হবে।

কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা সভা

গোরখপুরের জেনারেল ম্যানেজারের কনফারেন্স রুমে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বোরওয়ানকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা সভায়, জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বোরওয়ানকার উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের নিরাপত্তা, যাত্রী সুবিধা, পরিবহন সুবিধা এবং অবকাঠামো-সম্পর্কিত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন।

CHANGE OF NAME

I, NAGIMA SULTANA W/o Anarul Hossain Sekh residing at Vill. Bahadurpur, PO-Bahadurpur, PS-Jamalpur, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713408 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name ABDUL SELIM MALLICK instead of ABDUL SALIM MALLIK and my mother's actual name FIRUJA MALLICK instead of FIROJA BEGUM vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Executive Magistrate at Sadar, Purba Bardhaman dated on 06/01/2026. ABDUL SELIM MALLICK and ABDUL SALIM MALLIK both are same and one identical person. FIRUJA MALLICK and FIROJA BEGUM both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Safikul Islam (Old Name) S/O–Md Asiruddin Sk residing at Vill & PO-Daulatabad , PS- Daulatabad , Murshidabad, West Bengal 742302 do hereby declared that I have changed my name from Safikul Islam to Md Safikul Islam and henceforth I shall be known as Md Safikul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/01/2026. My name Md Safikul Islam & Safikul Islam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nirmal Dutta (Old Name) S/O–Kamal Ranjan Dutta residing at Souduganj , Chaulpatti , Jiaganj , Murshidabad, West Bengal 742123 do hereby declared that I have changed my name from Nirmal Dutta to Nirmal Kumar Dutta and henceforth I shall be known as Nirmal Kumar Dutta (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/01/2026. My name Nirmal Kumar Dutta & Nirmal Dutta both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jagodish Mandal (Old Name) S/O–Sakhicharan Mandal residing at Vill & PO-Charrajapur , PS-Raninagar , Murshidabad, West Bengal 742306 do hereby declared that I have changed my name from Jagodish Mandal to Jagadish Mandal and henceforth I shall be known as Jagadish Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/01/2026. My name Jagadish Mandal & Jagodish Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Suma Mitra (Old Name) W/o Haran Bhowmick Residing at Vill+P.o - Sendanga, P.s - Ashokenagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743272, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Suma Bhowmick Mitra (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 07-01-2026. Suma Mitra (Old Name) and Suma Bhowmick Mitra (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prodip Mandal (Old Name) S/o Prabhas Mondal Residing at Vill - Kautuknagar, P.o - Nadia Garapota, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Prodip Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 16/2026 Dated 07-01-2026. Prodip Mandal (Old Name) and Prodip Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prabhas Mandal, Probhas Mondal, Probhas Mandal (Old Name) S/o Chaitanya Mondal Residing at Vill - Kautuknagar, P.o - Nadia Garapota, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Prabhas Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 14/2026 Dated 07-01-2026. Prabhas Mandal, Probhas Mondal, Probhas Mandal (Old Name) and Prabhas Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nasirujjman Kayal (Old Name) S/o Late Jakaria Kayal Residing at Vill - Barar Dakshinpara, P.o - Barar, P.s - Memari, District - Purba Bardhaman, Pin - 713146, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Nasirujjaman Kayal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 15/2026 Dated 07-01-2026. Nasirujjman Kayal (Old Name) and Nasirujjaman Kayal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nirmal Ch Maji (Old Name) S/o Gurupada Maji Residing at Bhustora, Talanjuri, Unara Jambedia, District - Bankura, Pin - 722202, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Nirmal Kumar Maji (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 19/2026 Dated 07-01-2026. Nirmal Ch Maji (Old Name) and Nirmal Kumar Maji (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, PANNALAL MONDAL S/O NUR MAHAMMAD MONDAL MY PASS PORT MY MOTHER NAME HAS BEEN RECOARDED AS SABANA BIBI AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 15-12-25 MY MOTHER SABANA MONDAL AND SABANA BIBI BOTH ARE SAME PERSON MY MOTHER ACTUAL NAME IS SABANA MONDAL R/O PAKURGACHHI P.O +P.S BHIMPUR NADIA

CHANGE OF NAME

I, SAHINA BIBI DAFADAR W/O ABDUL DAFADAR MY NAME HAS BEEN RECOARDED MY DAUGHTER AFROJA KHATUN BIRTH CERTIFICATE AS SAINUR BIBI AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHANGAR COURT ON 23-12-25 I SAHINA BIBI DAFADAR AND SAINUR BIBI AND MY HUSBAND ABDUL DAFADAR AND ABDUL DAFADER BOTH ARE SAME PERSON. VILL + P.O SUTIA P.S CHAPRA NADIA

CHANGE OF NAME

I, SAHINA BIBI DAFADAR W/O ABDUL DAFADAR MY SON SAKIL DAFADAR BIRTH CERTIFICATE MY NAME HAS BEEN RECOARDED AS SAHINA BIBI AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 23/12/25 I SAHINA BIBI DAFADAR AND SAHINA BIBI BOTH ARE SAME PERSON VILL P.O SUTIA P. S CHAPRA NADIA.

Power of Attorney

I, SHRI ANJAN KUMAR BHOWMICK Son of Sri Late Sachi Gopal Bhowmick Residing at 50/3, Iswar Gupta Road, Kolkata - 700028, have appointed Shri Rajen Das (Advocate) as a Power of Attorney vide Notarial Certificate Sl. No. 22 dated 06.01.2026 at Sealdah Court , Calcutta, West Bengal

CHANGE OF NAME

I, Zubeda Bibi (old name) Daughter of Mohammad Ali Molla, residing at W-104, Hazi Ratan Lane, Po-Bartala, Ps-Rajabagan, Kolkata-700018, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Jobada Bibi (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 07/01/2026. Zubeda Bibi (old name) and Jobada Bibi (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I MAIRUMA KHATUN W/O MATIRAR RAHAMAN KHAN residing at Champabar, Kultikari, Shyampur, Dist-Howrah-711312, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MAIRUMA KHATUN KHAN as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 07/01/2026. MAIRUMA KHATUN and MAIRUMA KHATUN KHAN both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I MATIYAR RAHAMAN S/O OHAB KHAN residing at Champabar, Kultikari, Shyampur, Dist-Howrah-711312, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MATIYAR RAHAMAN KHAN as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 07/01/2026. MATIYAR RAHAMAN and MATIYAR RAHAMAN KHAN both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, RAHUL AMIN (old name) S/O - RAJAB ALI MONDAL residing at BAGHARPUR RAMNA PO - GANGADASPARA PS-DOMKAL DIST - MURSHIDABAD PIN -742303. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from RAHUL AMIN (old name) to RAHUL AMIN MONDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as RAHUL AMIN MONDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 07/01/2025. RAHUL AMIN MONDAL (new name) & RAHUL AMIN (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Siba Prasad Patra (old name) son of Ananta Kumar Patra, residing at Natshal, Mahishadal, Dist: East Medinipur, Pin: 721603, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Shibaprasad Patra (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 07/01/2026. Siba Prasad Patra (old name) and Shibaprasad Patra (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOUSUMI SEN, W/o Raj Singh Batwal, residing at 174/1 Ashoknagar, P.O. & P.S. Ashoknagar, Dist North 24 Pgs. have changed my name and shall henceforth be known as DOLI BATWAL as declared before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat vide affidavit No. 11928 dt. 27/11/2025. Now MOUSUMI SEN and DOLI BATWAL both are one and same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি KANIKA SARDAR WO NIRMAL SARDAR DO NAGEN SARDAR গ্রাম ছোট আজগারা পোস্ট এফ এস হাট থানা ন্যাজাট উত্তর ২৪ পরগনা আমার আধার নাম্বার ৩৭০০৩৫৯৩৮১০৫ ভোটার নম্বর NVY 0040527 আমার ঠাকুরদার নাম ২০০২ সালে হরিপম সরদার পিতা বান্নাপম সরদার বাবার ভোটার কার্ডে হরিচরণ সরদার হয় আমি আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা হরিচরণ সরদার ও হরিপম সরদার এবং হরি সরদার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Sk Kudrath Ulla, Sekh Kudrat Ullya (Old Name) S/o Sekh Sariyat Ulla Residing at Vill+P.o - Pirakata, P.s - Salboni, District - West Medinipur, Pin - 721516, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sekh Kudarat Ulla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07-01-2026. Sk Kudrath Ulla, Sekh Kudrat Ullya (Old Name) and Sekh Kudarat Ulla (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Alamara Khatun (Old Name) W/o Md. Nurul Islam Residing at Sekeddaha District - Birbhum, Pin - 731216, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Alamyara Khatun (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07-01-2026. Alamara Khatun (Old Name) and Alamyara Khatun (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Hanif, Sk Hanif (Old Name) S/o Sk Nazrul Islam Residing at Vill - Raibar, Pole, P.s - Khanakul, District - Hooghly, Pin - 712406, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk. Md Hanif (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 07-01-2026. Md Hanif, Sk Hanif (Old Name) and Sk. Md Hanif (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Kumar Saha (Old Name) S/O–Sudhangshu Sekhar Saha resident of Natunpally , Karimpur , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my name from Sanjay Kumar Saha to Sanjoy Kumar Saha and henceforth I shall be known as Sanjoy Kumar Saha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/01/2026. My name Sanjoy Kumar Saha & Sanjay Kumar Saha both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Arif Mohammed (Old Name) S/O–Jirafat Sk resident of Vill & Po-Kadkhali , Ps-Saktipur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742163 do hereby declared that I have changed my name from Md Arif Mohammed to Arif Mohammad and henceforth I shall be known as Arif Mohammad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/01/2026. My name Arif Mohammad & Md Arif Mohammed both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, NIHAR FOUZDER S/o Late Nirpada Fouzder residing at Adarshapally, P.O. Gouranganagar, P.S. New Town, Kolkata-700162, Dist-North 24 Parganas West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my Grandfather's actual name DEVCHARAN FOUZDER instead of DAIBA CHARAN FOUZDER, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barasat, North 24 Parganas dated on 05/01/2026. DAIBA CHARAN FOUZDER and DEVCHARAN FOUZDER is one and same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি রহমতুল্লা খান পিতা মৃত লুফর রহমান খান। গ্রাম- লক্ষীনারায়নপুর। পোস্ট- দক্ষিণ গঙ্গাধরপুর। থানা- ঢোলাহাট। জেলা দক্ষিন ২৪ পরগনা। আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড ও ভোটার কার্ডে লেখা রহমতুল্লা খান। কিন্তু আমার পাসপোর্টে ভুলবশত লেখা হয়েছে রহমত খান। আমি কাকদ্বীপ মহাকুমা আদালতের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিড বলে গত ইংরাজি ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৫ সাল থেকে রহমতুল্লা খান হলাম। রহমতুল্লা খান ও রহমত খান এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, প্রিয়াঙ্কা ভার্থিয়া, পিতা- কৃষ্ণ কুমার কামানি, স্বামী- অশোক ভার্টিয়া, ঠিকানাঃ ৯৬বি, মাওলানা আবুল আজাদ সরণি, ফ্ল্যাট নং ৮এ, ৮ম তলা, পোস্ট অফিস- কাঁকুড়গাছি, কলকাতা-৭০০০৫৪, আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে প্রিয়াঙ্কা ভার্টিয়া নামে পরিচিত হব, যা পশ্চিমবঙ্গের আলিপুর জজ কোর্টের প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হলফনামা নং ৭৭৩, তারিখঃ ০৬-০১-২০২৬ এর মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে। প্রিয়াঙ্কা ভার্থিয়া এবং প্রিয়াঙ্কা ভার্টিয়া উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি অশোক ভারথিয়য়া (Ashok Bharthia), পিতা শ্রীকান্ত ভারতিয়া (Shreekant Bhartia), ঠিকানাঃ ৯৬বি, আবুল কালাম আজাদ সরণি,পোঃ-কাঁকুড়গাছি,কলকাতা-৭০০০৫৪ এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমি আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে আমি অশোক ভারতিয়া (Ashok Bhartia) নামে পরিচিত হব। এই পরিবর্তন সম্পর্কে আমি আলীপুর জাজেস কোর্ট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-এর প্রথম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের (1st Class Judicial Magistrate) নিকট একটি হলফনামা দাখিল করেছি (হলফনামা নং-৭৭৪,তারিখঃ ০৬-০১-২০২৬)। আমি ঘোষণা করছি যে, অশোক ভারথিয়া (Ashok Bharthia) এবং অশোক ভারতিয়া (Ashok Bhartia) একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, AZIJUL SARDAR (Old Name) S/o Golam Kibria Sardar Residing at Domjur, Jamadar Para, VTC: Domjur, Dist.-Howrah, Pin-711405 West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as AJIJUL SARDAR (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Howrah Dated 05-01-2026. AZIJUL SARDAR (Old Name) and AJIJUL SARDAR (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Ali Hasan, SO Golam Mostafa, গ্রামঃ দাদপুর, পোঃ রামচন্দ্রপুর, থানাঃ মুরারই, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম Ali Hasan Mondal, SO M. Mondal করা হয়েছে। ০৫.০১.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Ali Hasan, SO Golam Mostafa and Ali Hasan Mondal, SO M. Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

জুয়েল রানার পরিবারের পাশে রাজ্য সরকার, মৃতের মাকে চাকরি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৭ জানুয়ারি ঃ মমতাময়ী মায়ের মতোই ওড়িশায় বাংলাদেশী সন্দেহে নিহত জুয়েল রানার মায়ের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের মানবদরদী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। কথা দিয়ে কথা রাখলেন তিনি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সরকারি

চাকরির নিয়োগপত্র পাওয়ার পর বুধবার চাকরিতে যোগদান করলেন ওড়িশায় বাংলাদেশি সন্দেহে দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অন্তর্গত চকবাহাদুরপুর গ্রামের বাসিন্দা জুয়েল রানার মা নাজেমা বিবি। বুধবার সকালে সুতি ১ ব্লকের ভূমি- রাজস্ব দপ্তরে 'অ্যাটেনডেন্ট' পদে যোগদান করেন তিনি। সেই সময় নাজেমার নতুন কর্মস্থলে উপস্থিত ছিলেন সুতি ১ ব্লকের বিডিও অরূপ সাহা, জঙ্গিপুরের তৃণমূল সাংসদ খলিলুর রহমান, তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি সুভাষ লালা সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ও।শির সম্বলপুর জেলায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের সুতি থানার বাসিন্দা জুয়েল রানা (২১)। জুয়েল মুর্শিদাবাদের আরও কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গে সম্বলপুরের শান্তিনগর এলাকায় একটি বহুতল নির্মাণের কাজে জড়িত ছিল। সারাদিনের কাজের শেষে জুয়েল বাকি পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে শান্তিনগর এলাকায় একটি বহুতলেই রাতে ঘুমাতো। সম্প্রতি রাতের অন্ধকারে সেখানে ওড়িশার কয়েকজন বাসিন্দা হানা দেন। এরপর সেখানে জুয়েলকে বাংলাদেশি সন্দেহে প্রচন্ড মারধর করা হয়। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে জুয়েলকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন । দুষ্কৃতীদের হাতে মারধরের ঘটনায় মুর্শিদাবাদের আরও দুই পরিযায়ী শ্রমিক গুরুতর আহত হন । ছেলের মৃত্যুর শোক এখনও পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে না পারলেও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সরকারি চাকরির পাওয়ায় খুশি নাজেমা বিবি। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়ে কথা রেখেছেন। তাঁকে চিরকালের মতো হারানো শোক তো ভুলতে পারবো না। কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই চাকরিটা পাওয়ায় আমাদের পরিবারকে আর আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়তে হবে না । জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান বলেন, 'গত ২৫ ডিসেম্বর ওড়িশায় বাংলাদেশি সন্দেহে দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত হয়েছেন আমাদের মুর্শিদাবাদের ছেলে জুয়েল রানা। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তাদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। গত ৩১ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ফোন করে জুয়েলের পরিবারের পাশে থাকার নির্দেশ দেন। সেই সময় আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলাম সম্ভব হলে জুয়েলের পরিবারের একজন সদস্যের জন্য সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করার জন্য। আজ জুয়েলের মা সরকারি কাজে যোগদান করলেন।' তিনি আরও বলেন, 'দেশের যেকোনও প্রান্তে বাংলাভাষী কোনও মানুষ আক্রান্ত হলে মুখ্যমন্ত্রী তাদের পাশে ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।' সুতি ১ ব্লকের বিডিও অরূপ সাহা বলেন, 'মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা নাজেমা বিবির হাতে তাঁর সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছিলাম। আজকে তিনি সুতি-১ ব্লকে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে কাজে যোগদান করেন। আমরা আশাবাদী খুব শীঘ্রই তিনি পুত্রশোক কাটিয়ে কাজের জগতে ফিরে আসতে পারবেন। সেই সঙ্গে সুতি ১ ব্লকের ভূমি- রাজস্ব দপ্তরের অন্যান্য কর্মীদের অনুরোধ করব, তাঁকে কাজ বুঝে নেওয়ার জন্য কিছুটা সময় দেওয়া ও সাহায্য করার জন্য।' তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সহ-সভাপতি সুভাষ লালা বলেন, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য করা ছাড়াও আমরাও দলীয় ভাবে জুয়েল রানার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করেছি। সাংসদ নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ওই পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য করেছেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যে কথা দিয়ে কথা রাখেন তার প্রমাণ জুয়েল রানার মাকে সরকারি চাকরি দেওয়া। জুয়েল রানার সঙ্গে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে তাঁর মাকে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা দলীয় তরফ থেকেও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অভিষেকের বিরুদ্ধে রামপুরহাটে এফ আই আর দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ৭ জানুয়ারি ঃ বিজেপি সব নেতা কর্মীদের মাতাল ও নেশাগ্রস্ত বলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল বিজেপির মহিলা মোর্চা। বুধবার রামপুরহাট থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করলেন বিজেপির মহিলা মোর্চার বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভানেত্রী রশ্মি দে। সঙ্গে ছিলেন বিজেপির বীরভূম জেলার বিদায়ী সভাপতি ধ্রুব সাহা সহ বিজেপির নেতা নেত্রীরা। ৬ জানুয়ারি বীরভূমের রামপুরহাটের বিনোদপুর গ্রামের মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের 'রণ সংকল্প' সভা ছিল। সেই সভায় বক্তব্য রাখেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখার সময় বিজেপি নেতা ও কর্মীদের উদ্দেশ্য করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি যারা করেন তারা সকলেই মাতাল, পাতা খোর ও নেশাগ্রস্ত। শিক্ষিত মানুষ কেউ বিজেপি করে না। এই বক্তব্যের পরিপেক্ষিতে অভিযোগকারী বিজেপির বীরভূম জেলা নেত্রী রশ্মি দে বলেন, আমরা ভদ্র বাড়ির মহিলা। কারও মতো অর্ধশিক্ষিত নই। আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্মানের সঙ্গে বিজেপি দল করি। গতকাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে যে আপত্তিকর, অসম্মানজনক ও অসাংবিধানিক মন্তব্য করেছেন তাতে আমরা অসম্মানিত হয়েছি। উনি সকল বিজেপি নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলা মানে মা-বোনদেরও অসম্মানিত করেছেন। সংবিধানের শপথ নেওয়া একজন সংসদের মুখে এমন ভাষা আমরা আশা করি না। ভাষায় চয়ন এবং ব্যবহার বলে দিচ্ছে কার কত শিক্ষা রয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এহেন মন্তব্যে সমাজে আমাদের মান ও সম্মান ক্ষুন্ন হয়েছে। যে দলের দলীয় স্লোগান মা- মাটি - মানুষ, সেই দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মা ও মানুষের মান ও সম্মান ক্ষুন্ন করে কিভাবে দ্বায়িত্ব জ্ঞানহীন ভাবে এই ধরনের অসাংবিধানিক মন্তব্য করেন? তাই আমরা চাই দলের নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনা নিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য হোক। কোন মানুষকে অপমান করে নয়। আমরা চাই যিনি এমন মন্তব্য করেছেন তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে। সেই কারণেই আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।

ছয় মাসেও মেলেনি সুবিচার, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ তামান্নার মায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালীগঞ্জ, ৭ জানুয়ারি ঃ বোমাবাজিতে ছোট্ট মেয়ের মৃত্যু। কেটে গিয়েছে ছয় মাসেরও বেশি সময়। কিন্তু এখনও অধরাই রয়ে গেছে সুবিচার। কালীগঞ্জের মোলান্দি গ্রামের ন'বছরের তামান্না খাতুনের মৃত্যু আজও তাড়া করে বেড়ায় তাঁর পরিবারকে। সেই ঘটনার পর দীর্ঘ অপেক্ষা, হতাশা আর মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন তামান্নার মা সাবিনা বিবি। এবার ন্যায়বিচারের শেষ আশায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সরাসরি দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তিনি। ঘটনাটি ঘটে ২০২৫ সালের ২৩ জুন। কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশের দিন দুপুরে মোলান্দি গ্রামে বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। সেই বিস্ফোরণের শিকার হয় শিশু তামান্না। ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হয় সে। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। মৃত্যু হয় তামান্না খাতুনের। মাত্র ন'বছরের একটি প্রাণ রাজনৈতিক হিংসার বলি হওয়ায় রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার করে কঠোরতম শাস্তির জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন। পুলিশও দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ করে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বোমাবাজির ঘটনায় অভিযুক্ত ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে, ততই হতাশা বেড়েছে তামান্নার পরিবারের। চার্জশিটে মোট ১১ জনের নাম থাকলেও এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে মাত্র তিনজন। বাকিদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ না হওয়ায় ক্ষোভ জমেছে পরিবারের মনে। তামান্নার মা সাবিনা বিবির অভিযোগ, তদন্ত ও আদালতের প্রক্রিয়ায় গাফিলতি রয়েছে। বিশেষ করে সরকারি আইনজীবী বা পাবলিক প্রসিকিউটরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর দাবি, একাধিকবার জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক তথা এসপির কাছে পিপি বদলের আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু সেই আর্জিতে কোনও সাড়া মেলেনি। এই মানসিক চাপ নিতে না পেরে কিছুদিন আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন সাবিনা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বেশ কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর সাবিনা ফের একবার মেয়ের সুবিচারের দাবিতে সরব হয়েছেন। তাঁর কথায়, চার্জশিটে ১১ জনের নাম রয়েছে। তবে গ্রেপ্তার হয়েছে মাত্র তিনজন। মুখ্যমন্ত্রী যদি একবার ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতেন আমার কষ্টটা বুঝতেন।

গঙ্গাসাগর যাত্রীদের নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগর যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কলকাতা পুলিশ সব থানার ওসি ও আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে। এই জন্য কলকাতা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী ঠাকুরপুকুরের চড়িয়াল এ পুলিশের তরফে একটি বিশেষ কিয়স্ক তৈরি করা হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধায় ওই কিয়স্ক থেকে শুকনো খাবার, বিস্কুট,চা দেওয়ার পাশাপাশি হঠাৎ কোন যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে তার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ও মেডিকেল কিট রাখা হবে বলে লালবাজার সূত্রে জানা গেছে। আধিকারিকদের ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় রাখার পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে যেন কোনো রকম গুজব না ছড়ায় তার উপরে নজর রাখার কথা বলা হয়েছে।

রাঙাপানিতে ওভারব্রিজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ির রাঙ্গাপানি রেল লেভেল ক্রসিংয়ের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং সাংসদ রাজু বিস্ত বুধবার এখানে একটি রোড ওভারব্রিজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। প্রায় ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত রোড ওভারব্রিজের নির্মাণ কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। মাটিগাড়া এবং চাটাহাট রাজ্য সড়কের সাথে সংযোগকারী এই রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং বছরের পর বছর ধরে জনসাধারণের জন্য অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিলিগুড়ি এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ট্রেন চলাচলের পথে প্রায়শই দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হত। । রোগী এবং গর্ভবতী মহিলাদের বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সগুলি প্রায়শই ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে থাকত। এনজিপি রুটে ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে, দিনের বেশিরভাগ সময় লেভেল ক্রসিংটি বন্ধ থাকে, যার ফলে জনসাধারণের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে দুই বিজেপি বিধায়ক এবং কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএমও উপস্থিত ছিলেন। তথ্য অনুযায়ী, এই রোড ওভারব্রিজ এক কিলোমিটার লম্বা হবে, যার প্রতিটি পাশে ৪৫০ মিটার এবং মাঝখানে ১০০ মিটার অংশ থাকবে। উভয় পাশে সার্ভিস রোডও তৈরি করা হবে। ডিআরএম জানিয়েছেন যে প্রকল্পটি আগামী দেড় বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

সোনালী বিবির স্বাস্থ্যের উন্নতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ৭ জানুয়ারি ঃ ওয়ার্ডে টান্সফার করা হল সোনালী বিবিকে। জেনারেল বেডে থাকলেও, সেখানে অন্য প্রসূতি নেই। বাচ্চাকে ইনকিউবেটর বা ওয়ার্ম রুমে রাখা হয়েছে। যাতে বাচ্চার ঠাণ্ডা না লাগে। মাঝে মাঝে সোনালী খাতুন সেখানে গিয়ে বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে আসছেন। এখনও অবজারভেশনে রয়েছেন শিশু পুত্র । পরিবারের পক্ষ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সোনালীর মা। রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পক্ষ থেকে সোনালীর ও তার শিশুর শারিরীক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। সোমবার থেকেই মেয়ের সঙ্গে হাসপাতালে রয়েছেন সোনালীর মা জোৎস্না বিবি। তিনি বলেন, অভিষেক কথা দিয়ে কথা রেখেছেন। মেয়ে কে বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। এসে দেখা করে গেল। উনি না থাকলে মেয়ে কে পেতাম না। সোমবার রামপুরহাট মেডিক্যালে পুত্রসন্তানের জন্ম দেন সোনালী। অভিষেক আগেই জানিয়েছিলেন দেখা করবেন তাঁর সঙ্গে। মঙ্গলবার রামপুরহাটে সভা ছিল তৃণমূল সাংসদের। কিন্তু হেলিকপ্টারে সমস্যা হওয়ায় দেরিতে বীরভূমে পৌঁছান তিনি। সভা শেষে পৌঁছান রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সোনালী কে হেনস্থা করা হয়েছে হাসপাতালে দাঁড়িয়ে সরব হন অভিষেক ।

প্রেসক্রিপশন উপেক্ষা করে 'হাই পাওয়ার' ওষুধ, অন্ত ঃসত্ত্বা মহিলার গর্ভপাত! বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ৭ জানুয়ারি ঃ প্রেসক্রিপশন উপেক্ষা করে 'হাই পাওয়ার' ওষুধ, আর তাতেই অন্ত ঃসত্ত্বা মহিলার গর্ভপাত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র বিক্ষোভ জেমারিতে। সালানপুরের জেমারি এলাকায় চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ঘিরে উত্তাল পরিস্থিতি। চিকিৎসকের স্পষ্ট প্রেসক্রিপশন উপেক্ষা করে এক মেডিকেল স্টোরের দোকানদার নিজের খেয়ালে 'হাই পাওয়ার' ওষুধ দেওয়ায় এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার গর্ভপাত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার গোটা জেমারি এলাকায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আসানসোলের সালানপুরের জেমারি শিরিষবেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা চাঁদনি মাহাতো অসুস্থ বোধ করায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। চিকিৎসক পরীক্ষা করে নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ প্রেসক্রিপশনে লিখে দেন। অভিযোগ, সেই প্রেসক্রিপশন নিয়ে জেমারি রেলগেট সংলগ্ন এক মেডিকেল স্টোরে গেলে দোকানদার চিকিৎসকের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন 'হাই পাওয়ার' ওষুধ দেন বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, ওই ওষুধ খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদনি মাহাতোর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। শুরু হয় অসহ্য যন্ত্রণা ও তীব্র রক্তক্ষরণ। দ্রুত তাঁকে আবার চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে ওষুধ দেখে চিকিৎসক নিজেই বিস্মিত হন। তিনি জানান, এই ওষুধ নির্ধারিত ডোজের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী এবং অন্ত ঃসত্ত্বা মহিলার জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে চাঁদনি মাহাতোকে রবিবার পিঠাকেয়ারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা জানান, তাঁর গর্ভপাত হয়ে গেছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযুক্ত মেডিকেল স্টোর ঘেরাও করে দোকান বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। যদিও অভিযুক্ত দোকানদার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, চিকিৎসকের সঙ্গেই কথা বলেই তিনি ওই ওষুধ দিয়েছিলেন। ঘটনার খবর পেয়ে সালানপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এসআইআর আতঙ্কে প্রৌঢ়ের মৃত্যু মুর্শিদাবাদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৭ জানুয়ারি ঃ এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত রাজ্যজুড়ে। নির্বাচন

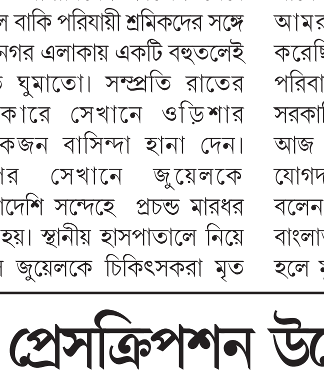

কমিশনের প্রকাশ করা ভোটার তালিকায় নামের কিছু গরমিল থাকায় শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের নওদা থানার অন্তর্গত বালি-১ পঞ্চায়েতের টুঙ্গী-ফরাজীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোজাম্মেল শেখ ওরফে কালু (৫৮)। কিন্তু প্রথম শুনানিতে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদেরকে উপযুক্ত নথি দিয়ে 'সন্তুষ্ট' করতে না পারায় ফের মোজাম্মেলকে শুনানির জন্য ডাকা হবে বলে জানানো হয়েছিল। আর এই আতঙ্কেই মঙ্গলবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মোজাম্মেল মারা গিয়েছেন বলে তাঁর পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হলো। মৃত মোজাম্মেলের পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, ২০০২ -এর ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ছিল এবং এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর তাঁকে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হয়েছিল। ওই পরিবারের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে মোজাম্মেলের ইংরেজি নামের নিচে বাংলা বানানে তাঁর ডাকনাম কালু লেখা রয়েছে। এবং এখান থেকে সমস্ত বিভ্রান্তির শুরু। মৃত ওই ব্যক্তির পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রাজ্য জুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর মোজাম্মেলকে বাংলায় লেখা এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হয়েছিল। ছাপানো সেই ফর্মে মোজাম্মেলের নাম ডাকনাম কালু শেখ লেখা রয়েছে। যদিও ওই ফর্মে তাঁর এপিক নম্বর এবং অন্যান্য তথ্য সঠিক লেখা রয়েছে। ফর্ম পূরণ করার সময় মোজাম্মেল, কালু শেখের পরিবর্তে নিজের প্রকৃত নাম মোজাম্মেল শেখ লিখে সেই নথি বিএলও-র কাছে জমা করেছিলেন। সূত্রের খবর এনুমারেশন ফর্মে ছাপা নামের সঙ্গে মোজাম্মেলের নামের কোনও মিল না থাকায় গত ৩১ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে তাঁকে উপযুক্ত নথি নিয়ে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বলেন, গত ৩১ ডিসেম্বর শুনানিতে মোজাম্মেল তাঁর যাবতীয় নথি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে হাজির হয়েছিলেন। শুনানিতে নির্বাচনের কমিশনের আধিকারিকেরা মোজাম্মেলের সমস্ত নথি দেখার পর জানিয়েছিলেন তাকে আরও তিনবার শুনানিতে হাজিরা দিতে হতে পারে। মৃতের পরিবারের এক সদস্য বলেন, শুনানিতে হাজির হওয়ার পর ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যেতে পারে এই আশঙ্কায় মোজাম্মেল অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এবং ওই বুথের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও মোজাম্মেলকে অনেকবারই বুঝিয়েছিলেন নামের এই সামান্য ত্রুটি আগামী দিন তাঁরা ঠিক করে দেবেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের দোষে ভোটার তালিকার নথিতে নামের ভুল থাকার কারণে মোজাম্মেলের আতঙ্ক যাচ্ছিল না। পরিবারের দাবি সেই আতঙ্ক থেকেই মঙ্গলবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের নওদা বিধানসভার পর্যবেক্ষক মোশারফ হোসেন মধু বলেন, নির্বাচন কমিশন ভুল করে মোজাম্মেলের ডাকনাম কালুর নামে এনুমারেশন ফর্মে চাপিয়েছে। এর কোনও দায়িত্ব ওই ব্যক্তির ঘাড়ে বর্তায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তিকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল। ভবিষ্যতে ভোটার তালিকায় নিজের নাম থাকবে কিনা এই আতঙ্কেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মোজাম্মেলের মৃত্যু হয়েছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি দলকে তীব্র আক্রমণ করে মোশারফ হোসেন বলেন , সারা বাংলায় আর কত প্রাণ কা।বে নির্বাচন কমিশন। তারা বিজেপির নির্দেশে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে রাজ্য জুড়ে এসআইআর করছে। আর তার ফল ভুগছে সাধারণ মানুষ।

এসআইআর-এর কাজের চাপের অভিযোগ, মৃত বিএলও

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৭ জানুয়ারি ঃ এসআইআর-এর দায়িত্ব সামলানোর মাঝেই রাজ্যে ফের এক বিএলও-র মৃত্যু। কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু দাবি পরিবারের। মালদার ইংরেজবাজার পুরসভার ফুলবাড়ি পাকুরতলা এলাকার ঘটনা। মৃতার নাম সম্পৃতা চৌধুরী সান্যাল (৪৮)। বাড়ি পাকুরতলা এলাকায়। তিনি পেশায় আইসিডিএস কর্মী। ইংরেজবাজার পুর এলাকার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ১৬৩ নম্বর বুথে বিএলও-র দাযিত্বে ছিলেন। মৃতার স্বামীর অভিযোগ, এসআইআর-এর জন্য প্রচণ্ড কাজের চাপ ছিল সম্পৃতাদেবীর উপরে। তার উপরে গত কয়েকদিনের তীব্র ঠান্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সম্পৃতাদেবী। গত কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। কিন্তু এসআইআর-এর কাজের চাপ প্রচণ্ড ছিল। ফলে তাঁর স্ত্রী আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ মৃতার স্বামী অর্ধেন্দু চৌধুরীর। শেষ পর্যন্ত এদিন ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে যান ইংরেজবাজার পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর গায়ত্রী ঘোষ। কাউন্সিলরের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত চাপের ফলেই বিএলও-রা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। যার পরিণতিতে সম্পৃতাদেবীর মৃত্যু হল। পাল্টা বিজেপি-র দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, যে কোনও মৃত্যুই দু ঃখজনক। তবে সব দোষ নির্বাচন কমিশনের উপরে চাপিয়ে দিলে হবে না। তৃণমূলের যাঁরা জনপ্রতিনিধি বা নেতৃত্ব আছেন, তাঁরাও বিএলও-দের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন। হলে এই এইসব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল (১) শ্যামাপদ বর পিতা- বৈকুন্ঠ বর (২) ভারতী বর স্বামী-গৌরাঙ্গ বর গত 24.06.03 তারিখে হাওড়া A.D.S.R ও 08.06.05 তারিখে হাওড়া D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-581 (বুক নং IV), I-309 (বুক IV) নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটনী বা আমাক্তানামা দলিল বলে শ্রী প্রতনু মান্না পিতা- মতিলাল ও আমিরুল ইসলাম খাঁন পিতা- সফিকুল ইসলাম নিকট হইতে জগদীশপুর মৌজায় হাল 3118 নম্বর দাগে হাল 2888 নম্বর খতিয়ানে 14 শতক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয়ে কারো কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি 1 মাসের মধ্যে বালী জগাছা B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

e-Tender Notice

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential vide NIeT No- EGP/12 Dt-**06/01/2026**. Last Dt. of application **20/01/2026 up to 17:00 IST.** For details visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Eral Gram Panchayat

DAINHAT MUNICIPALITY

For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no-54/DM/ENGG/(APAS)/ 2025-2026
DATE-05/01/2025
E-NIT no-55/DM/ENGG/(APAS)/ 2025-2026
DATE-06/01/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no **7478003845**
Sd/- **Chairman**
Dainhat Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সি-এফইউআর-ডিটি ০৭-০১-২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র সিডিও, সাঁতরাগাছি, দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিশন নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েব-সাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। যোগ্য টেন্ডারদাতাদের নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী কেবলমাত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অফলাইন টেন্ডার গৃহীত হবে না। বিশদ বিবরণের জন্য ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোড করা টেন্ডার নথিপত্র দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** ০১ (এক) বছরের মেয়াদের জন্য "ডি-৩ শিডিউল চলাকালীন আপার-গিয়ার অ্যাটেনশনের জন্য ফার্নিশিং কাজ"। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩,৪৬,৬২,১৪৩.৩৬ টাকা (জিএসটি সমেত)। **ইএমডি ঃ** ৩,২৩,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ০২.০২.২০২৬-এ বেলা ১২টা। **(PR-1038)**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ইহা ঘোষণা করা হইতেছে যে, আমার মক্কেল, **এম.ডি. আব্বাস, পিতা- মৃত এম.ডি. খলিল, জাতি-ইসলাম,** পেশা- দৈনিক কাজ, সাং- ৬/৫, ডালহৌসি কুলি লাইন, চাঁপদানি, পোস্ট-বৈদ্যবাটি, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী।

১) আজাদ খান, ২) কোমল বানু, উভয়ের পিতা- নিজামুদ্দিন খয়ান, জাতি-মুসলিম, পেশা-চাকরি, সাং- ১৪০ আর.বি.এস. রোড, চাঁপদানি, পোস্ট-বৈদ্যবাটি, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী।

এদের দ্বারা নিযুক্তীয় আমমোক্তার এম.ডি. সইফুদ্দিন, পিতা- মৃত এম.ডি. কাসিম নুরি, জাতি-মুসলিম, ভারতীয় নাগরিক, পেশা- ব্যবসা, সাং- এস.বি.এম. রোড, চাঁপদানি, পোস্ট- বৈদ্যবাটি, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পক্ষে ২০২২ সালের ২০শে জুন এবং ২০২২ সালের ৯ই ডিসেম্বর চন্দননগর সাবরেজিষ্ট্রী অফিস হইতে আমমোক্তার দলিলটি রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল নং ০২৫৬২ এবং ০৪৯৫২।

পরবর্তীতে উক্ত আমমোক্তার দলিলগুলির নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তিটি ইং ০২/ ০৭/ ২০২৫ তারিখে চন্দননগর সাবরেজিষ্ট্রী অফিস হইতে ২০২৩ নং বিক্রিত দলিলমূলে রেজিষ্ট্রি করা হয়। আমার মক্কেল নিম্নতপশীলভুক্ত সম্পত্তিটি নাম রেকর্ড করার জন্য মানকুণ্ডু খলিসানি বি.এল. এ্যাণ্ড এল.আর.ও. অফিসে একটি মিউটেশন কেস ফাইল করার জন্য অবগত করা হচ্ছে।

ইহাতে কারও কোনও অভিযোগ বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগামী এক মাসের মধ্যে উক্ত অফিসে উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য সম্পাদন হইবে।

তপশীল

হাল দাগ নং-৩৯৮৪, হাল খতিয়ান নং-১৮২২/১, জমির পরিমাপ- ০.০১১ (একর), মৌজা-গৌরহাটি চাঁপদানি, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী।

Dwarkaprasad Agarwal
Advocate
F-1729/1999

Office of the
Jahannagar Gram Panchayat
Vill.+P.O-Jahannagarh
P.S.-Nadanghat, Dist-Burdwan
e-Tender Notice

e-Tender Jahannagar Gram Panchayat **NIT No. 006/JGP/NIT/15th CFC/2026** dated 07/01/2026 published on eNIT site on **07/01/2026** Fund: 15th CFC (UN-TIED) (2025-26) for Details Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Jahannagar Gram Panchayat

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH,711312

Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-24/2025-26 Vide Memo No-14/Shy-II Dated-07.01.2025 On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in**. The last date of tender submission -**24.01.2026 at 17.00 PM**

SD/-
EXECUTIVE OFFICER
SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH,711312

OFFICE OF THE SERENGDIH GRAM PANCHAYAT
P.O.- SERENGDIH JHALDA-I DEV.BLOCK. PURULIA

NOTICE OF INVITING TENDER From SERENGDIH Gram Panchayat under Baghmundih Dev. Block Dt. Purulia (W.B.) 1. NIT NO.-277/SRNGP/25-26. DT.07/01/2026 Document download/sell start date(online): 09/01/2026 from 17:00 Hrs up to AS PER SLOT. Bid submission start date(Online) 09.01.2026 from 17:00 Hrs. Bid opening date for Technical Proposals(Online) AS PER SLOT. For more details contact with the undersigned in office hours.

Sd/- Pradhan
Serengdih Gram Panchayat

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092
Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- **WBMAD/C/HCM/Eng/APAS/NIT1/1e/26**
Memo No-: 35/Eng/S.D Dated: 06.01.2026

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Civil & Electrical works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2026_MAD_984342 _01-16**
Closing date of Bid submission is **20.01.2026 up to 14.50 hours.**
Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality under APAS Scheme & visit website- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

Office of the
Keshargarh Gram Panchayat
Vill + PO-Dapang, PS-Hura, Dist.- Purulia, Pin-723148
Tender No: - KGP/341(16)/NIT No-02/2025-26, Dated: - 31/12/2025

Tender Form Sale/ Bid Submission Start Date (Offline) GP Office **30/12/2025 11:00 AM**. Tender Form Sale / Bid Submission End Date (Offline) GP Office **13/01/2026 01:00 PM**. Bid Opening Date (Technical) **13/01/2026 03:00 PM.** For further details please visit Keshargarh Gram Panchayat Office undersigned.

Sd/- Prodhan
Keshargarh Gram Panchayat

SHENTRACON CHEMICALS LIMITED
Corporate Identification Number: L24299WB1993PLC059449
Registered Office: 6A, 3rd Floor, Kiran Shankar Roy Road, Near High Court Kolkata, Kolkata, West Bengal, 700001
Tel No.: 033-22489731 / 9538; **Website:** www.shentracon.co; **Email:** investor@shentracon.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors ('IDC') of SHENTRACON CHEMICALS LIMITED ('SCL' or 'Target Company') on the Open Offer made by, Mr. Amit Lalit Jain ('Acquirer 1') and Mr. Hanissh Kanakraj Jaain ('Acquirer 2') (hereinafter referred to as "Acquirers") to the Shareholders of the Target Company under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 including subsequent amendments thereto ('SEBI (SAST) Regulations').

1.	Date	Thursday, January 08 ,2026
2.	Name of the Target Company	Shentracon Chemicals Limited
3.	Details of the Offer pertaining to the Target Company	This Offer is being made by Mr. Amit Lalit Jain ('Acquirer 1') and Mr. Hanissh Kanakraj Jaain ('Acquirer 2') pursuant to the provisions of Regulations 3 and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, for acquisition of upto 11,53,917 (Eleven Lakh Fifty Three Thousand Nine Hundred and Seventeen) Equity Shares of ₹ 10/- each representing 26.00% of the fully Paid up Equity and Voting Share Capital of the Target Company, at a price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paisa Only) per Equity Share, payable in cash.
4.	Name of the Acquirer	Mr. Amit Lalit Jain ('Acquirer 1') and Mr. Hanissh Kanakraj Jaain ('Acquirer 2')
5.	Name of the Manager to the Offer	Bonanza Portfolio Limited CIN: U65991DL1993PLC052280 Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walbhat Road, Behind The Hub, Goregaon (East), Mumbai - 400 063
6.	Members of the Committee of Independent Directors	1. Mr. Ashish Bakliwal ,Chairperson 2. Ms. Madhuri Toshniwal, Member
7.	IDC Member's relationship with the Target Company (Directors, Equity Shares owned, any other contract/ relationship), if any	a) IDC members are Independent and Non-Executive Directors on the Board of the Target Company. b) None of the IDC member holds Equity Shares in the Target Company. c) None of the IDC member holds any contract or relationship with the Target Company at present.
8.	Trading in the Equity Shares/ other securities of the Target Company by IDC Members	None of the IDC members have traded any Equity Shares/ other securities of the Target Company during a period of 12 months prior to the date of Public Announcement till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the Acquirer (Directors, Equity Shares owned, any other contract/ relationship)	None of the IDC members have any relationship with the Acquirer at present.
10.	Trading in the Equity Shares/ other securities of the Acquirer by IDC Members	Nil
11.	Recommendation on the Offer, as to whether the Offer, is or is not, fair, and reasonable	The IDC members have reviewed the following documents issued by the Manager on behalf of the Acquirer (collectively referred to as the "Offer Documents"): (a) the Public Announcement dated Thursday, September 04, 2025; (b) the Detailed Public Statement published in newspaper on Friday, September 12, 2025; (c) the Draft Letter of Offer dated Friday, September 19, 2025; and (d) the Letter of Offer dated Monday, January 05,2025\ The IDC members believe that Offer is fair and reasonable, in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations.
12.	Summary of Reasons of Recommendation	Based on the review of the Offer Documents, the IDC members are of the opinion that the Offer Price of ₹ 0.50 per Equity Shares, offered by the Acquirers is in line with Regulation 8(2) of SEBI (SAST) Regulations and prima facie appears to be justified. The Committee considered the following facts: a) The Equity Shares of the Company are infrequently traded on BSE within the meaning of Regulation 2(1)(j) of SEBI (SAST) Regulations; b) The Offer Price of ₹ 0.50 per Equity Shares is justified in terms of the parameters prescribed under Regulations 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations. **Keeping in view of the above fact, the IDC members are of the opinion that the Offer Price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paisa Only) payable in cash per Equity Share to the Shareholders of the Target Company for this Offer is fair and reasonable. However, the Shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision on the matter.**
13.	Details of Independent Advisors, if any	Nil
14.	Disclosure of Voting Pattern of the meeting in which the open offer proposal was discussed	The recommendations were unanimously approved by the members of the IDC
15.	Any other matter to be highlighted	Nil

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true, correct, and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under SEBI (SAST) Regulations.

For and on behalf of
Committee of Independent Directors
Shentracon Chemicals Limited
Sd/-
Ashish Bakliwal
(Chairperson of IDC)

Place: Mumbai
Date: January 07, 2026

টাকার বিনিময়ে খেলা, দল ছাড়ছে বিদেশিরা, কোপ বেতনেও! ‘আইএসএল-সংকট’ কি সত্যি মিটেছে?

বিশেষ প্রতিনিধি

কাগজে-কলমে সমস্যার অবসান। কিন্তু বাস্তবে শুধু সংকটের রং বদলেছে। ২০২৫-২৬ মরসুমের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ নিশ্চিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই ঘোষণার নীচে জমে থাকছে একের পর এক ধোঁয়াটে প্রশ্ন। ফেব্রুয়ারিতে লিগ শুরু হবে-এই খবর যতটা স্বস্তির, তার চেয়ে ঢের বেশি অস্বস্তিকর সেই তথ্য, যা বলছে, ক্লাবগুলো কার্যত টাকা দিয়ে লিগে টিকে থাকার অনুমতি কিনছে! এই আইএসএল আসলে কোনও নতুন সূচনা নয়। এটা একপ্রকার ‘ফায়ার ফাইটিং’। লিগ বাঁচানোর চেষ্টা। কাঠামো মেরামতি নয়। সমস্যার সূত্রপাত বৈঠকে। ক্রীড়া মন্ত্রক, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন এবং আইএসএল ক্লাবগুলোর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে যে আলোচনার কথা ছিল, তা কার্যত আলটিমেটামের চেহারা নেয়। সময় নেই। বিকল্প নেই। হয় এখনই সম্মতি, নাহলে অনিশ্চয়তার আরও অতলে তলিয়ে যাওয়া! ক্লাব মালিকদের সঙ্গে পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ নেই। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পরিসর নেই। এই আবহেই ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য ঘোষণা করেন-১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে আইএসএল শুরু। ১৪ দলই খেলবে। একটা বিপুল সমস্যা আপাতভাবে মিটল। কিন্তু সেই সঙ্গে সামনে এল আরও কয়েকটি ছোটবড় ক্ষত। এই মরসুমে আইএসএলের প্রস্তাবিত একমাত্র কাঠামো-সিঙ্গল লেগ হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে। মোট বাজেট ধরা হয়েছে ২৪ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। সংখ্যাটা শুনতে খুব ভয়ানক নয়। কিন্তু খুঁটিনাটি পড়লেই গল্প বদলে যায়ঃ ১) এআইএফএফ দেবে ৪০ শতাংশ, প্রায় ৯.৭০ কোটি। ২) অথচ এর মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ ফেডারেশনের টাকা। ৩) বাকি অংশ

নির্ভর করছে স্পনসর পাওয়ার উপর-যা এখনও হাতেই আসেনি! সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা এখানেই। এই ৯.৭০ কোটির বড় অংশ আসবে ক্লাবগুলোর পকেট থেকে। কারণ প্রতিটি দলকে দিতে হচ্ছে ১ কোটি টাকা করে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি। সব মিলিয়ে অর্থ দাঁড়াল-ক্লাবই টাকা দিচ্ছে, ক্লাবই খেলছে আর সেই প্রক্রিয়াকেই বলা হচ্ছে ‘এআইএফএফ সাপোর্ট’! আর রাজস্ব বণ্টন নয়। এটা রাজস্ব ঘুরিয়ে আনার কৌশল হয়ে উঠছে! এই অনিশ্চয়তার প্রথম ধাক্কা পড়েছে ড্রেসিংরুমে। খবর অনুযায়ী, একাধিক আইএসএল ক্লাব খেলোয়াড়দের কাছে বেতন কমানোর প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছে। আগের ২৭৫ কোটি টাকার ব্রডকাস্ট চুক্তির সময় যে বেতনের কাঠামো তৈরি হয়েছিল, সেই সুরক্ষাবলয় এখন আর নেই। ফল? বিদেশি ফুটবলাররা অপেক্ষা করছে না। ইস্ট বেঙ্গলের ডিফেন্ডার কেভিন সিবিল ইতিমধ্যেই বেরোনোর রাস্তা খুঁজছেন। এর আগে বা একই সময়ে লিগ ছেড়েছেন অ্যাড্রিয়ান লুনা, নোয়া সাদাউই, বোরহা হেরেরা, হোসে আরোয়োর মতো তারকারা। কারণ খুব সরল-চুক্তির নিরাপত্তা নেই, ভবিষ্যতের নিশ্চয়তাও অধরা। লিগ বাঁচছে কাগজে। কিন্তু প্রতিভার ধারাবাহিক ক্ষয় চালু। তা থামার নামগন্ধ নেই। সবচেয়ে ভয় ধরানো সংখ্যাটা লুকিয়ে আছে বাজেটের এক কোণে। প্রোডাকশন ও ট্রান্সমিশনের জন্য বরাদ্দ-৯.৭৭ কোটি টাকা। যেখানে আগের মরসুমগুলোতে শুধু সম্প্রচারেই খরচ হত প্রায় ৭০ কোটি। এর মানে কী? মানে- কম ক্যামেরা, কম মানের প্রোডাকশন, কম দর্শক আকর্ষণ, কম স্পনসর আগ্রহ। একটা লিগ, যেটা কিনা এমনিতেই ধারাবাহিকতা আর বিশ্বাসযোগ্যতার সংকটে ভুগছে, সেখানে এই কাটছাঁট আত্মঘাতী নয়? ৯১টা ম্যাচ হবে। ১৪ দল একে অপরের সঙ্গে একবার করে খেলবে। মোট প্রাইজ মানি ৫.৮২ কোটি। যুব লিগে বিনিয়োগ নেই। প্যারাশুট পেমেন্ট নেই। সব মিলিয়ে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের রূপরেখাই উধাও! এআইএফএফ এখন এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন-র কাছে বিশেষ ছাড় চাইবে, কারণ এই ফরম্যাটে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার ন্যূনতম ম্যাচ শর্ত পূরণ হয় না। তাতেও কি পাকাপাকিভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর দিশা মিলবে? এই আইএসএল সিজন কোনও রিস্টার্ট নয়। এটা একটা ‘স্টপগ্যাপ’ লিগটা যেন কোনও মতে চালু থাকে, সেই চেষ্টা মাত্র। কিন্তু তার বিনিময়ে ক্লাবগুলো দিচ্ছে টাকা, খেলোয়াড়রা দিচ্ছে ছাড় আর দর্শক পেতে চলেছে নামেমাত্র বিনোদন! ফেব্রুয়ারিতে কিক-অফ। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের গভীর ক্ষতগুলো ইতিমধ্যে পাকতে শুরু করেছে। প্রশ্ন একটাই-এভাবে আর কতদিন?

খেলতে হবে ভারতেই!

টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের মাঠ বদলের আর্জি উড়িয়ে দিল আইসিসি

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ৭ জানুয়ারিঃ টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতে খেলতে আপত্তি জানিয়ে যে আওয়াজ তুলেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড, তা কার্যত এক তুড়িতে উড়িয়ে দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল। সূত্রের খবর, স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে-সূচি বা ভেন্যু বদলের প্রশ্ন নেই। ভারতেই খেলতে হবে। না খেললে তার সরাসরি প্রভাব পড়বে পয়েন্ট টেবিলে। ভার্চুয়াল মাথায় রেখে বাংলাদেশি পেসারের চুক্তি বাতিল করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত, যা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন সংক্রান্ত খবর নিয়ে ভারতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সামনে আসে, তার নেপথ্যে উঠতে থাকে রাজনৈতিক চাপের কথাও। এরপরই বাংলাদেশ বোর্ড জরুরি বৈঠক ডেকে আইসিসির কাছে চিঠি পাঠায়। দাবি তোলা হয়-খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত নয়, তাই টি-২০

বৈঠকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে আইসিসি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে, টি-২০ বিশ্বকাপের নির্ধারিত সূচি ও ভেন্যু অপরিবর্তিত থাকবে। বাংলাদেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আশঙ্কা কিংবা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট-কোনও কিছুই বিশ্বক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে পারেনি। সূত্রের দাবি, বৈঠকেই আইসিসি জানিয়ে দেয়-ভারতে খেলতে অস্বীকার করলে তার ভাল পরিণতি হবে না। এমনকী মাঠে না নামলে পয়েন্ট খোয়ানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ বোর্ডের দাবি, তারা এই মর্মে কোনও লিখিত বা আনুষ্ঠানিক চিঠি পায়নি। বিতর্কের সূত্রপাত কয়েক দিন আগে। বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে ছাড়ার নির্দেশ দেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। কলকাতা নাইট রাইডার্সকে জানানো হয়, ‘চারপাশের পরিস্থিতির’ কথা বিশ্বকাপের ম্যাচ ভারতে না রেখে অন্য কোথাও সরানো হোক। বাংলাদেশ বোর্ডের পরিচালক ফারুক আহমেদ প্রকাশ্যে জানান, পাকিস্তান যেভাবে আইসিসি ইভেন্টে ‘হাইব্রিড মডেলে’ খেলেছে, বাংলাদেশও তেমনই ছাড় আশা করছে। পরিস্থিতি আরও জটিল হয় যখন বাংলাদেশে আসন্ন আইপিএল সম্প্রচার নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফারুক আহমেদ আগেই জানিয়েছিলেন, রাজনীতি এই মুহূর্তে ক্রিকেট সম্পর্কের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে। তার উপর গতকাল মুস্তাফিজুর রহমান দ্রুত পাকিস্তান সুপার লিগে যোগ দেন। ফলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বার্তা আরও কড়া আসতে থাকে। কিন্তু আইসিসির অবস্থান তাতে একচুলও নড়েনি। তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পরিষ্কার-টি-২০ বিশ্বকাপে শেষ মুহূর্তে কোনও পরিবর্তনের জায়গা নেই। সূচি যেমন আছে, তেমনই থাকবে।

ভারত ছেড়ে কানাডার পথে! কেন হঠাৎ নাগরিকত্ব বদলালেন এশিয়ান গেমসে পদকজয়ী এই শ্যুটার?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারিঃ ভারতীয় শুটিংয়ে নীরব কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়ের ইতি। এশিয়ান গেমসে পদকজয়ী স্কিট শ্যুটার অঙ্গদ বীর সিং বাজওয়া আন্তর্জাতিক মঞ্চে আর ভারতের

হয়ে খেলবেন না। ভবিষ্যতে তাঁর পরিচয় লেখা হবে কানাডার শ্যুটার হিসেবে। জাতীয় শ্যুটিং সংস্থার সবুজ সংকেত পেয়ে ৩০ বছরের এই অলিম্পিয়ান নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। জাতীয় রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া বা এনআরএআই ইতিমধ্যেই অঙ্গদকে ‘নো অবজেকশন সার্টিফিকেট’ দিয়েছে। অর্থাৎ, প্রশাসনিক দিক থেকে আর কোনও বাধা নেই। নিয়ম মেনে বাজওয়া এখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় কানাডার হয়ে নামতে পারবেন। তলিয়ে দেখলে ঘোষণায় কোনও নাটক নেই। মিশে নেই কোনও আবেগঘন বিদায়বার্তাও! বাজওয়ার ঘনিষ্ঠ মহল জানাচ্ছে, বিষয়টা পুরোপুরি ব্যক্তিগত ও বাস্তব। তাঁর পরিবার দীর্ঘদিন ধরেই কানাডায় থাকেন। বাবা গুরপাল সিং বাজওয়া সেখানে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। প্রশিক্ষণ, জীবনযাপন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা-সব মিলিয়ে কানাডাই এখন তাঁর উপযুক্ত ‘বেস’। যে কারণে হঠাৎ নেওয়া সিদ্ধান্ত নয়। প্রায় পাঁচ বছর আগেই নাগরিকত্ব বদলের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছিলেন বাজওয়া। অর্থাৎ, এটা দীর্ঘদিনের ভাবনাচিন্তার ফল। ভারতের হয়ে খেলার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় বা ফর্ম হারানোর আতঙ্ক-এমন কোনও ইঙ্গিত মেলেনি। বরং, নিজের কেরিয়ারকে স্থিতিশীল জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সচেতন চেষ্টা। এনআরএআই-এর সাধারণ সম্পাদক পবন সিং স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ‘‘আমরা কাউকে আটকাতে পারি না। এটা ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। বাজওয়ার চলে যাওয়া আমাদের জন্য ক্ষতি, কিন্তু দেশের শ্যুটিংয়ের বিকল্প প্রতিভার অভাব নেই।’’ উল্লেখযোগ্য বিষয়, বাজওয়া এখনও প্রতিযোগিতামূলক শ্যুটার। সম্প্রতি দিল্লির ডক্টর কর্ণী সিং শ্যুটিং রেঞ্জে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের স্কিটে চতুর্থ হন। অল্পের জন্য ছিটকে যান পডিয়াম থেকে। এর আগে ২০১৩ সালে প্রতিযোগিতামূলক শ্যুটিং শুরু করে দ্রুত নজর কাড়েন তিনি। ২০১৫ এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে জুনিয়র বিভাগে সোনা। ২০১৮ সালে এশিয়ান শটগান চ্যাম্পিয়নশিপে সিনিয়র বিভাগে ৬০৬০ স্কোর করে ঐতিহাসিক গোল্ড মেডেল (ভারতের প্রথম)। ২০১৯ সালে ফের সোনা জিতে টোকিও অলিম্পিক কোটা নিশ্চিত করেন। অলিম্পিকে ফলাফল খুব উজ্জ্বল না হলেও ঝুলিতে যোগ হয় বড় মঞ্চে নামার অভিজ্ঞতা। ২০২৩ হাংঝৌ এশিয়ান গেমসে দলগত বিভাগে ব্রোঞ্জও রয়েছে তাঁর নামের পাশে। এই বদল ভারতীয় শুটিংয়ের জন্য সতর্কবার্তা নয়, বরং নিখাদ বাস্তবের প্রতিফলন। আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় আজ কেরিয়ার মানে শুধু পারফরম্যান্স নয়-পরিকাঠামো, পারিবারিক সাপোর্ট, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাজওয়ার সিদ্ধান্ত সেই কঠিন সত্যটাই মনে করিয়ে দিল। সব মিলিয়ে ভারত একজন প্রতিষ্ঠিত স্কিট শুটারকে হারাল। কানাডা পেল অভিজ্ঞ এক আন্তর্জাতিক মানের অ্যাথলিট। আর বাজওয়া? তিনি বেছে নিলেন নিজের সুবিধা ও ভবিষ্যৎকে। আবেগ নয়, হিসেবের অঙ্কে মিলিয়ে নেওয়া এক সচেতন সিদ্ধান্ত।

কার্যক্রম বন্ধের ঘোষণার পর আইএসএল শুরু হলে কোন পথে এফসি গোয়া

সংবাদ সংস্থা, পানাজি, ৭ জানুয়ারিঃ আইএসএল নিয়ে সামনে এসেছে নয়া তথ্য। জানা গিয়েছে সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি থেকেই শুরু হতে পারে এই টুর্নামেন্ট। এক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে গোয়া। যদিও এই নিয়ে নাকি আপত্তি রয়েছে বেশ কিছু ফুটবল দলের। খুব শীঘ্রই হয়তো স্পষ্ট হবে সেই বিষয়টি। তবে এসবের মাঝেই আজ সামনে এসেছিল এফসি গোয়ার কথা। জানা গিয়েছিল যে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের অনিশ্চয়তার কথা মাথায় রেখে বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই ম্যানেজমেন্ট। যেখানে নিজেদের দলের যাবতীয় কার্যকলাপ বন্ধের কথা উঠে এসেছিল তাঁদের সিইও রবি

পুস্কুরের তরফে। যা রীতিমতো চমকে দিয়েছিল সকলকে। বলাবাহুল্য, গত কয়েক সিজন ধরেই ক্লাব ফুটবলে অভূতপূর্ব পারফরম্যান্স করে আসছে মানোলো মার্কেজের এফসি গোয়া। আগের মরসুমে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব না হলেও পরবর্তীতে সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্টে অনবদ্য পারফরম্যান্স ছিল এই ফুটবল দলের। শক্তিশালী জামশেদপুর এফসিকে পরাজিত করে খেতাব ঘরে তুলেছিল এই দল। যারফলে এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করার ছাড়পত্র এসে গিয়েছিল তাঁদের কাছে। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টায়ার টুয়ের গ্রুপ পর্বে দল জয়ের মুখ না দেখলেও আল নাসের থেকে শুরু করে আল-জাওরার মতো শক্তিশালী দল গুলির বিপক্ষে যথেষ্ট দাপুটে ফুটবল খেলেছিলেন সন্দেশ ঝিঙ্গানরা। এমনকি গতবারের মতো এবারও এই সুপার কাপ নিজেদের ঘরে রাখার চ্যালেঞ্জ ছিল তাঁদের কাছে। সেখানেও বাজিমাত করেছিল মানোলোর ছেলেরা। কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলকে পরাজিত করে এই খেতাব লাভ করেছে গোয়া। বলতে গেলে বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের পর দেশের অন্যতম সফল ও শক্তিশালী ক্লাব হিসেবে উঠে এসেছে গোয়া শিবির। তাঁদের ম্যানেজমেন্টের এমন সিদ্ধান্ত রীতিমতো চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল সকলকে। তবে আইএসএলের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর এবার কোন পথে হাঁটে এফসি গোয়া এখন সেটাই দেখার।

অ্যাশেজে ইতিহাস লিখল অস্ট্রেলিয়া, ভেঙে দিল ১৩৪ বছরের পুরনো রেকর্ড

সিডনি, ৭ জানুয়ারিঃ টেস্ট ইতিহাসের ১৩৪ বছরের অধ্যায়ে অস্ট্রেলিয়া একটি বিরল রেকর্ড করে ফেলেছে। সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে পঞ্চম অ্যাশেজ টেস্টের তৃতীয় দিনে এই রেকর্ড করেন তিনি। উনবিংশ শতাব্দীর পর থেকে টেস্টের ইতিহাসে এমন দুর্দান্ত ব্যাটিং প্রদর্শন এর আগে আর দেখা যায়নি। এমসিজি-তে বক্সিং ডে টেস্টে হারের ধাক্কার পর, এই সিরিজ ৪-১ শেষ করার লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়া এখন পঞ্চম তথা শেষ টেস্টের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ভাবে নিজেদের হাতে রেখেছে। স্মিথ তাঁর কেরিয়ারের ৩৭তম টেস্ট সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন এবং দিনের শেষে অপরাজিত থাকেন ১২৯ রানে। এর আগে ট্র্যাভিস হেড ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে করেন ১৬৩ রান। আর সেই সঙ্গে টেস্ট ইতিহাসের একটি বিরল রেকর্ড গড়ে নজর কাড়ল। তৃতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া সংগ্রহ করে ৭ উইকেটে ৫২৯ রান, প্রথম ইনিংসে ১৩৪ রানের দাপুটে লিড নেওয়ার পর। ইংল্যান্ড অলআউট হয় ৩৮৪ রানে, যদিও জো রুট খেলেন দুর্দান্ত ১৬০ রানের ইনিংস। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসকে সত্যিই ঐতিহাসিক করে তুলেছে তাদের ব্যাটিং লাইনআপের অসাধারণ ধারাবাহিকতা। একের পর এক ব্যাটসম্যান এসে নিজেদের ভূমিকা পালন করেছেন, কেউই ব্যর্থ হননি। ফলস্বরূপ তারা গড়ে তুলেছে সাতটি অর্ধশতরানের জুটি- যা টেস্ট ক্রিকেটের দীর্ঘ ১৩৪ বছরের ইতিহাসে প্রায় অভূতপূর্ব। এত দিন এই মাইলস্টোন একমাত্র ভারতই স্পর্শ করেছিল । ২০০৭ সালে দ্য ওভালে রাহুল দ্রাবিড়ের অধিনায়কত্বে ভারতীয় দল অবশ্য আটটটি অর্ধশতরানের জুটি গড়েছিল। সেই ম্যাচ আজও স্মরণীয়, কারণ সেখানে অনিল কুম্বলে করেছিলেন তাঁর কেরিয়ারের একমাত্র টেস্ট সেঞ্চুরি। অস্ট্রেলিয়া এ বার সেই রেকর্ডের খুব কাছাকাছি পৌঁছলেও, সেটা স্পর্শ করতে পারেনি। তাদের একমাত্র ব্যর্থ জুটি ছিল উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারি ও স্টিভ স্মিথের মধ্যে, যেখানে মাত্র ২৭ রানের পার্টনারশিপ হয়েছিল। তবে এই ছোট ব্যর্থতা বাদ দিলে পুরো ইনিংস জুড়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং ছিল দুর্দান্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং ধারাবাহিক। প্রতিটি জুটি দলের ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে, প্রতিটি ব্যাটসম্যান অবদান রেখেছেন, আর প্রতিটি রান যেন ইতিহাসের পাতায় নতুন অধ্যায় লিখেছে। এই ধারাবাহিকতা শুধু সংখ্যার দিক থেকে নয়, মানসিক দৃঢ়তার দিক থেকেও বিরল। অ্যাশেজের মতো তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এক ইনিংসে সাতটি অর্ধশতরানের জুটি গড়া আগে কখনও দেখা যায়নি। ১৮৯২ সালে ইংল্যান্ড অ্যাডিলেডে ছ'টি জুটি গড়েছিল, যা এতদিন ছিল সর্বোচ্চ। এর পর আরও কয়েক বার ছ' জুটির নজির দেখা গিয়েছে, কিন্তু সাত জুটি কখনও নয়। তাই সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার এই কীর্তি নিঃসন্দেহে অ্যাশেজের ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন। সিডনিতে অস্ট্রেলিয়া কার্যত জয়ের সামনে দাঁড়িয়ে। চতুর্থ দিনের শেষে ইংল্যান্ড ১১৯ রানে এগিয়ে। দিনের শেষে তাদের স্কোর ৮ উইকেটে ৩০২ রান। জ্যাকব বেথেলের অপরাজিত ১৪২ রানের হাত ধরে কিছুটা অক্সিজেন পেয়েছে ইংলিশ দল। একটা গোটা দিন হাতে আছে। ইংল্যান্ডের ২ উইকেট তাড়াতাড়ি ফেলে, ১৫০-২০০ রান তাড়া করা কঠিন বিষয় হবে না অস্ট্রেলিয়ার জন্য।

মেসির যেদিন ‘মরে যেতে ইচ্ছা হয়েছিল’

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ৭ জানুয়ারিঃ লিওনেল মেসির ফুটবল ক্যারিয়ারকে এখন পরিপূর্ণ বলাই যায়। ক্লাব ফুটবলে প্রায় এমন কোনো শিরোপা নেই যা জেতেননি। জাতীয় দলের হয়েও জিতেছেন বিশ্বকাপ। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা কোপা জিতেছেন একাধিকবার। কিন্তু জানেন কি, এই মেসিরই ক্যারিয়ারে এমন একটা দিন এসেছিল, যখন তাঁর মরে যেতে ইচ্ছা হয়েছিল! আর্জেন্টিনার স্ট্রিমিং চ্যানেল লুজু টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেই গল্পই বলেছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। গত মাসে সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হলেও তা লুজু টিভির ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হয় গতকাল। মেসি এই আলাপচারিতায় বলেছেন প্রায় ১০ বছর আগের এক গল্প-২০১৬ কোপা আমেরিকার ফাইনাল, চিলির কাছে টাইব্রেকারে হেরেছিল আর্জেন্টিনা। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ প্রায় সবার জানা। টানা দ্বিতীয়বারের মতো সেবার কোপার ফাইনাল থেকে শূন্য হাতে ফেরার পর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল মেসির। জাতীয় দলের হয়ে কিছু জিততে পারেন না-মেসিকে ঘিরে এমন সমালোচনাও তখন তুঙ্গ স্পর্শ করেছিল। মেসি কী করেছিলেন? আর্জেন্টিনা জাতীয় দল থেকে অবসর ঘোষণা করেন! কয়েক মাস পরই অবশ্য অবসর ভেঙে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে ফেরেন মেসি। এরপর তাঁর দুবার কোপা আমেরিকা জয় এবং ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের গল্প কে না জানেন! কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে ২০১৬ কোপার সেই ফাইনালে হারের পর মেসির কেমন লেগেছিল-তা সম্ভবত কারও জানা নেই। শুনুন মেসির মুখেই, ‘খুব অনুশোচনা হয়েছিল। মরে যেতে চেয়েছিলাম।’ অবসর ভেঙে ফেরার পেছনে নিজের দর্শনটাও ব্যাখ্যা করেছেন ইন্টার মায়ামি তারকা, ‘‘সবাইকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। তবে

মনের ইচ্ছাটা কখনো এড়ানো যায় না। এটা ভালো যে লোকজন কী বলছে, সেসবের তোয়াক্কা না করে (জাতীয় দলে) ফিরতে পেরেছিলাম।’’ মেসি আরও বলেন, ‘‘কখনো হাল ছাড়তে নেই এবং চেষ্টা করে যেতে হয়। পড়ে গেলে আবারও উঠে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করতে হয়। তাতে কাজ না হলে অন্তত জানবেন, নিজের স্বপ্নপূরণের জন্য আপনি যা যা সম্ভব সবই করেছেন।’’ হাল না ছাড়া-৩৮ বছর বয়সী মেসির জীবনে কথাটি সর্বৈব সত্য। ছোটবেলার সেই হরমোনজনিত সমস্যা তাঁর ফুটবলার হয়ে ওঠার প্রবল ইচ্ছার বাস্তবায়নে বাধা হতে পারেনি। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে শুরুতে সাফল্য না পাওয়ায়ও তিনি হতাশ হয়ে পড়েননি। লেগে থাকার কারণেই এখন তাঁর ট্রফি কেবিনেটে সম্ভবত আর জায়গা খালি নেই। কিন্তু সবকিছুরই শেষ আছে। মেসিকেও একদিন অবসর নিতে হবে। আর সেই সময়টা সম্ভবত খুব বেশি দূরেও নেই। মেসি এখনো ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলেননি। তবে তাঁর খেলার সম্ভাবনাই বেশি। এরপর ধীরে ধীরে আসতে পারে অবসর নেওয়ার ভাবনা। প্রশ্ন হলো, খেলা ছাড়ার পর কী করবেন মেসি? অনেক পেশাদার ফুটবলার অবসর নিয়ে কোচিংয়ে নেমে পড়েন। মেসির গন্তব্যও কি তাই? না। মেসি খেলা ছাড়ার পর ভবিষ্যতে নিজেকে কোচ হিসেবে দেখেন না। বরং একটি ক্লাবের মালিক হয়ে সেই ক্লাবকে গড়ে তোলাতেই তাঁর আগ্রহ বেশি। মেসি বলেছেন, ‘‘নিজেকে আমি কোচ হিসেবে দেখি না। ম্যানেজার হওয়ার ধারণাটা ভালো লাগে। কিন্তু ক্লাবের মালিক হওয়াটাই আমার বেশি পছন্দের। নিজের একটি ক্লাব থাকবে, একদম শূন্য থেকে শুরু করে গড়ে তুলতে চাই-যেখানে শিশুদের নিজেকে গড়ে তোলার এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু অর্জনের সুযোগ থাকবে। যদি আমাকে বেছে নিতে হয় তাহলে এটাই আমার জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয়।’’ গত বছর অক্টোবরে ইন্টার মায়ামির সঙ্গে ২০২৮ এমএলএস মরসুমের শেষ পর্যন্ত চুক্তি নবীকরন করেন মেসি। অর্থাৎ অন্তত ২০২৮ এমএলএস মরসুম পর্যন্ত মেসির খেলা নিশ্চিত। ইতিমধ্যে তিনি ক্লাবের মালিকও হয়েছেন। ইন্টার মায়ামি সতীর্থ ও বন্ধু লুইস সুয়ারেজের সঙ্গে জুটি বেঁধে উরুগুয়ের চতুর্থ বিভাগে দেপোর্তিভো এলএসএম নামে একটি ক্লাব চালু করেছেন। এলএসএম-শব্দে প্রথম দুটি অক্ষর লুইস সুয়ারেজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে, পরেরটি মেসির নামের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয়েছে। এই ক্লাবে ৮০ জন পেশাদার কর্মী এবং ৩ হাজার সদস্য আছেন। উরুগুয়ে কিংবদন্তি সুয়ারেজ শুরুতে একাই এ ক্লাব নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরে মেসি তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে সহ-মালিক হন।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com